মন্দারমালা

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, মাঘ, ভারবি, ভর্ত্তৃহরি, চাণক্য,
বিষ্ণুশর্ম্মা প্রভৃতি মহাকবিগণের রচিত উদ্ভট ও খণ্ড
কাব্য সংগৃহিত আদিরস, ঘটিত এবং শ্লোক-
ও তুলসীদাসের দোহাঁর মূল
সহ বঙ্গানুবাদ।

শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক সম্পাদিত।

कविते दुर्ज्जनसमक्षे लघुतया तापिनी मा भूयाः ।
आनन्दयति किमन्धं मृदुगतिरिन्दीवराक्षीणाम् ॥
कालिदासः ।

শ্রীবৈষ্ণচরণ বসাক কর্ত্তৃক
১১৮ নং অপার চিৎপুর আর্য্যপুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৫৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট
সরস্বতী যন্ত্রে
মুদ্রিত।

১২৯৬ সাল।

কাব্যামোদী।

প্রবলপ্রতাপান্বিত, রাজাধিরাজ রংপুরাধিপতি

শ্রীযুক্ত রাজা গোবিন্দলাল রায়

মহাশয়ের

পবিত্রকরে "মন্দার-মালা"

তদীয়

অনুগত সম্পাদক

কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মা।

মহাকবি-

কালিদাসের জীবনী

ও

কাব্য-সমালোচন
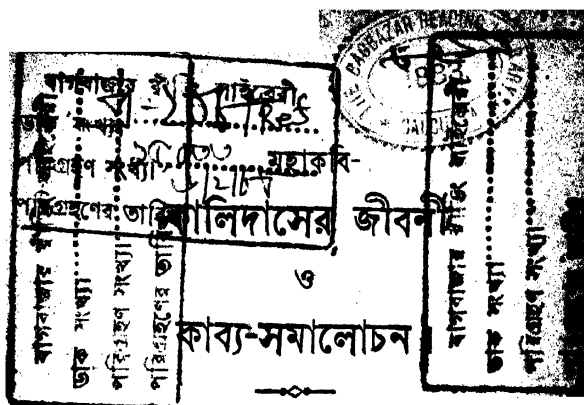
যিনি সরস্বতীর বর-পুত্র, যাঁহার জন্য সংস্কৃত ভাষার নাম দেব-ভাষা, যাঁহার প্রতিভায় সমস্ত সভ্যজগৎ আলোকিত, যাঁহার প্রণীত শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদের জার্ম্মাণ অনুবাদ পাঠ করিয়া জার্ম্মাণ কবি "গেটে" বলিয়াছিলেন,—যদি কেহ বসন্তের পুষ্প, শরতের ফল পাইবার অভিলাষ করে; যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে; যদি কেহ প্রীতিপ্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে; যদি কেহ স্বর্গ-মর্ত্ত্য একনামে সমাবেশিত করিতে চায়—তা হইলে হে শকুন্তলে! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি, সেই শকুন্তলাপ্রণেতা জগৎকবি-রবি কালিদাসের জীবনচরিত নাই, একথা কল্পনায় আনিলেও চক্ষে জল আইসে। [illegible] বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হইতেছে, একথা শুনিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি না মর্ম্মাহত হইবেন; কিন্তু তাহা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই সাধারণে প্রকাশ করিলাম।

দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, মহাকবি কালিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কালিদাস বাল্যকাল কেবল ক্রীড়ায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, লেখাপড়ার নামও করেন নাই; বিবাহকাল পর্য্যন্ত তাহার বর্ণপরিচয়ও হয় নাই। তিনি যেমন মূর্খ ছিলেন, তাঁহার বুদ্ধিও তেমনি স্থূল ছিল। এতদূর স্থূল ছিল যে, তিনি একদিন একটা গাছের ডালের আগায় বসিয়া সেই ডালের গোঁড়া কাটিতেছিলেন। ডাল পড়িয়া গেলে আপনিও যে তৎসঙ্গে পড়িয়া যাইবেন এটি তাঁহার স্থূল বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় নাই।

শারদানন্দন নামে এক নৃপতির বিদ্যোত্তমা নামে এক কন্যা ছিল সেই কন্যা যেরূপ রূপলাবণ্যাবতী তদনুরূপ বিদ্যাবতী ছিলেন। এই বিদ্যোত্তমা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া নানাদেশ হইতে রাজা, রাজকুমার ও পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বিচারে বিদ্যোত্তমাকে কেহ পরাজিত করিতে পারিলেন না। বিবাহার্থী পণ্ডিত এবং রাজন্যবর্গেরা বিদ্যোত্তমার নিকট এইরূপে হতমান হইয়া তাঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন এবং স্ত্রীলোকের এরূপ ধৃষ্টতা অসহ্য মনে করিয়া পরামর্শ করিলেন যে, যে কোন উপায়ে হউক একটা গণ্ড মূর্খের সহিত ইহার বিবাহ দিতে হইবে। তদনুসারে তাঁহারা চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিয়া পূর্ব্বোক্ত ডাল কাটার বিষয় দর্শন পূর্ব্বক এই মূর্খ কালিদাসকেই পাত্র স্থির করিলেন। পণ্ডিতগণ, কালিদাসকে পণ্ডিত বেশ ধারণ করাইয়া

বিদ্যোত্তমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মৌখিক বিচার হইবে না সাঙ্কেতিক বিচার হইবে। যখন কালিদাস সভায় প্রবেশ করেন, তখন সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং মহা সমাদরে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে বিদ্যোত্তমা ভাবিলেন, অবশ্যই ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, নচেৎ ইহারা এরূপ সম্মান করিতেছেন কেন। বিচার আরম্ভ হইলে কলিদাস একটী অঙ্গুলি দেখাইলেন বিদ্যোত্তমা ভাবিলেন কালিদাস বুঝি এক ঈশ্বরের কথা বলিতেছেন। তিনি তাঁহার উত্তরে তিন অঙ্গুলী দেখাইলেন অর্থাৎ এক ঈশ্বর হইতে সত্ব, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইয়াছেন। কালিদাস দুই অঙ্গুলী দেখাইলেন। বিদ্যোত্তমা ভাবিলেন কালিদাস বুঝি পুরুষ প্রকৃতির কথা বলিতেছেন। এই প্রকারে কালিদাসের যখন যেরূপ মনে আসিতে লাগিল সেই প্রকারে অঙ্গুলী প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিদ্যোত্তমা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সভাস্থ পণ্ডিতবর্গ ঐ সকল সঙ্কেতের এমনই চমৎকার অর্থ করিতে লাগিলেন ও কালিদাসের পাণ্ডিত্যের এরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে তাহাতে বিদ্যোত্তমা পরাজিতা হইলেন। কালিদাস বিচারে জয় লাভ করিলে মহাড়ম্বরে বিদ্যোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের রাত্রে বাসরগৃহে কালিদাস ও বিদ্যোত্তমা শয়ন করিয়া আছেন ইতিমধ্যে একটী উষ্ট্রের শব্দ তাঁহাদের কর্ণ গোচর হইল শব্দ শ্রবণে বিদ্যোত্তমা কলিদাসকে জিজ্ঞাসা

করিলেন কিসের শব্দ হইতেছে? কালিদাস উত্তর করিলেন উষ্ট্র ডাকিতেছে। বিদ্যোত্তমা শুনিবামাত্র এত চমকিত হইলেন যে, প্রথমে তাঁহার বোধ হইল শুনিতে ভ্রম হইয়াছে। এই জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন কি বলিলেন? কালিদাস বিদ্যোত্তমার প্রশ্নের স্বর শুনিয়া বুঝিলেন তিনি অশুদ্ধ বলিতেছেন এজন্য শুদ্ধ করিয়া বলিলেন উট্র ডাকিতেছে। প্রথম বারে "র" ত্যাগ করিয়াছিলেন এবারে "ষ" উচ্চারণ করিলেন না। শ্রবণানন্তর বিদ্যোত্তমা শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন পণ্ডিতেরা চাতুরী করিয়া ঘোরতর গণ্ডমূর্খের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। কালিদাস ভার্য্যার ক্রন্দন ও পরিতাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন এবং আপনাকে নিতান্ত ঘৃণিত বিবেচনা করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিলেন। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি সমধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি তবে গৃহে আসিব নচেৎ এজন্মে আর দেশে মুখ দেখাইবনা।

কালিদাস তৎক্ষণাৎ বাসর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা শিক্ষার্থ দূর দেশে যাত্রা করিলেন। তিনি কোন এক আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কালিদাসের প্রথম হইতেই মেধা তীক্ষ্ণ ছিল সুতরাং অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন। এত অল্প কাল মধ্যে এত অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে সরস্বতীর বরপুত্র

বলিয়া থাকে। পরিশেষে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখ সন্তপ্তা রমণী হৃদয়ে অতুল আনন্দ প্রদান করিলেন। কালিদাসের যশঃ সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল। উজ্জয়িনীর সুপ্রসিদ্ধ অধিপতি মহারাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার সভাসদ রূপে তাঁহাকে বরণ করিলেন। কালক্রমে কালিদাস তাঁহার নবরত্নের শিরোরত্ন হইয়া উঠিলেন।

ভোজরাজ নামে কোন নৃপতির সভামধ্যে কয়েক জন শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। কোন শ্লোক বা কবিতা কেহ একবার কেহ দুইবার কেহ তিনবার শ্রবণ করিলে তাহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। এজন্য ভোজরাজ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যিনি আমার সভা মধ্যে নূতন কবিতা বলিতে পারিবেন তিনি লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন ঐ পারিতোষিকের লোভে নানা দেশ হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়া নূতন নূতন কবিতা রচনা করিয়া মহারাজকে শুনাইতেন কিন্তু শ্রুতিধর পণ্ডিতেরা তৎক্ষণাৎ তাহা পুরাতন কবিতা বলিয়া উপেক্ষা করতঃ একে একে আবৃত্তি করিতেন সুতরাং সকলকেই নিরুত্তরে চলিয়া যাইতে হইত। কালিদাস ভোজরাজের এইরূপ চতুরতা বুঝিতে পারিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন।

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ! ত্রিভুবনবিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্ম্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈ র্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নো বা জানন্তি কেচিৎ নবকৃতমিতি চেদ্দেহি লক্ষং ততো মে

ইহার অর্থ এই—মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি

ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিক এবং সত্যবাদী, আপনার পিতা আমার নিকট হইতে ৯৯ নিরানব্বইকোটী স্বর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিয়াছিলেন আপনার সভাসদ পণ্ডিতেরা জানেন, অতএব তাহা আমাকে প্রদান করুন যদি পণ্ডিতবর্গ বলেন যে আমরা জানিনা তবে আমি নূতন কবিতা বলিলাম তজ্জন্য আমি লক্ষ মুদ্রা পাইতে পারি। কালিদাস ভোজরাজ সমক্ষে এই কবিতা পাঠ করিলে সুতরাং তাঁহার সভাসদ্ বর্গকে তাঁহার পিতৃ ঋণ স্বীকার করিতে হইল। তখন ভোজরাজ, পিতৃস্থাপিত গুপ্ত অর্থ দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধ করিলেন।

কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত, নলোদয়, ঋতু সংহার, শৃঙ্গারতিলক নাটক প্রভৃতি খণ্ডকাব্য এবং স্মৃতিচন্দ্রিকা, জ্যোতির্বিদাভরণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অনেকে বলেন, জ্যোতির্বিদাভরণ কালিদাসের প্রণীত নহে, কিন্তু জ্যোতির্বিদাভরণে কালিদাস স্বয়ং বলিতেছেন—আমি রঘু প্রভৃতি লিখিয়া জ্যোতির্বিদাভরণ লিখিলাম। অনেকে বলেন, জ্যোতির্বিদাভরণ অপর কোন কালিদাসকৃত; কারণ যে লেখনী হইতে রঘুবংশ প্রভৃতি সুন্দর গ্রন্থ নিঃসৃত হইয়াছে সেই লেখনী হইতে জ্যোতির্বিদাভরণের ন্যায় নীরস কবিত্বশূন্য গ্রন্থ সমুদ্ভূত হইতে পারে না। বাস্তবিক উহার রচনা তত উৎকৃষ্ট নহে কিন্তু শকুন্তলার ন্যায় সুন্দর না হইলেও যদি তাঁহার প্রণীত নয় বলিতে হয়, তাহা হইলে মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক তাঁহার বলা যায় না। কেন না শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত তুলনা করিলে উহার রচনা অতি

জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। যখন দুইখানি নাটকের রচনায় এত প্রভেদ, তখন কাব্যের সহিত জ্যোতিষ গ্রন্থের কত প্রভেদ হইতে পারে? বিশেষতঃ গ্রন্থকার যখন স্পষ্টই বলিতেছেন "আমি রঘুবংশ প্রভৃতি লিখিয়া জ্যোতির্বিদাভরণ লিখিলাম" তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত সে কথা অবিশ্বাস করা কখনই উচিত নহে। বিশেষতঃ কালিদাসের মিথ্যা নাম দিয়া জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রচার করার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। যদি উক্ত গ্রন্থ কাব্য হইত, তাহা হইলে গ্রন্থের সম্মান জন্য কালিদাসের নাম প্রচার করা হইয়াছে বলিতে পারা যাইত। কেননা কলিদাস কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর যখন কালিদাসের কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞানাভিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন জ্যোতির্বিদাভরণ তাঁহার প্রণীত নহে একথা বিশ্বাস হয় না। কেহ কেহ বলেন যে ইহা সেতু কাব্যপ্রণেতা মাতৃগুপ্তের লেখণিপ্রসূত।

যাহা হউক যিনি তাঁহার কবিতা পাঠ করিবেন তাঁহাকেই বলিতে হইবে কালিদাসের তুল্য কবি পৃথিবীর কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্সপীয়ার ভিন্ন কালিদাসের সহিত তুলনা করা যায় পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন নাই। সেক্সপীয়র মানব হৃদয় বর্ণন কার্য্যে কালিদাসের সমতুল্য কিন্তু অপর সকল বিষয়ে কালিদাস তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এক সময়ে কর্ণাটাধিপতি তাহার চারিটী কবিতা শ্রবণ করিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে সমস্ত রাজত্ব দান করেন। অধিক কি তাঁহার নামের এইরূপ গৌরব ছিল যে, সকলেই

স্বরচিত কবিতা তাঁহার নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিতেন। সামান্য একটী প্রহেলিকা রচনা করিয়া তাহার সমাদর জন্য শেষ ছত্রে "কহে কবি কালিদাস" বলিয়া ভণিতা দিতেন।

কালিদাসের উপমা অতি চমৎকার। তিনি সংক্ষেপে এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া উপমা রচনা করিয়াছেন যে, পাঠক মাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তি মাত্র উপমা ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার রচনার সর্ব্বত্রই মধুর শব্দ বিন্যাস, সুন্দর উপমা এবং চমৎকার স্বভাব বর্ণনা দৃষ্ট হয়। শব্দাড়ম্বর, বা শব্দালঙ্কার দ্বারা তিনি কখন গ্রন্থ নীরস করিতেন না। অনেকে ভাবিতে পারেন কালিদাসের সে শক্তি ছিলনা কিন্তু নলোদয় পাঠ করিলে আর সে সন্দেহ থাকে না। রাজা বিক্রমাদিত্যের নব রত্নের এক রত্ন ঘটকর্পর স্বনাম প্রসিদ্ধ একখানি যমক রচনা করিয়া সগর্ব্বে লিখিয়াছেন "যিনি আমার ন্যায় যমক রচনা করিতে পারিবেন, আমি খর্পর (খাপরা) দ্বারা তাহার জল বহন করিব।" কালিদাস ঘটকর্পরের দর্পচূর্ণ করিবার নিমিত্ত নলোদয় রচনা করেন। বাস্তবিক নলোদয় যমক অতি উৎকৃষ্ট। কিন্তু শব্দালঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইয়াছে বলিয়া ঐ গ্রন্থ প্রকৃত কবিত্ব শক্তি অনেক হীন হইয়া পড়িয়াছে।

কালিদাস কেবল কবি ছিলেন না। বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তিনি বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কাব্য সকল মধ্যেই তাহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ দৃষ্ট। যোগাকর্ষণ শক্তি, পদার্থের কাঠিন্যের কারণ, জলকণা সমূহে সূর্য্য কিরণ সংযোগে ইন্দ্রধনুর উৎপত্তি, জলীয় বাষ্প হইতে মেঘের

উৎপত্তি, চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটার কারণ, সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের জ্যোতি, পৃথিবীর ছায়া দ্বারা চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি অনেক বিজ্ঞানশাস্ত্র সিদ্ধ কথা কালিদাসের কাব্য সকলে দৃষ্ট হয়। যখন কাব্য মধ্যে ঐ সকল কথা বারম্বার উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ঐ সকলে যে তিনি সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা সিদ্ধ কথা ব্যতিরেকে কেহ কখন কাব্যে ব্যবহার করে না। তিনি মেঘদূতে গিরি, নদী ও প্রদেশ সকলের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং রঘুবংশে রঘু দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ভূগোল বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কালিদাস এইরূপ অলৌকিক কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন ও এরূপ অভিমান শূন্য ও বিনীত ছিলেন এবং আপনাকে এত ক্ষুদ্র বিবেচনা করিতেন যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রথমে লিখিয়াছেন,—

ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্প বিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্‌॥
মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্‌।
প্রাংশু লভ্যে ফলে লোভা দুদ্বাহুরিব বামনঃ॥

অতি মহৎ রঘুবংশ লেখা ক্ষুদ্রমতি আমার পক্ষে ভেলা দ্বারা দুস্তর সাগর পার হওয়ার চেষ্টার ন্যায় হইতেছে। উচ্চ ব্যক্তির লভ্য ফল লাভের নিমিত্ত বামন হস্তোত্তোলন করিলে যেরূপ হাস্যাস্পদ হয়, আমিও সেইরূপ কবি যশঃপ্রার্থী হইয়া উপহাসাস্পদ হইব।

মন্দারমালা।

একদা উজ্জয়িনী হইতে কর্ণাট নগর গমনকালে মহাকবি কালিদাস তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল পানাশয়ে পথিপার্শ্বে একটী জল-সত্রে উপস্থিত হইলেন। ঐ জলসত্র এক সুন্দরী যুবতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কালিদাস সম্মুখে যুবতীকে দেখিয়া এই কবিতাটী আবৃত্তি করিলেন—

"কস্যেয়ং তরুণী প্রপা পথিক! মে কিম্পীয়তেঽস্যাম্পয়ঃ।
ধেনূনামথ মাহিষং বধির! হে বারঃ কথং মঙ্গলঃ।
সোমো বাপি শনৈশ্চরোঽমৃতমহো তত্তে মুখে দৃশ্যতে।
শ্রীমন্নাথ নিতান্তনাগরগুরো যদ্রোচতে তৎ পিব॥"

ইহার অর্থ এই কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন সুন্দরী এ জলসত্র কাহার? সুন্দরী উত্তর করিলেন পথিক! ইহা আমার। কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন ইহাতে কি, পান করিতে হয়? সুন্দরী বলিলেন "পয়ঃ" অর্থাৎ জল। কালিদাস রসিকতা করিয়া পয়ঃ অর্থে দুগ্ধ পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন গরুর না মহিষের? সুন্দরী বলিলেন "বধির হে বারঃ" অর্থাৎ হে বধির ইহা জল। কালিদাস বলিলেন বার, মঙ্গল না শনিবার? সুন্দরী বলিলেন ইহা অমৃত।

কালিদাস বলিলেন, তাহাত তোমার মুখেই দেখিতেছি সুন্দরী লজ্জিতা হইয়া, আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই পান করুন বলিয়া অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিদাস যুবতীকে তদবস্থায় দেখিয়া কহিলেন।

"দৃষ্টিং দেহি পুনর্ব্বালে! কমলায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে বিষস্য বিষমৌষধম্॥"

অর্থাৎ সুন্দরী আর একবার আমার দিকে চাও! একে আমি পিপাসায় কাতর তাহার উপর তোমার নয়নবাণে জর্জ্জরিত, লোকে বলিয়া থাকে বিষের ঔষধ বিষ। সুন্দরী কালিদাসের কথা শুনিয়া বলিলেন আমরা অবলা জাতি, একথার উপযুক্ত উত্তর আমার দেওয়া অসম্ভব, কালিদাস তদুত্তরে আর একটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—

"বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবনজয়িনী কটাক্ষেণ।
সরলে ত্বং যদ্যবলা কস্বলবান্তং বিজানীয়াম্।"

সুন্দরী তুমি বক্ষে দুইটী পর্ব্বত ধারণ করিয়াছ, নয়নবাণে ত্রিভুবন জয় করিতে পার, তুমি যদি অবলা তবে বলবান্ কে? এইবার সুন্দরী ঈষৎ কুপিত হইয়া কালিদাসকে কটূক্তি করিলেন। তদুত্তরে কালিদাস আর একটী কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

স্নিগ্ধমালপসি রূক্ষমেব বা ত্বৎকথা ভবতু মে রসায়নম্।
শীতলং সলিলমুষ্ণমেব বা পাবকংহি শময়েন্ন সংশয়ঃ॥

সুন্দরী মধুর বচনে অথবা কর্কশ বচনে যেরূপেই

হউক আমাকে সম্ভাষণ কর তাহাতেই আমি আনন্দিত হইব। জল শীতল হউক অথবা উষ্ণই হউক তাহাতেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এই কথা শুনিয়া যুবতী কালিদাসকে শিরোচ্ছেদের ভয় দেখাইলেন। তদুত্তরে কলিদাস নিম্ন লিখিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

যুষ্মৎকৃতে খঞ্জন গঞ্জনাক্ষি, শিরো মদীয়ং যদি যাতু যাতু।
ন নাম নূনং জনকাত্মজার্থে, দশাননেনাপি দশাননানি॥

ইহার অর্থ এই—হে সুলোচনে! দশানন রাবণ জানকীর জন্য যখন তাহার দশটী মস্তক অকাতরে দান করিতেপারিয়া ছিলেন তখন তোমার নিমিত্ত যদি আমার একটীমাত্র মস্তক যায় তাহাতে ক্ষতি কি?

মহাকবি কালিদাস কর্ণাট রাজসভায় উপস্থিত হইলে কর্ণাটরাজ মহাসমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া নিজ সভাস্থ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ত্রয় এবং কালিদাসকে মনের সার অভিলাষ কি জিজ্ঞাসা করায় তদুত্তরে প্রথমে পণ্ডিত কহিতেছেন—

কদা বৃন্দারণ্যে বিমল যমুনাতীরপুলিনে
সমাসীনঃ শ্রীমদ্ যদুপতিপদাব্জং হৃদি বহন্।
অয়েকৃষ্ণ স্বর্গমন্ মধুর মুরলীমোহনবিভো
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

ইহার অর্থ এই যে—আমার মনের ইচ্ছা বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। আর হে মুরারি মোহন মুরলীধর! আমার প্রতি

প্রসন্ন হও এই কথা বলিতে বলিতে সমস্ত দিবস এক মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করি।

দ্বিতীয় কবি বলিলেন—

কদাযোধ্যামধ্যে বিমলসরয়ূতীর পুলিনে
সমাসীনঃ শ্রীমদ্রঘুপতিপদাব্জং হৃদিবহন্।
অয়ে রাম স্বামিন্ জনকতনয়াবল্লভ বিভো!
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

ইহার অর্থ এই—

আমার বাসনা যে অযোধ্যার বিমল সরয়ূ পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্ রঘুপতি রামচন্দ্রের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করি, আর হে রাম! হে স্বামিন্! হে জনকতনয়াবল্লভ! আমার আমার প্রতি প্রসন্ন হও এইরূপ বলিতে বলিতে সমস্ত দিবস মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করি।

তৃতীয় কবি বলিলেন—

কদা বারাণস্যামিহ সুরধুনিরোধসি বসন্
দধানঃ কোপীনং সিরসি নিদধানোঽঞ্জনি পুটম্।
অয়ে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো ত্রিনয়ন
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

ইহার অর্থ—

আমার বাসনা যে বারাণসীধামে কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক পবিত্র সুরধুনি পুলিনে উপবিষ্ট হইয়া শিরোদেশে বদ্ধাঞ্জলি হে গৌরীনাথ ত্রিপুরহর শম্ভো! হে ত্রিনয়ন! আমার প্রতি

প্রসন্ন হও, এই বলিতে বলিতে সমস্ত দিবস মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করি।

কালিদাস বলিলেন—

কদা কান্তাগারে কমল বিলসৎপুষ্পশয়নে
শয়ানঃ কান্তায়াঃ কুচকলসযুগ্মং হৃদি বহন্।
অয়ে কান্তে মুগ্ধে কুটিলনয়নে চন্দ্রবদনে
প্রসীদেতি ক্রোশন্নিমিষমিব নেষ্যামি দিবসান্॥

ইহার অর্থ—

আমার মনোবাসনা যে প্রেয়সীগৃহে কোমল পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া কান্তার কুচযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া, হে সুন্দরি! হে কুটিলনয়নে! হে চন্দ্রবদনে! আমার প্রতি প্রসন্না হও, এই কথা বলিতে বলিতে মুহূর্ত্তের ন্যায় সমস্ত দিবস অতিবাহিত করি।

কর্ণাট রাজ কালিদাসের অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানব কোন অবস্থায় জপ ও তপ সমাধি এ সকল পরিত্যাগ করে। তদুত্তরে কালিদাস এই কয়েক পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করেন—

দ্বিজরাজমুখী গজরাজ গতিঃ
মৃগরাজবিরাজিতমধ্যকটিঃ।
যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি
ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধিবিধিঃ॥

তাৎপর্য্য এই—

চন্দ্রের ন্যায় মুখ, হস্তির ন্যায় গমন, সিংহের ন্যায় কটি

এইরূপ সুন্দরী যুবতী যাঁহার হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বরী তাহার জপই বা কি, তপই বা কি, আর তপস্যাই বা কি।

একদিন কর্ণাটরাজ সভায় একটি পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা একটী কবিতার এক চরণ আনয়ন করিয়া তাহার আর এক চরণ পূরণ করণের অভিলাষ জানাইলে সভাস্থ একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দ্বিতীয় চরণ এইরূপ পূরণ করিলেন—

বালিকা আনীত প্রথম চরণ—

"যাতু যাতু কিমনেন তিষ্ঠতা মঞ্জু মঞ্জু সখি সাদরং বচঃ।"

ইহার অর্থ এই—সখি যায় যাক আর অবস্থান করিবার আবশ্যক নাই। আর আদরে কাজনাই।

প্রথম দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দ্বিতীয় চরণ এইরূপ পূরণ করিলেন—

"পামরীবদনলোলুপো যুবা নহি বেত্তি কুলজাধরামৃতম্।

ইহার অর্থ এই, যে যুবক বেশ্যাসক্ত সে কদাচ কুলকামিনী গণের অধরামৃত রসাস্বাদনে অধিকারী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী কবি তাহা অন্যরকমে পূরণ করিলেন।

"কোকিলাকলরবো বনে বনে নন্মস্য নিগড়োভবিষ্যতি।"

ইহার অর্থ এই বনে বনে কোকিলের কাকলীস্বর ইহার বন্ধন শৃঙ্খল হইবে।

তৃতীয় কালিদাস এইরূপে পূরণ করিলেন।

নূনমেব মদনাঙ্গনির্জ্জিতো যদ্যতঃ কতিপদানি গচ্ছতি॥

ইহার অর্থ এই,—আমার নয়ন বাণকে পরাজয় করিয়া সে কয় পদ গমন করিতে পারিবে।

একদিবস জনৈক গৃহস্থের গৃহে চোর প্রবেশ পূর্ব্বক এক নিদ্রিতা স্ত্রীলোকের গাত্র হইতে সমদয় অলঙ্কার অপহরণ করিয়া প্রস্থান করে, কেবল নাসাস্থ মুক্তাটী গ্রহণ করে নাই; কর্ণাটরাজ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পণ্ডিতেরা এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

নিদ্রাব্যস্তগলদ্বেণী শ্বসৎফণিমণিভ্রমাৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা নাসাগ্রমৌক্তিকং॥

ইহারঅর্থ এই—নিদ্রিতাবস্থায় যুবতীর বেণিবন্ধন স্খলিত হইয়া নাসাগ্রে পতিত হইয়াছিল আর নিশ্বাস বায়ুও জোরে বহির্গত হইতেছিল সুতরাং চোর বেণীকে ফণি এবং নাসাগ্রস্থিত মুক্তাকে ফণির মণি অনুমানে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কালিদাস এইরূপে ব্যাখ্যা করিলেন—

অধরাঞ্জনরাগাভ্যাং মুক্তা গুঞ্জাফলভ্রমাৎ।
চৌরেণাপহৃতং সর্ব্বং বিনা নাসাগ্র মৌক্তিকং॥

ইহার অর্থ এই—যুবতীর নাসিকাস্থ স্বচ্ছমুক্তাফলে অধররাগ এবং নয়নাঞ্জনে কালিমা প্রতিফলিত হওয়ায় চোর উহাকে কুঁচ অনুমানে পরিত্যাগ করিয়াছে।

একদা উজ্জয়িনী অধিপতি রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করেন শীতকালে জল, অগ্নি, সূর্য্যকিরণ এবং বায়ু কিপ্রকার বোধ হয়? তদুত্তরে কালিদাস এই শ্লোক রচনা করেন—

বিভীষয়তি শীতলং জলমহিবপুষ্মানিব
প্রলোভয়তি কামিনীস্তন ইবাস্ত ধূমোঽনলঃ।
সুতাত্মজইব ত্বিষো দিনমণেঃ সুখীকুর্ব্বতে
কুটুম্বকটুবাগিব ব্যথয়তে তুষারেঽনিলঃ॥

ইহার অর্থ—জল শীতকালে সর্পের ন্যায়, নির্ধূম অগ্নি এবং যুবতীর কুচযুগলের ন্যায়, সূর্য্যকিরণ পৌত্রের ন্যায়, এবং বায়ু কুটুম্বের কটুবাক্যের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়।

রাজাবিক্রমাদিত্য কালিদাসকে করকা বস্তটী কি? এই প্রশ্ন করায় তিনি এই শ্লোক আবৃত্তি করেন—

আশ্বাদ্য নিরবশেষং বিরহিবধূনাং মৃদূনি মাংসানি
করকামিষেণ মন্যে, নিষ্ঠীবতি নীরদোঽস্থিনী॥

ইহার অর্থ—বিরহিণীগণের শরীরস্থ কোমল মাংস সমুদায় ভোজন করিয়া মেঘ, করকারূপে অস্থি সমুদায় উদ্গীরণ করিতেছে।

রাজা কালিদাসকে বিরহ বর্ণন করিতে আজ্ঞা করিলে কালিদাস এই শ্লোক গুলি দ্বারা বিরহ বর্ণন করেন।

আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াতি এবপ্রভুঃ
প্রাণা যান্ত বিভাবসৌ যদিপুনর্জ্জন্মগ্রহং প্রার্থয়ে।
ব্যাধঃ কোকিলবন্ধনে বিধুপরিধ্বংসে চ রাহুগ্রহঃ
কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ॥

ইহার অর্থ—সখি! মধুর বসন্তকাল সমাগত কিন্তু সময়ে যদি প্রাণকান্ত গৃহে আগমন না করেন, তবে বিরহ

মদনে প্রাণ বহির্গত হইবে। হউক তাহাতে ক্ষোভ নাই, কিন্তু যদি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে যে সকল কোকিল বসন্তসমাগমে পঞ্চম স্বরে বিরহিণীর প্রতি বিষ বরিষণ করে, তাহাদের বিনাশার্থ ব্যাধ রূপে, রাহু রূপ পরিগ্রহ করিয়া শশাঙ্ককে গ্রাস, হরকোপানল হইয়া দুর্নিবার মদনকে ভস্মীভূত এবং হৃদয়েশ্বরকে মদনশরের দুঃসহ যাতনা ভোগ করাইবার নিমিত্ত মন্মথ রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিব।

পঞ্চত্বং তনুরেতি ভূতনিচয়া স্বাংশে বিশন্তি ধ্রুবং
ধাতারং প্রণিপত্য নম্র শিরসা যাচেঽহমেকং বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গনে
ব্যোম্নি ব্যোমধরা চ বর্ত্মনি তথা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

সখি! অসহ্য মদনানলে প্রাণ বহির্গত হইলে নিশ্চয়ই দেহস্থিত পঞ্চভূত স্ব স্ব অংশে মিলিত হইবে। কিন্তু জগৎ পিতা বিধাতার নিকট নতশিরে এই বর প্রার্থনা করি, যেন প্রাণনাথ যে সরোবরে স্নান করেন, সেই সরোবরের বারিতে আমার দেহস্থিত জলীয়াংশ, তাঁহার দর্পণের জ্যোতিঃতে আমার তেজাংশ, তাঁহার তালবৃন্তব্যজন বায়ুতে আমার অনিলাংশ তাঁহারপদবিক্ষেপ মৃত্তিকাতে আমার পার্থিবাংশ এবং তাঁহার প্রাঙ্গনাকাশে আমার আকাশাংশ মিলিত হয়।

প্রিয়ে প্রয়াতে হৃদয়ং প্রয়াতং
লজ্জা গতা চেতনয়া সহৈব।
নির্লজ্জ হে জীবত ন শ্রুতং কিং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

প্রাণনাথ গমন করিলে হৃদয় তাহার সহিত গম করিয়াছে, জ্ঞানের সহিত লজ্জাও গিয়াছে,তবে রে নির্লজ্জ জীবন! তুই কেন আছিস্? শুন নাই যে, মহাজন যে পথে গমন করেন সেইটীই প্রকৃত পথ—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ।

বিচ্ছেদাশঙ্কায় ভীত হইয়া এক সময়ে আমি গলদেশে হার পর্য্যন্ত ধারণ করি নাই; কিন্তু হায় এখন আমাদের উভয়ের মধ্যে কত নদ নদী সাগর ভূধর পর্য্যন্ত ব্যবধান হইয়াছে।

আয়াতাঃ সখি বর্ষা বর্ষাদপি যা নু দিবসোদীর্ঘঃ।
দিশি দিশি নীরতরঙ্গো নীর তরঙ্গো মমহৃদয়েশঃ॥

হে সখি! বর্ষাকাল উপস্থিত, দিবস সকল বর্ষ অপেক্ষা অধিকতর বোধ হইতেছে, চতুর্দ্দিকেই জল তরঙ্গ, কেবল আমার প্রাণবল্লভের রসতরঙ্গ সকল বিলুপ্ত হইয়াছে।

হন্তালি সন্তাপবিনাশহেতুঃ
কিং তালবৃন্তং তরলী করোষি।
উত্তাপ এষোহন্তর নাহ হেতু
র্নতদ্ধ্রুবো ন ব্যজনপনেয়া॥

হে সখি! সন্তাপ মনে করিয়া বৃথা কেন তালবৃন্ত বীজন করিতেছ? অন্তর্দ্দাহই এ উত্তাপের হেতু, এ উত্তাপ তোমার তালবৃন্ত ব্যজনে বিনষ্ট হইবার নয় ইহা যুবজন কর্ত্তৃক নিবারণ হইতে পারে।

কালে বারিধরানামপতিতয়া নৈব শক্যতে স্থাতুং।
উৎকণ্ঠিতাসি তরলে! নহি নহি সখি পিচ্ছিলঃ পন্থাঃ॥

হে সখি! বরিষা কালে অপতিতা থাকিতে পারা যায় না। কেন সখি? পতির জন্য কি এত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছ? না সখি সে কথা বলি নাই, তবে পথ বড় পিছল হইয়াছে, পতিতা না হইয়া আর থাকা যায় না।

নখানি বিধুশঙ্কয়া বিরহিণীকরেণাবৃণোৎ
ততঃ কিশলয়ভ্রমাৎ কর নখাঙ্কি পদ্দূরতঃ।
ততো বলয়শিঞ্জিতৈঃ ভ্রমর গুঞ্জিতাশঙ্কয়া
উহুরিতি কুহুরবধ্বনিভিয়া পতন্ মুর্চ্ছিতা॥

কোন বিরহিণী নখ সমূহকে চন্দ্র ভ্রমে হস্ত দ্বারা আবরণ করিল, কিন্তু হস্তকে কিশলয় ভ্রমে দূরে নিক্ষেপ করাতে হস্তস্থিত বলয় ধ্বনিত হইল, তাহাকে ভ্রমর ধ্বনি জ্ঞান করিয়া উহু করিল এবং উহুকে কোকিল স্বর কুহুজ্ঞানে মুর্চ্ছিতা হইয়া ভূপতিত হইল।

কলঙ্কী নিঃশঙ্কং পরিতপতু শীতদ্যুতিরসৌ
ভুজঙ্গব্যাসঙ্গী বমতু গরলং চন্দনরসঃ।
স্বয়ং দগ্ধেব দাহং জনয়তু মনোভূস্তমপিভো
জগৎপ্রাণ প্রাণানপহরসি কিন্তে ব্যবসিতং॥

চন্দ্রমা স্নিগ্ধকিরণ বিশিষ্ট হইলেও যখন স্বয়ং কলঙ্কী, তখন সে আমাকে যে তাপিত করিবে তাহা বিচিত্র নহে। আর সর্প-সংসর্গী চন্দনরসও বিষ উদ্গীরণ করিতে পারে।

কন্দর্প স্বয়ং দগ্ধ, সে অনায়াসে আমাকে দগ্ধ করিতে পারে; কিন্তু হে জগৎপ্রাণ পবনদেব! তুমি যে অন্যের প্রাণ অপহরণ করিতেছ, ইহা তোমার উপযুক্ত কর্ম্ম নহে।

দেবেন প্রথমং জিতোহসি শশভৃল্লেখা ভৃতানন্তরং
বুদ্ধেনোদ্ধতবুদ্ধিনা স্মর ততঃ কান্তেন পান্থেন যে।
হিত্বৈতান্ কতি হংসি মামতিকৃশাং দীনামনাথাং স্ত্রিয়ং
ধিক্ ত্বাং ধিক্ তব পৌরুষং ধিগুদয়ং ধিক্ কার্ম্মুকং ধিক্শরান্॥

হে মদন! তুমি প্রথমে শশিকলাধারি শম্ভু কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছ। তৎপরে উদ্ধতবুদ্ধি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক ও তৎপশ্চাৎ আমার প্রবাসী স্বামী কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছ। কিন্তু আক্ষেপ যে, তুমি তোমার বিজেতাদিগকে উপেক্ষা করিয়া অতি কৃশ দীনহীনা অনাথা রমণী যে আমি, আমাকে পীড়ন করিতেছ। অতএব তোমায় ধিক্, তোমার পৌরুষে ধিক্, তোমার অভ্যুদয়ে ধিক্, তোমার ধনুকে ধিক্, তোমার শরগুলিকে ধিক্!

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে,
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশোজনঃ॥

বিধাতা লোকের তৃপ্তি সাধনের হেতু প্রথমে কমলিনী সৃজন করিলেন। কিন্তু কমলিনী দিবাবসানে মলিনত্ব প্রাপ্ত হয় দেখিয়া চন্দ্রমা সৃজন করিলেন। তাহাও নিশাবসানে তেজোহীন হয়, পরে নির্ম্মল আনন্দদায়ক রমণীমুখ সৃজন

করিলেন। অতএব লোকে ক্রমে ক্রমেই বিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়, একেবারে কেহই জ্ঞানী হইতে পারে না।

ন যাতশ্চূর্ণত্বং কথমহ পথোধিমথনে
ন ভস্মীভূতোঽসি স্মরবিজয়িনো নেত্রশিখিনা।
শশাঙ্ক স্বর্ভানোরপি কবলনাজ্জীবসি যতো
দুরাত্মা দীর্ঘায়ুর্ভবতি যুগধর্ম্মস্য মহিমা॥

হে নিশাকর! সমুদ্রমন্থন সময়ে তুমি চূর্ণ হইলে না কেন? কন্দর্প-বিজয়ী হর নেত্রাগ্নিতে ও তুমি ভস্মীভূত হইলে না? রাহুগ্রাসেও যখন তুমি জীবিত রহিয়াছ, তখন ইহা স্থির নিশ্চয়ই যে কালধর্ম্মে দুরাত্মাগণই দীর্ঘায়ু হয়।

শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়ন শতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ
শ্লাঘ্যং পঙ্কবলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যোঽতি দাহানলঃ॥
যৎ কান্তা কুচকুম্ভবাহুলতিকাহিল্লোললীলা সুখং
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে॥

হে কুম্ভবর! তুমি যে কুম্ভকারের শুষ্ক কাষ্ঠের শত শত তাড়না প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপ অঙ্গে পঙ্ক লেপন এবং অসহ্য অনল তাপ সহ্য করিয়াছ ইহা তোমার শ্লাঘ্য, কারণ তুমি এক্ষণে যুবতীগণের কুচকুম্ভের পার্শ্ববর্ত্তীস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক বাহুলতায় বেষ্টিত হইয়া বিলাস সুখ অনুভব করিতেছ। অতএব জানিলাম যে দুঃখ ব্যতীত কখন সুখ হয় না।

মৃগনাভিদৃশী প্রীতির্ন তু গোপায়তে ক্বচিৎ
আবৃতাপি পুনস্তস্য গন্ধং সর্ব্বত্র গচ্ছতি॥

প্রণয় মৃগনাভিসদৃশ, উহা কখন গোপনে থাকে না। যত্নরূপে আচ্ছাদিত করিলেও গন্ধের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়।

ভিনত্তি ভীমং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব।
করোতি বাসং গিরি গহ্বরেষু
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

সিংহ হস্তির কঠোর কুম্ভ ভেদ করিতে পারে, পবন অপেক্ষা অধিক বেগ ধারণ করে, এবং অত্যুচ্চ গিরি গহ্বরে বাস করে কিন্তু তথাপি সে পশু ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

কাকস্য চঞ্চুর্যদি হেমযুক্তা—
মাণিক্য যুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো নচ রাজহংসঃ॥

কাকের চঞ্চু যদি সুবর্ণ দ্বারা ভূষিত, চরণদ্বয় যদি মাণিক দ্বারা শোভিত, আর প্রত্যেক পক্ষ গজমুক্তায় মণ্ডিত করা হয়, তথাপি সে যে কাক সেই কাক; সে কখন রাজহংস হইবে না।

শর্করাশতভারেণ নিম্ববৃক্ষ উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

শত ভার চিনিতে নিম্ব বৃক্ষ রোপণ কর এবং সর্ব্বদা দুগ্ধ সেচন কর, তথাপি নিম কখন মধুরত্ব প্রাপ্ত হইবে না।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ক কাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্যতে॥

ফলশালী বৃক্ষ সকল এবং গুণবান্ ব্যক্তি সমুদায় নত হয়। কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ এবং মূর্খ উভয়েই সমান, ইহারা বরং ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু কোনরূপে নত হইবার নহে।

কণ্টকাবরণং যাদৃক্ ফলিতস্য ফলপ্তয়ে।
তাদৃগ্ দুর্জ্জনসঙ্গোঽপি সাধুসঙ্গায় বাধতে॥

কণ্টকের আবরণ ফলিত বৃক্ষের ফল প্রাপ্তিতে যেমন প্রতিবন্ধক হয়, দুর্জ্জন সংসর্গও সেইরূপ সাধুসঙ্গে বাধা জন্মায়।

ছেদ্যং চন্দনচ্যুত চম্পকবনং রক্ষা চ শাকোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকে চ বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গে তুরগে খরে চ সমতা কর্পূরকার্পাসয়ো
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণৈর্দেশায় তস্মৈ নমঃ।

যে দেশের বিজ্ঞেরা চম্পক, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষগণকে বিনষ্ট করিয়া শাকোটক (সেওড়া) গুলিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেন, হংস, ময়ূর প্রভৃতিকে হিংসা করিয়া কাক সমূহকে আদর করেন, মাতঙ্গ, তুরগ এবং গর্দ্দভকে সমান জ্ঞান করেন এবং কর্পূর ও কার্পাসকে সমান বিচার করেন, সে দেশকে নমস্কার করি।

কবিতে! দুর্জ্জনসমক্ষে লঘুতয়া তাপিনী মা ভূয়াঃ।
আনন্দয়তি কিমন্ধং মৃদুগতিরিন্দীবরাক্ষীণাং॥

হে কবিতে! দুর্জ্জনগণ সন্নিধানে আপনার অগৌরব বশতঃ

দুঃখ করিও না, কারণ নীলোৎপল তুল্য নেত্রবিশিষ্টা যুবতী-গণের মৃদুমন্দ গতি কি অন্ধকে আনন্দিত করিতে পারে?

কবিতা কোমলবনিতা, রসে ন রসিতা রবায়তি রসিকং।
যদি সা পততি কঠিনহৃদয়ে, ভবত্যলগ্না প্রতিপদভগ্না॥

কবিতা এবং কোমল বনিতা ইহারা উভয়েই মাধুর্য্যাদি গুণ সম্পন্না ও অনুরাগশালিনী। ইহারা রসিক জনকে পরমানন্দ করিতে পারে। কিন্তু যদি অরসিক হস্তে পতিতা হয়, তাহা হইলে পদে পদে দুরবস্থাপন্ন এবং অসম্বন্ধ ভাব সম্পন্না হইয়া নিতান্ত অহৃদ্য হইয়া উঠেন।

ইতরতাপ শতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন!
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ॥

হে চতুরানন ব্রহ্মন্! আপনার ইচ্ছানুরূপ শত শত দুঃখ আমায় দিন, তাহা অনায়াসে সহ্য করিব কিন্তু অরসিক জনের রসালাপ জন্য যেমন কষ্ট তাহা আমার ভাগ্যে লিখোনা লিখোনা লিখোনা।

ক্ষিতিতল বিনিহিতনয়না লঘু লঘু গমনা প্রয়াতি বৃদ্ধেয়ম্।
অন্বেষয়তি সযত্নং যৌবনরত্নং মহার্ঘত্বাৎ॥

এই বৃদ্ধা ভূপৃষ্ঠে অবলোকন করিয়া ধীরে ধীরে কেন গমন করিতেছে, বোধ হয় মহামূল্য যৌবন রত্ন হারাইয়াছে তাহারই অন্বেষণ করিতেছে।

কষ্টা বৃত্তিঃ পরাধীনা কষ্টো বাসো নিরাশ্রয়ঃ।
নির্ধনো ব্যবসায়শ্চ সর্ব্বকষ্টা দরিদ্রতা॥

পরাধীনা জীবিকাবৃত্তি, নিরাশ্রয় বাস এবং ধনশূন্য ব্যবসায় অতীব কষ্টপ্রদ, পরন্ত দরিদ্রতা সকল বিষয়েই কষ্টদায়িনী।

তস্করস্য কুতোধর্ম্ম দুর্জ্জনস্য কুতঃক্ষমা
বেশ্যানাঞ্চ কুতঃ স্নেহঃ কুতঃ সত্যঞ্চ কামিনাং।

তস্করের ধর্ম্ম কোথায় কিছুতেই তাহাদিগের ধর্ম্মদৃষ্টি সন্দৃষ্ট হয়না। দুর্জ্জন ব্যক্তির ক্ষমা কোথায়? তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠান নাই, বেশ্যাদিগের অনুরাগ কোথায়, কাহারও প্রতি তাহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, এবং যাহারা কাম পরতন্ত্র, তাহাদিগের সত্যবাদিতাই কোথায়, অর্থাৎ যাহারা কামের বশীভূত, তাহারা কদাচ সত্যবাক্য প্রয়োগ করেনা।

প্রেষিতস্য কুতো মানং কোপনস্য কুতো সুখং!
স্ত্রীণাং কুতঃ সতীত্বঞ্চ কুতো মৈত্রী খলস্য চ॥

যে ব্যক্তি প্রবাসী তাহার সম্মান কোথায়। যখন ভৃত্য স্বরূপে পরের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইতেছে, তখন তাহার আবার সম্মান কি রহিল। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির সুখ কোথায়, কোপন স্বভাবের অন্তরে সুখ সঞ্চারের আশা নাই। স্ত্রী জাতির সতীত্ব কোথায়, অর্থাৎ প্রায়ই রমণীগণকে সতীত্ব ভঙ্গে সম্মুখীন হইতে দেখা যায়। খল ব্যক্তির মিত্রতাই বা কোথায়, অর্থাৎ খল ব্যক্তিরা আন্তরিক বন্ধুতা কাহাকে বলে তাহা কদাচ পরিজ্ঞাত নহে।

দুর্ব্বলস্য বলং রাজা বালানাং রোদনং বলং।
বলং মূর্খস্য মৌনত্বং চৌরানামনৃতং বলং॥

রাজাই দুর্ব্বলের বল এবং রোদন বালকের বল, মৌন
াব মূর্খের ও মিথ্যা কথাই তস্করের একমাত্র বল।

যোধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবচ॥

যে ব্যক্তি নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চিত বিষয়ে
াকাঙ্ক্ষা করে, তাহার নিশ্চিত বিষয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়,
বং অনিশ্চিত বিষয়ও নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহার ভবিষ্যত
ত্যাশাও ফলবতী হয় না।

শুষ্ক মাংস স্ত্রীয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণ হরাণিষট্।

শুষ্ক মাংস ভোজন, বৃদ্ধা স্ত্রী সম্ভোগ, বালার্ক কিরণ সেবন,
ভাতকালে মৈথুন ও নিদ্রা এই ছয়টি মনুষ্যের শীঘ্রই প্রাণ
াযোগ করিয়া থাকে।

সদ্যমাংস নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনং।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সুদ্যঃ প্রাণ করাণিষট্।

সদ্য মাংস ভোজন, অপর্য্যুষিত অন্ন সেবন, বালাস্ত্রী
ম্ভোগ, দুগ্ধ ভোজন, ঘৃত ভোজন ও উষ্ণোদক এই কয়েকটি
াণ বৃদ্ধি করে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতোজনঃ।
কাল দেশ পগয়ানি সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ,

ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক বকের ন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া দেশ কালোচিত কার্য্যসাধন করিবে, অর্থাৎ বক যেরূপ যথা সময়ে যথাস্থানে নিপতিত হইয়া অনায়াসে মৎস্যাদি গ্রহণ করে,তদ্রূপ দেশ কাল বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে,মনুষ্য ও চরিতার্থলাভ করিতে পারে,বকের নিকট হইতে এই বিষয় শিক্ষা করিতে হয়

গূঢ়মৈথুন ধর্ম্মঞ্চ কালে কালে চ সংগ্রহঃ।
অপ্রমাদমনালস্যং চতুঃ শিক্ষেত বায়সাৎ।

বায়সের নিকট হইতে গূঢ় মৈথুন, সতর্কতা ও অনালস্য এই চারিটি শিক্ষাকরিবে অর্থাৎ বায়সের ন্যায় গোপনে স্ত্রীসহবাস করিবে, যথাকালে সঞ্চয় করিয়া রাখিবে, এবং সর্ব্বদা সাবধান ও নিরলস হইবে।

বহ্বাশী স্বল্প সন্তুষ্টঃ সুনিদ্রা শীঘ্রচেতনং।
প্রভু ভক্তশ্চ শূরশ্চ ষট্ চ শিক্ষেত কুক্কুরাৎ॥

বহ্বাশী বহু ভোজী অথবা যে প্রভুর বহু হিতকামনা করে, স্বল্প সন্তুষ্ট কিঞ্চিন্মাত্র অন্নাদিতেই যাহার পরিতোষ হয়, সুনিদ্রা নিদ্রাকালে যে আনন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করে, শীঘ্র চেতন সহসা ভগ্ন সুনিদ্রা অর্থাৎ সহসা নিদ্রা ভঙ্গ হয়।

যুদ্ধঞ্চ প্রাতিরুত্থানং ভোজনঞ্চ সহবন্ধুভিঃ।
স্ত্রিয়মাপদ্গতাং রক্ষেচ্চতুঃ, শিক্ষেৎ কুক্কুটাৎ॥

কুক্কুটের নিকট হইতে যুদ্ধ, প্রাতরুত্থান, বন্ধুগণের সহিত ভোজন ও বিপন্না স্ত্রীকে উদ্ধার এই গুণ,চতুষ্টয় শিক্ষা করিবে,

ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্।
তস্মাদ ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকত্র স্থাপয়েদ বুধঃ।

নারী জাতি ঘৃতকুম্ভ সদৃশী অর্থাৎ অতি কোমল স্বভাবা, আর পুরুষ জ্বলন্ত আঙ্গারের ন্যায়, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি ঘৃত ও বহ্নি এই উভয় এক স্থানে স্থাপন করিবেন না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নারী জাতির স্বভাব অতীব কোমল, সহজেই প্রলোভিত হইয়া যায় এই জন্য নারী জাতির নিকট কদাচ পরপুরুষকে বাস করিতে দিবে না।

আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণাঃ।
ষড়্‌গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ।

পুরুষ অপেক্ষা নারী জাতির আহার দ্বিগুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ, কার্য্য উদ্যোগ ষড়্‌গুণ এবং কাম অষ্টগুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভোজনান্তে প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চগতযৌবনাং।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাগতং।

পুরাতন তণ্ডুলাদগতো, যৌবনাভার্য্যা, রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত যোদ্ধা এবং ক্ষেত্র হইতে গৃহাগত শস্য এই সমস্ত প্রশংসনীয়।

অসন্তুষ্টা দ্বিজানষ্টাঃ সন্তুষ্টাইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ।

যে সকল বিপ্র সতত অসন্তুষ্ট তাঁহার সন্তুষ্ট রাজার ন্যায় কদাচ অভ্যুদয় লাভ করিতে পারেন না অর্থাৎ অল্প অর্থে যে রাজান সন্তোষ লাভ করেন, তিনি যেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারেননা তদ্রূপ যে বিপ্র সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট তাহার উন্নতি লাভের, সম্ভাবনা নাই। বেশ্যা লজ্জাবতী হইলে সে উন্নতি লাভ করিতে পারেনা এবং কুলবধূগণ নির্লজ্জ হইলে সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না।

অবংশপতিতো রাজা মূর্খ পুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥

কুবংশজাত ব্যক্তি যদ্যপি রাজপদবী লাভ করে। মূর্খের পুত্র যদি পাণ্ডিত হয়, এবং দরিদ্র ব্যক্তি যদি বহুধনের অধিকারী হয় তাহা হইলে সে জগৎ তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে।

ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং।
শশিনস্তুল্যবংশোহাপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে॥

যে ব্যক্তি প্রভূত ধনের অধিপতি ব্রহ্মঘাতি হইলেও সে ব্যক্তি সকলের আদরণীয় হয় এবং নির্ধন ব্যক্তি চন্দ্রবংশ তুল্য সুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও কেহ তাহাকে সমাদর করে না।

পুস্তকস্থা চয়া বিদ্যা পরহস্তগতং ধনং।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সাবিদ্যা ন তদ্ধনং॥

পুস্তকস্থ বিদ্যা এবং পরহস্ত গত ধন, কার্য্যকালে নিষ্ফল হয় অর্থাৎ যদি বিদ্যা কণ্ঠস্থ না রহিল এবং ধন পরের নিকট থাকিল, তাহা হইলে তাহাতে কিছুমাত্র ফল নাই।

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ং।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধুনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ং॥

বায়ু হইতে পাদপের, শিশির হইতে পদ্মের, বজ্র হইতে পর্ব্বতের এবং দুর্জ্জন হইতে সাধুগণের ভয় হইয়া থাকে।

যস্য ক্ষেত্রং নদীতীরে ভার্য্যা বাপি পরপ্রিয়া।
পুত্রস্য বিনয়ো নাস্তি মৃত্যুরেব নসংশয়ঃ॥

যে ব্যক্তির গৃহ নদীতীরে অবস্থিত যাহার ভার্য্যা পরপুরুষে

অনুরাগিণী এবং পুত্র দুর্বিনীত তাহাকে নিঃসন্দেহ মৃত্যু মুখে পতিত হইতে হয়,

অসম্ভব্যং ন বক্তব্যনং প্রত্যক্ষমপি দৃশ্যতে।
শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়তি বানরঃ॥

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও জলে শিলা ভাসিতেছে বানর সংগীত করিতেছে ইত্যাদি রূপ অসম্ভব কথা কাহার নিকট বলিবেনা কারণ তাহাতে লোকে উপহাস করিয়া থাকে।

সুভিক্ষং কৃষকে নিত্যং সুখ মরোগিণাং।
ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ প্রিয়া যস্য তস্য নিত্যোৎসবং গৃহং।

যে ব্যক্তি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাকে কদাচ অন্নাভাবে ভীত হইতে হয় না নীরোগী সর্ব্বদাই সুখ ভোগ করে এবং যে ব্যক্তির ভার্য্যা প্রিয়কারিণী তাহার গৃহ নিরন্তর উৎসবে পরিপুর্ণ।

হেলাস্যাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নির্ধনং।
যাচনা মাননাশায় কুলনাশায় ভোজনং॥

আলস্য কার্য্যনাশের, ধনাভাব বুদ্ধিনাশের যাচ্ঞা মান নাশের এবং অনুচিত স্থানে ভোজন কুল নাশের কারণ।

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্য্যতে॥

ফলবান্ ও ছায়াবান্ মহাবৃক্ষেরই আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়, যদি দৈবাৎ ফল সম্ুৎপন্ন না হয়, তথাপি তাহার ছায়া কে নিবারণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রথমে নার্জ্জিতা বিদ্যা দ্বিতীয়ে নার্জ্জিতং ধনং।
তৃতীয়ে নির্জ্জিতং পুন্যং চতুর্থে কিং করিষ্যতি॥

যে ব্যক্তি শৈশবে বিদ্যা, যৌবনে ধন এবং প্রৌঢ়বয়সে পুণ্যোপার্জ্জন না করে তাহা হইলে সে ব্যক্তির বার্দ্ধক্যে আর কি করিবে।

নদীতীরে চ যে বৃক্ষাঃ পরহস্তা গতং ধনং।
কার্য্যং স্ত্রী গোচরং যৎ স্যাৎ সর্ব্বং তদ্বিফলং ভবেৎ॥

নদীকূল জাত বৃক্ষ, পরহস্তগতধন, এবং স্ত্রী গোচর কার্য্য এই তিনটীই বিফল হইয়া থাকে, অর্থাৎ নদীকূলে যে সকল বৃক্ষ জন্মে তীর ভঙ্গে প্রায়ই সেই সমস্ত তরু ভগ্ন হইয়া জলগর্ভে নিপতিত হয়, সুতরাং তাহাতে ফলের আশা অসম্ভব। যে ধন পরহস্তে থাকে, তদ্দারা ধনের উপযুক্ত ব্যবহার হয় না। সুতরাং তাদৃশ ধন বিফল এবং যে কার্য্যসাধনে সংকল্প করা যায়, তাহা স্ত্রীর সাক্ষাতে প্রকাশ করিলে প্রায়ই নানারূপ বিঘ্ন জন্মিয়া থাকে।

কুদেশমাসাদ্য কুতোঽর্থসঞ্চয়ঃ
কুপুত্র মাসাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ।
কুগেহিনীং প্রাপ্য সুখং কুতো গৃহে
কুশিষ্যমধ্যাপয়তঃ কুতো যশঃ।

কুদেশে গমন করিলে তথায় অর্থ সঞ্চয়ের আশা কিরূপ হইতে পারে, অর্থাৎ তথায় অর্থাগমের আশা নাই, কুপুত্রকে প্রতিপালন করিয়া তদ্দারা তর্পণাঞ্জলি লাভের প্রত্যাশা কোথায়? অর্থাৎ তাদৃশ পুত্রদ্বারা সলিলাঞ্জলির ও সম্ভাবনা

নাই। যাহার গৃহে কুরূপা ও দুঃশীলা রমণী অবস্থিতি করে, তাহার সুখ কোথায়? অর্থাৎ কিছুতেই তাহার সুখ নাই এবং যে ব্যক্তি দুঃশীল শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করে তাহার যশঃ বা কোথায় অর্থাৎ কুশিষ্যকে অধ্যয়ন করাইয়া তাহাতে কিছুমাত্র যশোলাভ নাই।

কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামাস্ত্রীচেষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলং॥

কূপ জল, বটবৃক্ষের ছায়া শ্যামা স্ত্রী এবং ইষ্টক নির্মিত গৃহ এই সকল শীতকালে উষ্ণ ও গ্রীষ্মে অতীব সুশীতল।

বিষং ভ্রমণং রাত্রৌ বিষং রাজ্ঞোঽনুকূলতা।
বিষং স্ত্রিয়োঽপ্যন্যহৃদোবিষং ব্যাধিরবীক্ষিতঃ॥

রাত্রিকালে অধিক ভ্রমণ, নৃপতির অনুকূলতা, পরপুরুষানুরক্তা ভার্য্যা এবং অচিকিৎসিত ব্যাধি এই চারিটী বিষস্বরূপ অনিষ্টকর অর্থাৎ রাত্রিকালে অধিক পর্য্যটনে নানাবিধ রোগোৎপত্তির সম্ভব, নৃপতির অতি প্রিয় হইলে অমাত্যাদি সকলে হিংসাপরবশ হইয়া আততায়ী শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে, পরপুরুষানুরক্তা ভার্য্যাকে গৃহে রাখিলে সহসা প্রাণবিনাশের সম্ভব, এবং ব্যাধি উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকারার্থ চিকিৎসা করা না যায়, তাহাহইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, সুতরাং বিষ যেরূপ অনিষ্টকর, এই চারিটীও তদ্রূপ সন্দেহ নাই।

দুর্ব্বীতা বিষং বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষং।
বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃদ্ধস্য তরুণী বিষং॥

অসৎ বিদ্যাশিক্ষা, অজীর্ণরোগগ্রস্তের ভোজন, দরিদ্রের বৃহৎ গোষ্ঠী এবং বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা এই কয়েকটী বিষতুল্য।

যকাপ মিষ্যসি ভবিষ্যতি সঙ্গমো সৌ
সম্পৎস্যতে চ মানো মানসো মম সোহভিলাষঃ—
বিদ্যুদ্বিলাসচপলা নব যৌবনশ্রী
রেষাগতা ন পুনরেষ্যতি জীবিতেশ॥

কোন যুবতী প্রবাসগামী পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, নাথ! তোমার পুনরাগমন হইবে এবং আমার মনোরথ পূর্ণ ও উভয় মিলিত হইব কিন্তু আমার এ নব যৌবন একবার গেলে আর ফিরিবে না।

এতে বারিকরণান্ কিরত পুরুষান্ বর্ষন্তি নাম্ভোধরাঃ।
শৈলাঃ শাদ্বলমুদ্বমন্তি ন স্বজন্ত্যেতে পুনর্নায়কান্॥
ত্রৈলোক্যে তরবঃ ফলানি সুরতে সৈবারম্ভে জনান্।
ধাতঃ কাতরমালপামি কুলটা হেতোস্ত্বয়া কিং কৃতম্॥

কোন কুলটা বিধাতার উপর দোষারোপ করিয়া বলিতেছে, বিধাত! মেঘ কেবল জলবরিষণ করে, কিন্তু পুরুষ বর্ষে না, পৃথিবীতে অনেক পর্ব্বত আছে বটে আর তাহাতে তৃণ প্রভৃতি জন্মে বটে কিন্তু পুরুষ জন্মেনা। অনেক বৃক্ষ আছে তাহাতে ফল জন্মে কিন্তু তুমি পুরুষ জন্মিবার পথ কর নাই, তাই বলি বিধাতা তুমি কুলটার উপায় কি করিয়াছ।

স্ত্রী তাবত্ত্রিকোণা বিপিননদনদীগ্রাবকুর্দ্ধং তদর্দ্ধং।
তস্যার্দ্ধং যুবজন শিশুগতবয়সো যোগিনো রোগীণশ্চ॥

যান্যান্তত্রাপি কেচিৎ শ্বশুরগুরুজনাঃ শেষভূতাঃ কিয়ন্তো।
মিথ্যাবাদো মমায়ং মুখরমুখরবঃ পুংশ্চলী পুংশ্চলী ॥

কোন বারাঙ্গনাকে বেশ্যা বলায় তিনি খেদ করিয়া তাঁহার সখিকে বলিতেছেন, সখি! পৃথিবী ত্রিকোণ, তাহার অর্দ্ধেক নদনদী গিরি বন ইত্যাদি। যত পুরুষ মানুষ তার অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক। যত পুরুষ আছে তার মধ্যে অনেকেই বালক, রোগী যোগী ইত্যাদি। যাঁহারা যুবা তাঁহাদের মধ্যে অনেক শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজন, তবে আমি কার কাছে যাই? লোকে চক্ষের মাথা খাইয়া আমাকে বেশ্যা বলে কেন?

ননমাজ্ঞাকরস্তস্যাঃ সুভ্রুবো মকরধ্বজঃ
যতস্তন্নেত্রসঞ্চারসূত্রিতেষু প্রবর্ত্ততে,

বোধ হয় মদন সুন্দরী রমণীগণের আজ্ঞাকারী ভৃত্য, নচেৎ তাঁহাদের ইঙ্গিত মাত্র মদন যাকে তাকে ধরে কেন?

বন্ধননি যদি সন্তি বহূনি
প্রেমরজ্জু কৃতবন্ধনমন্যৎ।
দারুভেদনিপুণোঽপি-ষড়ঙ্ঘ্রি—
র্নিষ্ক্রিয়ো ভবতি পঙ্কজবদ্ধঃ ॥

সংসারে যত প্রকার বন্ধন আছে তাহার প্রায় সকল মোচন করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রেম বন্ধন মোচন হইবার নহে। দেখ—ভ্রমর কঠিন কাষ্ঠে ছিদ্র করে, কিন্তু মুদিত কমলে বদ্ধ হইলে ছিদ্র করিয়া বাহির হইতে পারে না।

অচুচুরচ্চারু চকোরলোচনা
শ্রিয়ং কিমিন্দোরথবাম্বু জন্মনঃ।
যতো জনঃ কশ্চন-বীক্ষতে যদা
পিধায় গোপায়তি শাননং তদা॥

এক অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে দেখিয়া কোন যুবক বলিতে-ছেন—বোধ হয় যুবতী চন্দ্রের জ্যোতিঃ অথবা নলিনীর শোভা অপহরণ করিয়াছে। অপহৃত দ্রব্য নহিলে যুবতী মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিতেছে কেন?

মুগ্ধাক্ষি ক্ষণমেকমাস্যকমলং ক্ষৌমেণ মাচ্ছাদ্যতাং।
যুণাং দৃগ ভ্রমরা ভবন্তু সুখিনঃ সন্দর্শনাদ প্যামী॥
কিঞ্চিৎ কিঞ্চ দৃগঞ্চলচ্ছাবসুধাস্যন্দেন চন্দ্রাননে।
কন্দর্প ক্রমনেত্তমিন্দু শিরসা দগ্ধং পুনর্জ্জীবয়॥

এক অবগুণ্ঠনাবৃতা সুন্দরীকে দেখিয়া কোন যুবক বলিতে-ছেন—সুলোচনে! বসনে বদনকমল ঢাকিও না, পুরুষের অক্ষি-গণ অলি তোমার বদনকমল দেখিয়া সুখি হউক। আর মদন কোপানলে দগ্ধ হইয়াছে, তুমি সুধাদান করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত কর।

ধ্বনিকভমকণ্ঠি কণ্ঠতঃ
স্ফুটতামেতি তবৈব জাতু চেৎ।
কলকণ্ঠ সুকণ্ঠতা তদা।
কুহু যাতীতি সমাপ্তি সংশয়ঃ॥

সুন্দরী তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া মদন আপনি মোহিত

যখন তুমি এরূপ ক্ষমতাশালিনী তখন তুমি কোকিলকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য কর না কেন ?

হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি
ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুম্।
জানীমহে নববধূরথ তস্য-বশ্যা
যঃ পারদং স্থগয়িতুং ক্ষমতে করেণ॥

কোন নববিবাহিতা যুবক নিজবন্ধুকে খেদ করিয়া বলিতেছেন—দুটী হাতে ধরিয়া শয্যার উপরে আনিলেও ঘর হইতে ছুটিয়া পলায়; ক্রোড়ে রাখিয়া মিষ্ট বাক্যের দ্বারা ভুলাইলেও ভুলে না। যদি কোন উপায়ে পারদ হস্ত দ্বারা বদ্ধ করা যায় তত্রাপি নববিবাহিতা কামিনীকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না।

নখক্ষতমুরঃস্থলেহ ধরতলে রদস্য ব্রণং
চ্যুতা বকুলমালিকা বিগলিতা চ মুক্তাবলী॥
রতান্তসময়ে ময়া সকলমেতদালোকিতং
স্মৃতিঃ ক্ব চ রতিঃ ক্ব চ ক্ব চ তবালি শিক্ষাবিধিঃ॥

কোন যুবতী তাঁহার সখির নিকট বলিতেছে ; সখি ! গণ্ডে দংশন চিহ্ন, স্তনে নখের দাগ, বকুল এবং মুক্তামালা ছিন্ন হওয়া আর সহবাস করা; আমি এ সকলের কিছুই জানি না।

ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেঽপি
বিশ্রব্ধচাটুকশতানি রতান্তরেষু।
নীবীং প্রতি প্রনিহিতে তু করে প্রিয়েণ
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি॥

যুবতীর ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার সখি বলিতেছেন—আমি

শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমার প্রাণনাথ যখন আমার কটির বাস মোচন করেন তখন আমি কিছুই জানিতে পারি না।

ভ্রূভেদেরচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে।
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে॥
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূরোমাঞ্চমালম্বতে।
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে॥

কোন মানিনী তাঁহার সখিকে বলিতেছেন, সখি! মনে করি আর তারে দেখিব না; কিন্তু আঁখি মানা মানে না। মনে করি কথা কহিব না, কিন্তু পোড়া মুখে আপনিই হাসি আসে। মনকে নিবারণ করিলেও তাঁহাকে দেখিয়া শরীর লোমাঞ্চ হয়। এখন বল কিরূপে আপনার মান বজায় রবে।

আলোলি লোচনমচালি কুচো দুকূল
মূর্দ্ধাহমুন্নমনুকূলমিতঃ কিমীহে।
এতেন চেতিতমনেন নচেৎ কিমালি
নীরেন নীরস তরোরভিষেচনেন॥

আঁখি ঠারিয়া, বক্ষের বসন খুলিয়া, বাহু তুলিয়া এত ইঙ্গিত করিলাম, ইহাতেও সে যদি বুঝিতে না পারে তবে আর মিছে কেন অপমান হই। নীরস বৃক্ষে জলসেচন করা বৃথা।

ক্ব প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিপো বসতি যত্র রতিপ্রিয়ো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নম্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ॥

কোন এক যুবতীকে গভীর নিশায় একাকিনী গমন করিতে

দেখিয়া একজন যুবক বলিতেছেন, সুন্দরী! এ ঘোর নিশাকালে একাকিনী কোথা যাইতেছ? সুন্দরী বলিল,—আমার রতিপ্রিয় প্রাণনাথ যথায় আছেন। যুবক বলিলেন,—একলা যাইতেছ ভয় হইতেছে না? সুন্দরী বলিলেন,—মদন সহায় হইয়া পঞ্চশর হস্তে আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন।

উরসি নিহিতস্তারোহারঃ কৃতা জঘনে ঘনে
কলকলবতী কাঞ্চী পাদৌ রনন্মণিনূপুরৌ।
প্রিয়মভিসরস্যেবং মুগ্ধে সমাহিত ডিণ্ডিমা
যদি কিমধিকত্রাসোৎকম্পাদ্দিশঃ সমুদীক্ষসে॥

এই কথা শুনিয়া যুবক বলিলেন বক্ষে হার পরিয়াছ, কটিদেশে কিঙ্কিণীর মধুর শব্দ হইতেছে; চরণযুগলে রুণু রুণু নূপুর বাজিতেছে আর তুমি নির্ভয়ে নগরমধ্যে দিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া যাইতেছ; তবে ভয়চকিতের ন্যায় চারিদিকে চাহিতেছ কেন?

কিং চূড়ামণিদীপিকাং স্থগয়সি ত্যক্তৌ চ কিং নূপুরৌ
কিং কাঞ্চিং বিজহাসি কঙ্কনঝনৎকারঞ্চ কিং গোপসে।
জ্ঞাতব্যাসি তথাপি নাগরজনৈর্নিঃশঙ্কসঞ্চারিণি
ত্বদ্বক্ত্রাম্বুজগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল কোলাহলৈঃ॥

সুন্দরী! চূড়ামণি সদৃশ স্তন বসনে ঢাকিয়াছ—ঢাক! তাহাতে আপত্য নাই; চরণের নূপুর, কটির কিঙ্কিনি ত্যাগ করিয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তোমার মুখপদ্মের চতুর্দ্দিকে ভ্রমরগণ গুণ গুণ রবে কোলাহল করিতেছে তাহা কিরূপে গোপন করিবে।

কুচৌ লেভে হারং ঘনকঠিন পীনোন্নততয়া
নিতম্বোবিস্ফারাৎ কনকময়কাঞ্চীমলভত।

তয়োর্মধ্যঃ ক্ষীণস্ত্রিবলিনিগড়ৈর্বন্ধনমগাৎ
ন কোঽপি ক্ষীণানাং জগতি কুরুতে সম্ভ্রমপদম্ ॥

রমণী কুচদ্বয় উচ্চ বলিয়া তাহার তুষ্টিসাধন জন্য হারদানে তাহার মন তুষিয়াছেন; বিশাল নিতম্বকে কাঞ্চীদান করিয়াছেন আর কটিদেশ অতিশয় ক্ষীণ বলিয়া ত্রিবলি দ্বারা তাহাকে বন্ধন করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় সংসারে ক্ষীণের আদর নাই।

যা তে মন্মথসঙ্গরেরণকৃতাং সৎকারমাতন্বতী
বাসোঽদাজ্জঘনে সুপীনকুচয়োর্হারং কটৌ কিঙ্কিণীম্।
তাম্বূলঞ্চ বীটিকাং মুখবিধৌ হস্তে রণৎকঙ্কণং
পশ্চাদ্বর্ত্তিনি কেশপাশনিচয়ে যুক্তেণ হি বন্ধক্রমঃ ॥

কোন সুন্দরী মদনযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ [illegible]কে (যুদ্ধের সময় তাঁহাকে যে যেমন সাহায্য করিয়াছিল) [illegible] দিতেছেন। কটিকে বসন, স্তনযুগলকে হার, নিতম্বকে [illegible] বদনকে তাম্বূল, হস্তকে বলয় ইত্যাদি দান করিলেন। [illegible] কেশপাশ যুদ্ধের সময় পশ্চাৎপদ হইয়াছিল বলিয়া [illegible]কে বাঁধিয়া রাখিলেন।

[illegible] কনকলতায়াং ফলিতং স্তনভূধরদ্বয়ম্।
[illegible]তি দুষ্টিভীত্যা চুচুকমিহ কজ্জলী কুরুতে ॥

[illegible] কনকলতা, ইহার ফল সুমেরু তুল্য কুচদ্বয়। [illegible]কের কুদৃষ্টির ভয়ে বোধ হয় বিধাতা কুচযুগলের মুখে [illegible] মাখাইয়া রাখিয়াছেন।

[illegible] দূতি যামো যামো যাতস্তথাপি নায়াতঃ।
যাতঃ পরমপি জীবেজ্জীবিতনাথো ভবেত্তস্যাঃ ॥

[illegible]! রজনী প্রহর অতীত হইল কিন্তু প্রাণনাথ আসি-

লেম না আর এখানে থাকিয়া ফল নাই। প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে তবেত তাঁহার মুখ দেখিয়া সুখী হইব।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব যদেকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

মন তাহার মিলন চাহে না, বরং বিরহ ভাল। কারণ মিলনে কেবল তাহাকেই চক্ষে দেখি আর বিরহে জগৎ সংসার তন্ময় দেখি।

আপুঙ্খাগ্রমগ্নী শরা মনসি মে মগ্নাঃ সমং পঞ্চতে।
নিদগ্ধং বিরহাগ্নিনা বপুরিদং তৈরেব সার্দ্ধং মম॥
তৎকন্দর্প নিরায়ুধোহসি ভবতা জেতুং ন শক্যঃ পরো।
দুঃখী ত্বামহমেক এব সকলো লোকঃ সুখং জীবতু॥

হে কন্দর্প! তুমি তোমার পঞ্চশর আমার হৃদয়ে মগ্ন করিয়াছ আর বিরহদহনে আমার দেহ তোমার শর সহিত ভস্মীভূত হইয়াছে। আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তোমার পঞ্চবাণের হস্ত হইতে আর সকলে পরিত্রাণ পাইবে।

ক্ষীণাংশুঃ শশলাঞ্ছনঃ শশিমুখি ক্ষীণো ন কোপস্তব
স্মেরং পদ্মবনং মনাগপি ন তে স্মেরং মুখাম্ভোরুহম্॥
পীতং কর্ণপুটেন ষট্পদরুতং পীতং ন তে জল্পিতং
রক্তা শক্রদিগঙ্গনা রবিকরৈর্নাদ্যাপি রক্তাসি কিম্॥

শশিমুখি! শশী নিঃপ্রভ হইয়াছে, তথাপি তোমার কোপ শান্তি হইল না। কমলিনী প্রস্ফুটিত হইল কিন্তু তোমার বদন কমল প্রফুল্ল হয় নাই। ভ্রমর গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছে কিন্তু তোমার মধুর বাণী শুনিতেছি না। অরুণোদয়ে পূর্বদিক

আরক্তিম হইল, কিন্তু তুমি এ অধমের প্রতি অনুরক্তা হইলে না।

কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষি
সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মস্তি।
অশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্ব্বমুচ্চৈ-
রুচ্চৈঃ সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনঞ্চ॥

যদি অকারণে ক্রোধভরে আমাকে ত্যাগ কর, তাহাতে ক্ষতি নাই, তবে ইতিপূর্ব্বে আমি যে সকল চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতি দান করিয়াছি তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর।

সুতনু বিতনু বাচং মুঞ্চ বাচং যমত্বং
প্রণয়িনি ময়ি কোপং কিঙ্করে কিং করোষি।
যদি মৃগদৃশমন্যাং চেতসা চিন্তয়ামি
তদিহ কুচমহেশং তাবকীনং স্পৃশামি॥

বিধুমুখি! রাগ পরিত্যাগ করিয়া আমার সহিত কথা কও: প্রভু কি কখন ভৃত্যের উপর রাগ করে? আমি তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না একথা আমি তোমার স্তনরূপ মহাদেবের মাথায় হাত দিয়া বলিতে পারি।

দাসে কৃতাগসি ভবত্যুচিতঃ প্রভূনাং
পাদপ্রহার ইতি সুন্দরি নাত্র দূয়ে
উদ্যৎকঠোর পুলকাঙ্কুর কণ্টকাগ্রৈ-
র্যৎখিদ্যতে মৃদু পদং ননু সা ব্যথা মে॥

দেখ সুন্দরী! দাস যদি অপরাধ করে তবে প্রভু তাহাকে পদাঘাত করেন কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, তুমি আমাকে পদাঘাত করিলে আনন্দে আমার শরীর লোমাঞ্চ হইবে আর

আমার শরীরের সেই কঠিন লোম তোমার কোমল চরণে ব্যথা দিবে।

প্রেমৈব মাস্তু যদি চেৎ পথিকেন নৈব
স্যাচ্চেত্তদা গুণবতা ন সমং কদাপি।
তত্রাপি চেন্ন পুনরস্তু কদাপি ভঙ্গো
ভঙ্গে পুনর্ভবতু বশ্যমবশ্যমাসুঃ॥

সখি! কাহার সহিত যেন প্রেম না হয়। যদি হয়, তবে যেন পথিকের সঙ্গে (বিদেশীর) না হয়। যদি তাহাও হয় তবে যেন বিচ্ছেদ না হয় আর যদি বিচ্ছেদ হয় যেন আমার প্রাণ আমার বশীভূত থাকে।

মা ভূৎ প্রেম তথাবিধং তদপি চেন্মা ভূদ্বিয়োগ ব্যথা
সাপি স্যাদথ জীবিত ক্ষণমপি ত্বং মা বিলম্বং ভজেঃ।
ইত্যেবং সখি শঙ্কয়া প্রতিদিনং যদ্যন্ময়া চিন্তিতং
তত্তন্মে মলিনাশয়েন বিধিনা সর্ব্বং বিপর্য্যাসিতম্॥

সখি! প্রেম যেন না হয়। যদি হয় তবে যেন বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহিতে না হয়। যদি বিচ্ছেদ হয় তবে প্রাণও যেন বহির্গত হয়। সখি! প্রতিদিন আমি এই আশঙ্কা করিতাম কিন্তু বিধাতা আমাকে সেই যাতনাই দিলেন।

মাভূজ্জন্ম কুলস্ত্রীনাং জন্ম চেদ্যৌবনং ন হি।
যৌবনং চেন্নতু প্রেম প্রেম চেদ্বিরহো ন হি॥

সখি কুলবধূ হইয়া যেন জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়। যদি কুলবধূ হই তবে যেন যৌবনকাল না আসে, যদি যৌবন আসে তবে যেন প্রেম করিতে না হয় আর যদি প্রেম হয় তবে যেন বিচ্ছেদ না থাকে।

জন্মৈব মাস্তু যদি চেন্ন নিতম্বিনীনাং।
তত্রাপি চেদ্‌হহ নৈব কুলাঙ্গনানাম্‌ ॥

রমণী হইয়া কেহ যেন জন্ম গ্রহণ না করে, যদি করে তবে যেন কুলবধূ না হয়; যদি হয় তবে যেন প্রেম না করে, যদি করে তবে যেন পরাধীন না হয়।

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্ব্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতী জীবিত প্রিয়সুহৃৎ সার্থঃ কিমুত্যজ্যতে ॥

প্রাণনাথ যাইবে বলিয়া বলয় (বালা) অগ্রে প্রস্থান করিয়াছে* অশ্রুজল নিবারণ করিতে পারিতেছি না। ধৈর্য্যও প্রস্থান করিয়াছে। প্রাণনাথের নিশ্চয় গমন দেখিয়া সকলেই যাইতেছে কিন্তু প্রাণ, তুমি কেন তাঁর সঙ্গ ত্যাগ কর?

মনাগপি ন শোচামি তব বক্তোরদর্শনাৎ।
অপি প্রিয়তমাঃ প্রাণাঃ কেষাং নয়নগোচরাঃ ॥

নাথ! তুমি প্রবাসে গমন করিলে তোমাকে দেখিতে পাইব না কিন্তু তাহাতে খেদ নাই কেবল আর কাহাকেও প্রাণ সমান দেখিতে পাইব না ইহাই দুঃখ।

ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিনাবসানে ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতেঃ ॥

যদি তুমি দেশান্তরে যাও, তথাপি আমার অন্তর হইতে দূর নহ। দেখ, দিবা অবসানে বৃক্ষের ছায়া দূরে যায় বটে কিন্তু তাহাকে ছাড়ে না।

স্মরসি স্ময়ে বন্ধো ন পুনস্ত্বাং স্মরাম্যহম্‌ ।
স্মরণং চেতসো ধর্ম্মশ্চিত্তঞ্চ ভবন্তিকে ॥

নাথ ! তুমি আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতেছ কিন্তু তোমাকে আমার মন স্মরণ করে না ; তাহার কারণ চিত্তের স্মরণধর্ম্মটী তোমার নিকটেই থাকে ।

শ্বাসা এব নতভ্রুবো ন গণিতাঃ কে নাম ঝঞ্ঝানিলা-
স্তীর্ণা বাষ্পপরম্পরৈব সরিতাং বৃন্দেষু কঃ সম্ভ্রমঃ ।
ঘোরা কাচন দৃষ্টিরেব কিয়তী বজ্রাভিঘাতব্যথা
প্রেমৈবায়মুপেক্ষিতো ননু সখে প্রাণেষু কোঽনুগ্রহঃ ॥

যখন তার দীর্ঘশ্বাস বাধা বলিয়া মানি নাই তখন প্রবল ঝটিকা আমার পক্ষে তৃণ সমান। যখন তাহার অজস্র অশ্রু-ধারা দেখিয়াছি তখন নদীর জলে ভয় করি না। যখন তাহার সজল কটাক্ষ দেখিয়াছি তখন বজ্রের ভয় করি না। যখন তাহার প্রেম ত্যাগ করিয়াছি তখন প্রাণের আশা করি না।

মৎপাণিং নিজপাণিনা বত শিরস্যাধায় যৎ সূচিতং
বারংবারমুবাচ বারণবচঃ শ্রুত্বাপি তন্ন শ্রুতম্‌ ।
পশ্চাৎ কাতরতারকেণ নয়নেনালোকিতং যত্তয়া
তৎ সংস্মৃত্য সখে সখেদমধুনা চেতো দ্বিধা জায়তে ॥

আমার দুইটী হাত নিজ মস্তকে স্থাপন করিয়া, যেওনা যেওনা বলিয়া বসন ধরিয়াছিল ; তৎপরে কেবল ছল ছল নেত্রে আমার পানে চাহিয়া রহিল ; সেই সব সম্মুখে দেখিয়াও সখে ! প্রাণ দ্বিধা হইল না।

নিবেদিতব্যং সখি বৃত্তমেতৎ
নাথে চিরপ্রোষিতভর্ত্তৃকায়াঃ ।

বর্ষাসু ধারাধরমুক্তনীরাৎ
ভীতোঽবিশৎ স্বান্তপুরং কৃশানুঃ ॥

সখি! একবার যাও সে কেমন আছে দেখিয়া আইস; যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে কহিও যে, অগ্নি বর্ষাভয়ে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।

নৈতৎ প্রিয়ে চেতসি শঙ্কণীয়ং
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি।
বিয়োগতপ্তং হৃদয়ং মদীয়ং
তত্র স্থিতা ত্বং পরিতাপিতাসি ॥

প্রিয়ে ভয় করিও না, হিমকরে শরীর দাহ হয় না। তোমার বিরহে আমার বক্ষস্থল উত্তপ্ত—তুমি তাহার উপর থাকিয়া তাপিতা।

ভিত্তেরুপরি মৃগাক্ষী বপুরভিলিখ্য প্রিয়স্য নিঃশেষম্।
ভচ্চিরবিরহে দীনা শঙ্কিতগমনা ন নির্ম্মমে চরণৌ ॥

কোন বিরহিণী প্রবাসীপতিকে দেখিবার জন্য পতির চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। পাছে প্রতিমূর্ত্তি সজীব হইয়া গমন করে ঐ জন্য চরণ দুইখানি অঙ্কিত করিলেন না।

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ।
অস্মাকন্তু গতে নাথে গতা নিদ্রা চ বৈরিণী ॥

সখি! অনেকে অনেকের প্রবাসীপতিকে ভাগ্যগুণে স্বপ্নে দেখে, কিন্তু আমার ভাগ্যগুণে যে অবধি তিনি বিদেশে গিয়াছেন সে অবধি আমার নিদ্রা নাই।

অশোক ইতি রোপিতঃ স্ফুটমুদেতি শোকদ্রুমঃ
পিকীতি পরিপালিতা গিরতি হন্ত হলাহলম্।

সুধাংশুরিতি বীক্ষিতো দহতি চক্ষুরিন্দীবরং
ন নীতিরনুমীয়তে কুশলহেতু রেণীদৃশঃ ॥

অশোকবৃক্ষকে অশোক জানিয়া রোপন করিয়াছিলাম কিন্তু শোকাধার হইল। কোকিল বলিয়া কোকিল পুষিয়াছিলাম, এখন সে বিষ উদ্গার করিতেছে।' সুধাকর বলিয়া সুধাকরের দিকে চাহিয়াছিলাম, এখন সে অগ্নির ন্যায় আমাকে পুড়াই-তেছে। সখি! এখন দেখিতেছি সকলেই হিতে বিপরীত হইতেছে।

স্বহস্তাজ্জিতমল্লীনাং মধুপাঃ প্রাণহারকাঃ।
আক্ষেপ বিষয়াঃ কিং নস্তে তে পরভৃতাদয়ঃ ॥

সখি! আমার স্বহস্ত রোপিত মল্লিকা পুষ্পের মধু পান করিয়া ভ্রমরগণ আমারই প্রাণ হরণ করিতে চায়, ইহাতে কোকিলের দোষ কি দিব; তাহারা সহজেই পরভৃত্য।

আলি বালিশতয়া বলিরস্মৈ দীয়তে বলিভুজে ন সুধায়।
এষ এব কুহুকণ্ঠিশিশূনাং কৌশলেষু পরমেব নিদানম্ ॥

সখি! কাককে কেন আহার্য্য দিলে, ঐইত যত দুঃখের মূল, ও যে কোকিলকে কুহু বর দিয়াছে আর তাহাতেই বিরহিণীগণ বধিত হয়।

উদঞ্চতি নিশাপতির্বহতি গন্ধবাহো মুহুঃ
কুহূরিতি কুহূরিতি ধ্বনিরনীতিরুজ্জৃম্ভতে।
কুপথ্যমিদমুৎকটং তদিহ সঙ্কটে সা সখী
ন জীবতি ন জীবতি প্রিয়বিয়োগরোগাকুলা ॥

চন্দ্র উদয় হইল, মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে, কোকিল কুহু কুহু

রবে ডাকিতেছে এ সমস্তই কুপথ্য ; ইহাতে আমার প্রিয়সখি বাঁচিবে না।

পিক বিধুস্তব হন্তি ক্রমং তম
স্ত্বমপি চন্দ্রবিরোধি কুহূরবঃ।
তদুভয়োরনিশং হি বিরোধিতা
কথমহো সমতা মম তাপনে ॥

হে কোকিল ! চন্দ্রদেব তোমাকে বধ করিতে চায়, তুমিও কুহুরবে প্রতিবিধান করিতেছ কিন্তু তোমাদের উভয়ের বিরোধে আমি যে জ্বালাতন হই।

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিবা।
উভয়মেত দুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়তমেন ন যত্র সমাগমঃ ॥

দিবস ভাল পুনঃ রাত্র যেন আর হয় না অথবা রাত্রই ভাল দিনমান যেন আর হয় না অথবা প্রাণনাথ সমাগম না হইলে উভয়ের কিছুই ভাল নয়।

যাবদ্‌ যাবদ্ভবতি কলয়া মাংসলোহয়ং সুধাংশু
স্তাবত্তাবৎ প্রতিদিনমসৌ ক্ষীয়তে পঙ্কজাক্ষী।
মন্যে ধাতা রচয়তি বিধুং কান্তিসারৈস্তদীয়ৈ-
স্তস্মাদ্‌ যাবৎ সুভগ ন ভবেৎ পূর্ণিমা তাবদেহি ॥

গুণময়! চন্দ্রমা প্রতিদিন বৃদ্ধি হইতেছেন আর সে ধনিও প্রতিদিন কৃশ হইতেছে। বোধ হয় বিধাতা, কমলাক্ষির কান্তিতে সুধাকরের কান্তির পুষ্টিসাধন করিতেছেন। তাই বলি চন্দ্রমা পূর্ণ-

কাল প্রাপ্ত হইবার অগ্রে তথায় চল নতুবা পূর্ণমাসী হইলেই সে ধনীর জীবন রোধ হইবে।

দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাস্তুমো বামলোচনাঃ॥

লোকে বলে হরনেত্রে কাম হত হইয়াছে কিন্তু যাহারা আমোদচ্ছলে কামকে বাঁচাইয়া শিবকে জয় করে সেই কামিনীরাই বন্দনার পাত্রী।

অঙ্গীকুরু দৃশোর্ভাঙ্গীমঙ্গী ভবতু মন্মথঃ।
ঘোষয়ন্তু সরোজাক্ষি মহেশজয়ি তে যশঃ॥

প্রিয়ে! একবার আড়নয়নে দৃষ্টিপাত কর। দেখি মদনের আজ কি রঙ্গ হয়; কারণ বহুদিন হইতে মনে ইচ্ছা করিয়াছি তুমি শিবকে পরাজয় করিলে তোমার জয় ঘোষণা করিব।

অনয়োর্গোপনমুচিতং কনকাদ্রিকান্তিতস্করয়োঃ।
অবধারিতবিধুমণ্ডলমুখমণ্ডলগোপনং কিমিতি॥

চারুলোচনে! সুমেরুপর্ব্বতের শোভা অপহরণ করিয়া স্তনদুইটী ঢাকিয়াছ, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু যিনি চন্দ্র সৃজন করিয়াছেন, তিনিই তোমার চন্দ্রমুখ সৃজন করিয়াছেন তবে কি কারণে সেই মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাক।

বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবনজয়িনীকটাক্ষেণ।
অবলা ত্বং যদি সরলে কং বলবন্তং ন জানীমঃ॥

সরলে! তুমি বক্ষে গিরীন্দ্রদ্বয় বহন করিয়া থাক এবং

কটাক্ষমাত্রে ত্রিভুবন জয় করিয়া থাক; ইহাতে তুমি যদি অবলা, তবে বলবান্ কে?

কমলমুখি ভবত্যাশ্চারুবক্ষোজশম্ভুঃ
কিল পরমরসাঢ্যো নির্ম্মিতো কেন ধাত্রা।
অহমপি তু ন কামী কিন্তু কান্তে তপস্বী
নিজকরকমলাভ্যাং শম্ভুপূজাং করোমি॥

কমলমুখি! তোমার হৃদয়ে কি দুইটী শম্ভু উদয় হইয়াছে। বিধাতা দুটী পরম নিধি স্থাপন করিয়াছেন। আমি নিজে তপস্বী, আমার ইহাতে কোন কাজ নাই; অতএব শম্ভু বলিয়া করদ্বারা পূজা করিবার বাসনা; যদি পুরাও তবে পূজা করি।

বাম্যিতি রহসি ভণিতং দুঃসহমাকর্ণ্য জীবনাথস্য।
অকৃতনিমীলিতনয়না জৈমিনিমুনিকীর্ত্তনং তন্বী॥

প্রাণপতির অকস্মাৎ নিদারুণ বিদায়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তন্বী নিমিলিত নয়না হইয়া জৈমিনির স্মরণ করিতে লাগিলেন।

সমস্তাকৃষ্টস্তব বিরহদাবাগ্নিশিখরা-
কুলোদ্বেগঃ পঞ্চাশুগমৃগয়ুবেধব্যতিকরৈঃ।
তনু ভূতং তাবত্তনুবলমিদং হান্তেতি হরে
হতাবদ্য শ্বো বা মম সহচরী প্রাণহরিণঃ॥

একে তোমার বিরহাগ্নিতে ধনী ভস্মীভূত প্রায় তাহাতে মদন সদাই পঞ্চশর দ্বারা তাড়না করায় দিন দিন তনুক্ষীণ হইয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই তাহার দেহরস পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ পলায়ন করিবে।

স্নাতিং বারিদবারিভির্ব্বিরচিতো বাসো ঘনে কাননে
শীতৈশ্চন্দনবিন্দুভির্মনসিজো দেবঃ সমারাধিতঃ।
নীতা জাগরণব্রতেন রজনী ব্রীড়া কৃতা দক্ষিণা-
তপ্তং কিন্নু, তপস্তথাপি স কথং নাদ্যাপি নেত্রাতিথিঃ।

হে স্বজনি! স্নানচ্ছলে বৃষ্টিতে ভিজিলাম, নিবিড় কাননে বাস করিলাম, সচন্দনে লিপ্ত হইয়া মদনের পূজা করিলাম, জাগরণ দ্বারা রাত্রিবাস শেষ করিলাম, লজ্জাকে দক্ষিণা করিলাম, সমস্ত জপতপই শেষ করিলাম। কিন্তু তথাপি তাঁহার দর্শনলাভ করিতে সক্ষম হইলাম না।

উদেতি ঘনমণ্ডলী নর্ত্তিত নীলকণ্ঠাবলী
স্তড়িদ্বলতি সর্ব্বতো বহতি কেতকামারুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি! স তত্র মন্যেহধুনা
দধাতি মকরধ্বজস্ত্রুটিতশিঞ্জিনীকং ধনুঃ॥

হে সখি! বিদ্যুৎরেখাসংযুক্ত সজল জলধরে মনকে ব্যাকুল করিতেছে। আরও দেখ কেতকী বায়ুতে ময়ূরগণ কেকা রব করিতেছে। ইহা দেখিয়া সখি, আমার প্রাণনাথ আসিতেছে না কেন? বোধ হয় মনমথের ধনুকের গুণ ছিঁড়িয়াছে।

দাক্ষিণ্যং মলয়ানিলস্য বিদিতং শৈত্যং চ শীতদ্যুতেঃ
পঞ্চেষোঃ কুসুমেষুপিকরবে জ্ঞাতা মলো হারেতা।
বিচ্ছেদ তব কেন মে পরিচিতাঃ প্রাণেপ ভক্তঃ কথা
বিকারে পুনরপ্রণানয়তি মম ব্যাহতেয়ং তনুঃ॥

হে নাথ! মলয়ানিলের দাক্ষিণ্য বুঝিয়াছি। সুধাকরের কিরণের শীতলতা তাহাও জেনেছি, মন্মথের ফুলবাণ তাহাও জেনেছি আর কোকিলের স্বরের মধুরতা তাহাও জেনেছি

তোমার বিরহে সকলের পরিচয় পেয়েছি। তবে প্রাণ যে বহির্গত হয় নাই সেই জন্যই তোমার নিকট মিথ্যাবাদি হইতেছি।

ভবতু বিদিতং ভব্যালা পৈরলং প্রিয়গম্যাতাং
তনুরপি ন তে দোষোহস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্‌মুখঃ।
তব যদি তথাভূতং প্রেমপ্রণয়মিণাং দশাং
প্রকৃতি চপলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবি তে॥

হে নাথ! তোমার মধুর আলাপে আর প্রয়োজন নাই। বিধাতা বিমুখ হইলে সকলই বিপরীত হয় কারণ তোমার সেই বিমল প্রেমের যখন এই দশা হইল তখন যদি এ প্রাণ চপলার ন্যায় বহির্গত হয় তাহাতে দুঃখ নাই।

অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতি মনাদৃত্য সুহৃদ-
স্তু য়াহকান্তে মান্য কিমিতি সরলে প্রেয়সী কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে প্রণয়দহ লোভা সুরশিখাঃ।
স্বহস্তে নাঙ্গারাস্ত দলমধুনা রণ্যরুদিতৈঃ॥

প্রেমের গতি না জেনে কেন মান করিলে, সে তোমায় কত সাধিল পায়ে ধরিল—তবু তাহার প্রতি তোমার কৃপা হইল না। এখন না জেনে জ্বলন্ত অঙ্গারে হাত দিয়াছ, ক্রন্দন করিলে কি ফল হইবে?

অয়ি চেলাঞ্চলেনাদ্য কল্যাণি মুখমাবৃণু।
কুহুবিহিত কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তু মুনিপুঙ্গবাঃ॥

সুন্দরী কিছু কালের জন্য তোমার মুখ কমল বসনাবৃত কর। মুনিগণ অমাবস্যার ব্রত করিবেন।

তথি স্তুদধরস্বাদং নাবিদন্নবিদো জনাঃ।
বসুধায়াঃ সুধাভাবাদ্‌ধা দগ্ধং বিষাসবঃ॥

সুন্দরী যদি মূঢ় জন তোমার মুখামৃতের স্বাদ জানিত, তাহা হইলে আর স্বর্গে যাইতে চাহিত না।

রমণী মধুরাধর মধু মধুরিমগরিমাণমজ্ঞাসীৎ।
হরিরেব যৎ সুরেভ্যো দত্ত্বামৃতমিন্দিরাং কৃতবান্॥

স্ত্রীলোকের মধুরাধরের আস্বাদ স্বয়ং হরিই জানেন নচেৎ সমুদ্র মন্থনে অন্য সকল দেবগণকে অমৃত দান করিয়া আপনি লক্ষ্মীকে লইলেন কেন?

অমৃতমমৃতং কঃ সন্দেহো মধূন্যপি নান্যথা
মধুরমধিকং চূতস্যাপি প্রসন্নতরং কলম্।
সকৃদপি পুনর্মধ্যস্থঃ সন্ রসান্তরবিজ্ঞলো
বদতু যদিহান্যৎ স্বাদস্যাৎ প্রিয়াবদনচ্ছদাৎ॥

অমৃত অমৃতই, মধু মধুরই বটে আর অন্য মধুর আস্বাদ বিশিষ্ট তাহাও জানি, কিন্তু প্রিয়ার অধর অপেক্ষা কোন দ্রব্য মিষ্ট নহে।

শিখারিণ ক নু নাম কিয়চ্চিরং
কিমভিধানমসাব করোত্তপঃ।
সুমুখি যেন তবাধর পাটলং
দশতি বিম্বফলং শুকশাবকঃ॥

সুন্দরী কোন পর্ব্বতে, কতকাল এবং কি তপ করিয়া তোমার এই শুখ শাবক বিম্বফলরূপ ওষ্ঠাধরদ্বয় তোমার মুখামৃত পানে অধিকারী হইয়াছে।

আদৌ বাগমৃতং ততো মুখশশীলাবণ্য লক্ষ্মীস্ততো
দৈত্যেরাবত কুম্ভসন্নিভকুচৌ জাতাস্ম মূলে ক্রমাৎ।

ইত্থং যন্ময়ৌবনাদ্রিমথনাৎ বালার পুর্ব্বারিধে-
র্জাতং যচ্চ কটাক্ষবীক্ষণ বিষং সহ্যং ন সম্ভোরপি ॥

অবলা সমুদ্রে যৌবন গিরি দ্বারা মন্থন করিয়া প্রথমে বাক্য-রূপ অমৃত তৎপশ্চাৎ মুখচন্দ্র তৎপশ্চাৎ লাবণ্যস্বরূপ লক্ষী তৎপশ্চাৎ ঐরাবতরূপ কুচযুগল উত্থিত হইল সর্ব্বশেষে কটাক্ষ বিষ উত্থিত হইল। ইহা শঙ্করের অসহ্য।

কুট্মলাক্ষি কটাক্ষেণ নাত্মানমবলোকয়।
অসির্নৈব বিজনাতি লৌহকারজনির্ম্মম ॥

সুন্দরী কটাক্ষ সন্ধানে আপনি আপনার দিকে চাহিও না। লৌহ অসি কামারকেও মানে না।

লোচনহরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিভুধরকৃশাঙ্গিকজ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
সায়কে হি গরলৈর্ন লিপ্যতে ॥

সুন্দরী নয়নবাণে হরিণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পার তবে চক্ষে অঞ্জন দাও কেন? সুধু চক্ষে যদি জীবগণকে নাশ করিতে পার, তবে এবিধ চক্ষে দাও কেন?

কামিনীজনমনোজ্ঞনাসিকা-
চারুতা কিমু শুকেন চোরিতা।
পঞ্জরে যদি ন যস্ত গঞ্জনং
নান্যথা নিরপরাধবন্ধনম্ ॥

সুন্দরীগণের নাসিকা শুকপক্ষী চুরি করিয়াছে নচেৎ লোকে তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবে কেন?

নূনং হি তে কবিবরা বিপরীতবোধা
যে নিত্যমাহুরবলা ইতি কামিনীনাম্।
তাভির্বিলোলতরতারকদৃষ্টিপাতৈঃ
শক্রাদয়োঽপি বিজিতাস্ত্বলাঃ কথং তাঃ॥

বোধ হয় কবিগণ নির্ব্বোধ নচেৎ যাহারা ঈষৎ কটাক্ষে শক্র জয় করিতে পারে তাহাদিগকে অবলা বলে কেন?

কেচিৎ পঙ্কজকোরকৌ কতিপয়ে স্ফীতৌ রথাঙ্গাহ্বয়ৌ
কেচিৎ স্বর্ণবসুন্ধরাধরসুতৌ কৈ নাম বক্ষোরুহৌ।
তস্যাঃ কাঞ্চনজ্ঞরীবতলোর্লাবণ্যবারাং নিধা-
বুন্মজ্জানবযৌবনস্য করিণঃ কুম্ভাবিতি ব্রূমহে॥

সুন্দরী যুবতীগণের স্তনদ্বয়কে কেহ বলে কমলকলিকা কেহ বলে চক্রবাক, কেহ বলে সুবর্ণ পর্ব্বতের সন্তানদ্বয়, কেহ বলে ও দুটী স্তন, কেহ বলে যৌবনরূপ হস্তির কুম্ভদ্বয়।

কুচাবস্যাঃ কোকৌ করিকরভকুম্ভাবিতি পরে
বদন্ত্যন্যে বক্ষঃসরসি কমলে কাঞ্চনঘটৌ।
অসৌ মেরাভাত্বঃ স্ফুরতি মদনেন ত্রিজগতীং
বিনির্জিত্য ন্যুব্জীকৃতমিব নিজং দুন্দুভিযুগম্॥

সুন্দরী তোমার স্তনদ্বয়কে কেহ বলে চক্রবাক, কেহ বলে করিশিশুর কুম্ভদ্বয়, কেহ বলে হৃদয়সরোবরের কমলকলি, কেহ বলে সুবর্ণের ঘটদ্বয়; কিন্তু আমার বোধ হয় মদন ত্রিভুবন জয় করিয়া তাহার বিজয়দুন্দুভি উল্টাইয়া রাখিয়াছে।

নায়ং নাভিসরোবরো ন চ কুচৌ নৈষা চ রোমাবলী
নির্ণীতং কবিভূষণেন কবিনা যত্তৎ সমাকর্ণয়।
একত্রস্থিতচক্রবাকযুগলাকর্ষায় হর্ষাত্মনা
শ্যামা সপ্তনলী নিলীয় কুহরে কামেন সঞ্চারিতা॥

সুন্দরি! তোমার নাভিসরোবর, কুচদ্বয়, রোমাবলী এ সকল কিছুই নয়। কবিভূষণ বলেন, মদন সাতনল হইয়া নাভিকুচে বসিয়া গোপনভাবে থাকিয়া, চক্রবাকরূপ স্তনদ্বয়কে রোমাবলীচ্ছলে সপ্তনলী বিদ্ধ করিতেছেন।

একস্য রোমনালস্য দ্বে জাতে স্তনপঙ্কজে।
তস্যাধঃ কিঞ্চিদস্তীতি বিভাব্য নিশিমন্যতো॥

রোমাবলীরূপ একটী মৃণালে যুগল কমল ফুটিয়াছে আর তার নিচে কোন্ বস্তু আছে সকলে বলে। বোধ হয় এই জন্যই যুবজন নিশিযোগে খনন করেন।

তস্যাঃ শৈশবহরিণো হত ইতি মন্মথকিরাতরাজেন।
নাভিসরোবরকূলেষু যদজনি রোমাবলীশষ্পম্॥

নাভিসরোবরের চতুর্দিকে রোমাবলীরূপ তৃণ জন্মিয়া অত্যন্ত শোভা হইয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই মদন সুন্দরীগণের কৈশোররূপ মৃগশিশু বধ করিয়াছেন।

মধ্যং হরীণাং নয়নং মৃগীণাং
জহার সা চারুবরং পিকীনাম্।
নচেদমীষাং কথমায়তাক্ষী
সদৈব সঙ্কোচনমাতনোতি॥

বোধ হয় সুন্দরীগণ হরিণের নয়ন, সিংহের কটি এবং

কোকিলের স্বর অপহরণ করিয়াছে, নচেৎ সর্ব্বদা সঙ্কোচ এবং গোপন করে কেন।

নেয়ং তে মুখমণ্ডলপ্রতিকৃতিচ্ছায়া ন হারোত্তবা
বক্ষোজপ্রতিবিম্বিতং ন সরলে জানেহন্ত তত্ত্বং প্রিয়ে।
অপ্রাপ্যানলসৌভগং তব শশিমুক্তাক্ষিতৈর্দ্দামভিঃ
কণ্ঠে হেমঘটদ্বয়ং দধদসৌ পানীয়মধ্যং গতঃ॥

সুন্দরি! সরোবররূপে তুমি যে তোমার মুখে, হারের, স্তনদ্বয়ের প্রতিবিম্ব দেখিতেছ উহা তাহা নহে। অভিমানি! চন্দ্র তোমার মুখ দেখিয়া দুঃখে নিজ গলার দুইটী কুম্ভ বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য জলে ডুবিতেছে।

ক্ষিতোরক্তাম্ভোজে তদুপরিচরম্ভাতরু যুগং
তদূর্দ্ধোপগতোভূকনকময় সিংহাসনমিদম্।
তাতোনাস্তে কিঞ্চিৎ তদপরি সুমেরোঃ শিশুযুগং
তাতো রাধানাথঃ শিব শিব বিধেঃ সৃষ্টিরপরা॥

রক্ত বর্ণ শতদল পদ্মের উপর, রম্ভাতরু রূপ উরুযুগল তদুপরে মদন রাজার সুবর্ণ সিংহাসন; তদুপরি সুমেরু শিশু, আর সর্ব্বোপরি চন্দ্রদেব শোভা পাইতেছেন। বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি।

পদন্যা সৈরাসীৎ কমল পরিপূর্ণাবসুমতি
ভৃগালোলৈরিন্দীবর শয়ন ভূদম্বরতনম্।
স্মিতং মন্দং মন্দং বিরচয়চলাপাঙ্গি চতুরে
ধরায়াম প্যাস্তাং বিধুমুখি সুধায়াঃ পরিচয়ঃ॥

সুন্দরী তোমার চরণ বিন্যাসে ধরাতল শতদল পদ্মে মণ্ডিত

হইল ; তোমার দৃষ্টিতে গগণমণ্ডল নীলপদ্মে পরিপূর্ণ হইল। সুন্দরী এখন একটীবার হাস্য কর পৃথিবীতে সুধা বৃষ্টি হউক।

ইদন্তে কেনোক্তং কথয় কমলতঙ্করদলে
যদেতস্মিন্ হেলম্ঃ কটকমিতি ধ্বংশে খলুবিয়ন।
ইদন্তদ্ ঃসাধ্যাক্রমেন পরমাস্তং স্মৃতিভুবা
তব প্রীত্যা চক্রং করকমল মূলে বিনিহিতম্॥

বিধুমুখি এই যে, তোমার হস্তের বলয় ; ইহাকে বলয় কে বলিল। যে বলিয়াছে সে তোমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে জানিবে। মদনরাজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জয় করার পর তোমার উপর পরিতুষ্ট হইয়া তোমার হস্তে এই চক্র দিয়াছেন।

ওষ্ঠবিম্বরসকাঙ্ক্ষিনং মুদা
নাসিকাবিবৃত ভূষণচ্ছলাৎ।
বন্ধনীমিব ততান কামিনী
বদ্ধি তুং হি যুব চিন্ময়ং শুকম্॥

সুন্দরী তোমার ওষ্ঠরূপ বিম্বফলে পাছে শুকপক্ষী আসিয়া [illegible] এই জন্য কি নাসিকা উপরি সুবর্ণ ফাঁদরূপ নত পরিয়াছ।

অয়ি মন্মথ চুতমঞ্জরি শ্রবণায়ত চারু লোচনে।
অপহৃত্য মনঃ ক যাসি মে কিমরাজ কনত্র বর্ত্ততে॥

সুন্দরী তুমি আমার মন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ কেন ? [illegible] কি অরাজক !

যাস্যতি যৌবনমচিরাৎ স্তনাবপিনিপতিষ্যতোহবশ্যম্।
যুব জন বঞ্চন পাপং কেবলমবলে চিরস্থায়ী॥

সুন্দরী এ যৌবন চিরদিন নহে, কঠিন কুচ যুগলও এ

পতিত হইবে; কেবল যুবা জনকে বঞ্চনা করার পাপটী থাকিয়া যাইবে।

হে পান্থ পুস্তককর ক্ষণমাত্র তিষ্ঠ
বৈদ্যোঽসি কিং গণিতশাস্ত্র বিশারদোঽসি।
কিনোবধেন বদ পশ্চাত মৎ প্রিয়োমাং
কর্হি গমিষ্যতি পতিঃ সচির প্রবাসী॥

হে পুস্তক হস্ত পথিক ক্ষণকাল অবস্থিতি কর, তুমি বৈদ্য অথবা জ্যোতির্বিদ; বলিতে পার? কোন ঔষধি দানে বা জ্যোতিঃ শাস্ত্রের গণনায় আমার বিদেশস্থিত স্বামী আসিতে পারে।

দৃষ্টা তং রতি কো বিদং বরতনুর্নিঃসীম লীলারুশা
নিক্ষিপ্যা নিশিতঃ কটাক্ষ বিশিখা ক্রুষ্মাকোদণ্ডতঃ।
আবাদ্যো ভুজবল্লিবন্ধনপটঃ প্রেমাম্বধৌ পাতিতো
নিক্ষিপ্তৌ স্তন পর্ব্বতো তদুপরীবোন্মজ্জনাশঙ্কয়া॥

কোন যুবতী নাগরী একটী সুন্দর যুবাকে দেখিয়া কটাক্ষ শরে মোহিত করত বাহুলতা পাশে বন্ধন করিয়া প্রেমসাগরে নিক্ষেপ করিলেন; পাছে নাগর প্রেমসাগর হইতে উত্থিত হয় এই আশঙ্কায় কুচগিরি বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

শ্বশ্রুঃকুপ্যতুর্বিদ্বিষন্ত গুরবোনিন্দন্তু বা যাতরঃ
তস্মিন্নেবমন্দিরে সখি পুনঃ স্বাপো বিধেয়ো ময়া।
আধোরা ক্রমণায় কোন কুহরাত্তৎকালমাত্তস্মতী
মার্জ্জারিনখৈঃ কৃতব্রতা কাং কাং ন মেহুর্দ্দশা॥

শাশুড়ি রাগ করুন, গুরুজন বিদ্বেষ করুন, ননদী নিন্দা করুন আর যদি জন্ম জন্ম জাগ্রত থাকি, তথাপি সখি, তোমা কিম্বা আর সে গৃহে শয়ন করিব না। যদি বল কেন? মার্জ্জার

...রাল হইতে খরতর নখ দ্বারা মূষিককে আক্রমণ জন্য ...কালাকি করে তৎকর্ত্তৃক আমার এই সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে।

অন্যোন্যস্য নিরক্ষণাদপগতা নেত্রাম্বুখে হ্রীঃস্থিতা
চালাপাদ্বদনং বিহায় কুচোরুঃ সীমালম্বিতা।
গাঢ়ালিঙ্গনতঃ পয়োধরঃ যুগং সংত্যজ্যনীবিং গতা
পত্যুস্তত্র করে গতে কিমভবৎ স্বত্রিব্র জানীমহে॥

লজ্জা প্রথমে নয়নকোণে ছিল, চারি চক্ষে মিলন হওয়ায় বদনে উপস্থিত হইল। পরস্পরের আলাপে বদন ছাড়িয়া বক্ষে আসিল, তৎপরে আলিঙ্গনে লজ্জা লজ্জা পাইয়া নাভিস্থলে ...ছিল, তথা হইতে তাড়না পাইয়া কোথায় গিয়াছে জানি না।

আদৌ শেলৌ তদনুনয়নে তস্থিতস্মাস্মুখাজ্জে
তস্মাদ্বক্ষোরুহশিখরিণো নীবিবন্ধে স্ততো হ্রীঃ।
নীবিবন্ধং শ্লথমতিপুনর্নেত্রমালম্ব্যতস্থৌ
প্রায়ো মন্যে তব সখি হ্রিয়ো নাস্তিলজ্জা কদাপি॥

প্রথমে লজ্জা মস্তকে ছিল, ক্রমে নয়নে উপস্থিত, তৎপশ্চাৎ ..., মুখ ছাড়িয়া বুকে, বুক ছাড়িয়া কটিতে, কটি ছাড়িয়া ... মুখে, ইহাতে বোধ হয় সুন্দরি তোমার লজ্জায় লজ্জা নাই।

অপকৃতা শিরাসনে ত্রিবলী কপোলে
মুক্তাবলী বিগলিতা ন চ মে বিষাদঃ
এনীদৃশো যুবতয়ঃ পথি মাং নিরক্ষ্য
তাতেতি তরুণপরাঃ স চ দুঃখঘাতঃ

কেশ পক্ক হইয়াছে, দন্ত খসিয়াছে, গণ্ডে মেচেতা পড়ি...

য়াছে তাহাতে খেদ নাই। কিন্তু যুবযৌবনে পিতা বলিয়া ...
এই মহা দুঃখ।

উক্তং প্রীতিকরং বচঃ স্তনতটাভোগো ময়া দর্শিত
দৌর্মুলাঞ্চলচালনা বিরচিতা মুক্তঃ কটাক্ষচ্ছটাঃ।
এতেনাপি ন চেদপাকৃতমনাস্তৎ কিং ন বিজ্ঞো ভবান্
কিংবা কামকলানুনাম্নিকুশলাজিবী ন বা মন্মথঃ॥

প্রিয় প্রেমবাক্য বলিয়াছি, কুচতটভাগ দেখাইয়াছি ...
চালনা করিয়াছি, কটাক্ষ করিয়াছি তবুও তাতে তোমার ...
বিকার উপস্থিত হইল না; বোধ হয় কাম বিষয়ে তুমি প...
নহ অথবা বুঝি মন্মথ মৃত হইয়াছে।

মনোবদ্ধোদত্তঃ প্রিয়তমমনোঽমূল্য বসুনা
স্মরঃসাক্ষী লভ্যং প্রতিদিনানন্দং নতুনবয়ঃ।
ন লব্ধং তদ্বিত্তং নিজমপি গতং যাতুবদভূ-
দয়ং সাক্ষীকস্মান্নিরবধি জনোমাং ব্যথয়তি॥

প্রিয়তমের অমূল্য রতন মন পাইব বলিয়া মন্মথ ...
করিয়া নিজ মন বান্ধা রাখিলাম। কিন্তু এখন তাহাও পা...
না। নিজ মনও গেল কিন্তু সাক্ষী যে সে কেন এখন ...
এত পীড়ন করে।

দীপ এব কুচশৈল্য সন্নিধৌ
বাস সা মৃগ দৃশা সমাবৃতঃ।
পান্তিলান বিমুখং প্রজাপতিং
কম্পিতে ন শিরসা বিনিন্দতি॥

কুচগিরি বসন দ্বারা আচ্ছাদিত করাতে দীপ বিধা...

শির কম্পানচ্ছলে কহিতেছে বিধাতা যদি আমায় হস্ত দান করিতেন তবে দীপ জন্ম সফল করিতাম।

অবিদিত সুখদুঃখং নিপুণং নির্ব্বিকারং
জড়নতিরিতি কশ্চিন্মোক্ষনে বা চ চক্ষে।
মন তু মতননর্দ্ধ স্মেরতারুণ্য ঘূর্ণ-
মদকলমদিরাক্ষীনীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ॥

লোকে বলে মোক্ষপদ পাইবার জন্ত নিগুণ নির্ব্বিকার ভজে, তথায় সুখদুঃখ নাই কিন্তু আমি বলি মোক্ষ বাঞ্ছা যদি কর ষোড়সী রূপসীতে মদনরসে মাতিয়া বসন মোক্ষণ করিলেই আপনি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে।

পাদালক্তক গৌরবাদপিনীতি মৈথিল্যমালম্বতে।
মাতঃ কি করবাণি ভূষণ কলামাত্র প্রিয়োবল্লভঃ॥

সহজেই কটীর বসন শ্লথ হয়, হারাদি বুকে করিয়া পরিতে চেষ্টা করি হাতে ব্যথা পাই; সাধ করিয়া কুসুমহার গলায় দিলে সমস্ত শরীর অবশ হয় আর পদদ্বয় অলক্তে রঞ্জিত করিলে চলিবার শক্তি থাকে না কিন্তু এ দেখিয়া প্রাণকান্ত সদাই ভূষণে সজ্জিত করিতে ইচ্ছা করেন।

দত্তং নয়া পদমিদং নবযৌবনায়
ত্বং সত্বরং ক্বচন শৈশব সাধয়েতি।
কামস্ত হস্তলিখিতাক্ষর নালিকের
রোমাবলী বিজয়তে জলজেক্ষণায়াঃ॥

শৈশবকাল তুমি সত্বর যাও আমি এস্থান যৌবনকে দান করিয়াছি। কামের স্বহস্ত লিখিত লোমাবলী রূপ অক্ষর আমার হৃদয়ে বিরাজমান।

জানীশে বরমাসনস্থ কমলে তস্থ মুখেক্ষোত্থিত বা
সংকোচং সমুপাগতে স ভগবান দুস্থঃ সরোজাসনঃ।
ভূগ্নং ক্রলতিকা যুগংবিহিতবান চক্রে দৃশৌ শ্ববিবান
মধ্যং বিস্মৃতবান্ কচাংশ্চ কুটিলান বামক্রবঃ শ্ববিবান॥

ভগবান্ পদ্মযোনী ব্রহ্মা অগ্রে অতি যতনে মুখকমল স্বজ[illegible]
করাতে তাঁহার কমলাসনের পদ্ম সঙ্কুচিত হইল; তিনি তা[illegible]
দেখিয়া ব্যস্তে ভ্রু-যুগল স্বজন করিতে বক্র করিলেন। নয়ন[illegible]
কুটিল এবং কৃষ্ণবর্ণ করিলেন। অবশেষে মধ্যদেশ স্বজন করি[illegible]
একেবারে বিস্মৃত হইলেন।

ভামস্তো বিধধাতুভাগধেয় ভাজঃ
কেয়ুরং প্রজমবতং সমমূজাতৈঃ।
বিকবৈবং মমস্তু বিভবণং বিছুরে
রোলম্বাদধরনিবারণং পুনরথ॥

অন্যান্য ভাগ্যবতিরা কেমন বাজু বালা হার ইত্যাদি ভূ[illegible]
সজ্জিত হয় কিন্তু হায়, বিধাতাকে দিক্—ভূষণ পরা দূরে [illegible]
পোড়া অলির জন্য অধর রাখা ভার হইয়াছে।

বয়ং বাল্যে বালাংস্তরুনিমনিকুলঃ পরিণতা
ন পীচ্ছাযো বৃদ্ধাং তদিহ কুলরক্ষাসমচিতা।
ত্বয়াঃ লব্ধং জন্মক্ষপয়িতুমনেনৈকপতিনা
যনো গোত্রে পুত্রি কচিদপি সতি লাঞ্ছনমভূৎ।

হে পুত্রি! আমরা বাল্যকালে শিশু সহ, যৌবনে যুব[illegible]
সহ এবং বৃদ্ধাবস্থায় বৃদ্ধগণ সহ আমোদ করিয়া কুলধর্ম [illegible]

করিয়াছি তোদের আবার এ পিরিতি একমাত্র পড়িয়াই আজন্ম কাটাইয়া কুলে যে সতি লাঞ্ছনা রাখিনি।

চেৎ পৌরাদপি শঙ্কসে হিমকরেরপ্যাচিষো লজ্জসে
ভোগীন্দ্রাদপি চেদ্বিভেষি তিমিরস্তোমাদে যদি এস্তাম্।
চেৎ কুঞ্জদপি ত্রয়সে জনরবধ্বানাদ্ যদি ক্লাম্যাং
প্রায়ঃ পুত্রি হতাস্মি হন্তভবিতান্তঃ কলঙ্কঃ কুলে॥

লোক দেখিয়া লজ্জা, জ্যোৎস্না রাত্রে গমন করিতে সর্প দেখিয়া ভয় করিবি আর অন্ধকার নিশিতে ভয়ে গমন করিতে পারিবি না তবে কিরূপে কুলধর্ম্ম রক্ষা হইবে। রাত্রি-কালে কুঞ্জে যাইতে যদি কাতর হইবি, মেঘ ডাকিলে যদি ভয় পাইবি তবে কবে কি হইবে আমার নির্ম্মল কুলে যে কলঙ্ক দিলি।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠভূপাল মুমং প্রক্ষালয়স্বটঃ।
যৌতিত্তে নগরে কুকু চ বৈ তু হি চ বৈ তু হি॥

কথিত আছে, একদা কবিগুরু কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্য [illegible]ত্রের অধ্যাপন সময়ে বলিয়াছিলেন, রাজা কেবল স্বরাজ্যে [illegible] হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃতবিদ্য লোক সর্ব্বত্রই পূজ্য [illegible]। ঘটনাক্রমে তচ্ছ্রবণে রাজা রোষপরবশ হইয়া কালিদাসকে [illegible]য়াছিলেন রাজপদ অপেক্ষা যদি বিদ্যাই অধিক গৌরবকর [illegible] তবে তুমি অন্যত্র যাইয়া এইরূপ প্রতিপত্তি লাভ কর। [illegible]লিদাসও তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং [illegible]ট রাজধানিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কর্ণাটরাজ্যের [illegible]কবি নামে একজন সভাপণ্ডিত আছে। রাজসমীপে [illegible]চিত হইবার জন্য তাঁহারই নিকট প্রার্থনা জানাইলেন।

সভাপণ্ডিত মহাশয় কালিদাসের বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহাকে একটী কবিতা রচনা করিতে আদেশ করেন। কালিদাস বল্লনের ঈর্ষ্যা পরিহার বাসনায় কবির স্থায় এই সামান্ত শ্লোকটী রচনা করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। তাৎপর্য্য এই, হে রাজন্! শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালন করুন। নগরে কুক্কুর শব্দ রব করিতেছে। এইরূপে তিন চরণ পূরণ করিয়া পাদ পূরণার্থে চ, বৈ, তু, হি এই শব্দ চতুষ্টয়ের বিয়াকৃতি দ্বারা কবিতার চতুর্থ পদটী পূর্ণ করিলেন।

> রাজন্নভ্যুদয়োস্ত বল্লনকবে হস্তে কিমস্ত তব
> শ্লোকস্ত কবেরমুষ্য ভবতো হম্ পঠ্যতাং পঠ্যতে।
> কিত্ত্বাসামরবিন্দদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা
> চুদ্বেল্লদভজবল্লি কঙ্কণঝনৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্ ॥

অতঃপর বল্লনকবি সকৌতুকচিত্তে কবিতাটী হস্তে করিয়া আগন্তুক সম্যভিব্যবহারে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। অনন্তর যথানিয়মে রাজসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া মহারাজের মঙ্গল হউক এই বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, বল্লন কবে! তোমার হস্তে কি? শ্লোক! কোন কবির ইহার? আপনকার? হাঁ আমারই। তবে শ্রবন করি। এইরূপে তিন জনের উক্তি প্রত্যুক্তিতে একটী শ্লোকের দুই চরণ শেষ হইল দেখিয়া কালিদাস প্রথমে ঐ শ্লোকের অপরার্দ্ধ বক্ষ্যমাণ অর্থে পূরণ করিলেন। আমি কবিতা পাঠ করি কিন্তু এই অরবিন্দ সুন্দরাক্ষী অবলাগণের চামরবীজন জন্য ভুজবল্লী

সঞ্চালনে যে কঙ্কণের ঝনধকার ধ্বনি হইতেছে তাহা ক্ষণকাল নিবারণ করুন।

শ্রীমন্নাথভবাননে ভগবতী বাণী নরী নৃত্যতে
তাং দ্রষ্টুং কমলা সমাগতবতী লোলাপি বদ্ধাগুণৈঃ।
কীর্ত্তিশ্চন্দ্রকরীন্দ্রকুন্দকুমুদক্ষীরোদনীরোপমা
এসাদম্বুনিধিং বিলঙ্ঘ্য সহসা নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

তদনন্তর কালিদাস রাজার কীর্ত্তি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে শ্রীমন্নাথ! আপনার মুখে ভগবতী সরস্বতী নৃত্য করিতেছেন। তাহা অবলোকনার্থ লক্ষ্মী সমাগত হইয়া প্রকৃতি চঞ্চল হইলেও আপনার গুণে আবদ্ধ হইলেন। তদ্দর্শনে চন্দ্র ঐরাবত কুমার কুন্দ ও ক্ষীর সমুদ্রে সলিল এই সকলের ন্যায় শুভ্রবর্ণা আপনার কীর্ত্তি গুণ বন্ধনভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। অদ্যাপি তাহার বিশ্রাম নাই।

শ্রীমন্নাথ ভবার্জ্জিতোজ্জ্বল যশঃ সংশুদ্ধমক্তাবলী
ম্যাদায়েব বিধিং সুরমল হারং ত্বদীয়ৈগুণৈঃ।
নীবন্ধ্রামপি তাং বিলোক্য সহসা নান্তং গুণানমপি
উৎপিৎস্বর্গগণাঙ্গণে! সম কিরত্যান্তে তড়িস্তারকাঃ॥

হে শ্রীমন্নাথ! বিধাতা ভবদুপার্জ্জিত উজ্জ্বল যশোরূপ বিশুদ্ধ মুক্তারাজি গ্রহণ করিয়া ভবদীয় গুণরূপ রজ্জুতে নির্ম্মল হার গ্রন্থন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ মুক্তাবলী ছিদ্র শূন্য এবং গুণেরও অন্তনাই দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাহা আকাশরূপ প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করিলেন সেই রন্ধ্র হীন মুক্তাবলী

এক্ষণে তারকাশ্রেণী ও অসীম গুণরাশি বিদ্যুৎরূপে পরিগণিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

শ্রীমন্নাথ ভবদ্‌যশো বিটপিনঃ যে তারকাঃ ব্যোরক-
স্তেষ্বধমেকতমঃ পুরা বিকসিতো যঃ পূর্ণিমাশ্চন্দ্রমাঃ।
তেনেদং মকরন্দসুন্দরসুধাস্যন্দৈর্জগন্মণ্ডিতং
শেষেষ্বেষু বিকস্বরেষু ভবিতা কীদৃক্‌ ন জানিমহে॥

হে শ্রীমন্নাথ! আকাশে যে সমুদায় নক্ষত্রমণ্ডল দৃষ্ট হয় উহারা আপনারই যশোরূপ বৃক্ষের কলিকা। পূর্ব্বকালে যে উহারা একটী মাত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, সেইটীই এই পূর্ণচন্দ্র। ক্ষরিত সুন্দর সুধা এই জগন্মণ্ডল মণ্ডিত করিতেছে। অবশিষ্ট গুলি বিকসিত হইলে যে কি হইবে বর্ণিতে পারি না।

গৌর ক্ষীরসমুদ্রসান্দ্রলহরী লাবণ্যলক্ষ্মীমুষ-
স্তৎকীর্ত্তে স্তুলনাং কলঙ্কমলিনো ধত্তে কথং চন্দ্রমাঃ।
স্যাদেবং তদরাতিসৌধশিখরে প্রোদ্ভূতশষ্পাঙ্কুর-
গ্রাসব্যগ্রমনাঃ পতেদ্যদি পুন স্তস্যাঙ্কশায়ীমৃগঃ॥

রাজন! আপনার কীর্ত্তি ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গ শোভা হরণ করিয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সুতরাং কলঙ্কী চন্দ্র কিরূপে তাহার উপমা হইতে পারে? তবে আপনার শত্রুগণের প্রাসাদ উপরি যে সকল তৃণ জন্মিয়াছে, সেই সকল গ্রাস জন্য চন্দ্রের অঙ্কশায়ী মৃগ যদি অবতরণ করে তবে কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে।

নাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরতয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
রে কর্ণাটবসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।

বর্ণ্যন্তে কতিভূধরার্ণবনদী ভূগোলবিন্ধ্যাটবী
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃ প্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

কর্ণাটরাজ এই চারিটী শ্লোক শুনিয়া এক একটী দিক্ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শেষ অবনত মুখে বসিয়া রহিলেন। ইহার অর্থ এই যে এক একটী শ্লোকে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী দিক পুরস্কার স্বরূপ দান করা হইল। এই ভাবে যখন চারিদিক দান করা হইল তখন আর কি দিবেন এই ভাবনায় অধঃমুখে বসিয়া রহিলেন। কালিদাস ভাবিলেন আমার অর্থ প্রার্থনা ভয়ে রাজা এই ভাব প্রকাশ করিতেছেন সুতরাং সেই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য কালিদাস বলিতে লাগিলেন মহারাজ! আপনি প্রত্যুপকার ভয়ে ভীত হইতেছেন কেন? আমার বাক্য শুনুন। আমরা যে কত কত পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, পৃথিবী, বিন্ধ্যাচল, ঝঞ্ঝাবায়ু ও চন্দ্র প্রভৃতির বর্ণনা করি, কিন্তু তাহারা আমাদের কি কিছু দিয়া থাকে।

একোঽভূন্নলিনাত্ততশ্চ পুলিনাদ্বল্মীকতশ্চাপর-
স্তে সর্ব্বে কবয় স্ত্রিলোকগুরব স্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দদামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া
আর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্য রচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে॥

কর্ণাটরাজ কালিদাসের কবিতায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন শুনিয়া কর্ণাটরাজমহিষী এই শ্লোকটী পাঠ করিয়াছিলেন। কমল হইতে আদি কবি ব্রহ্মা জন্মিয়াছিলেন, তাহার তীরস্থান হইতে ব্যাস দেব উদ্ভূত হন। আর বাল্মীকি বল্মীক হইতে জন্মিয়া বাল্মীকি নাম প্রাপ্ত হন। ইনিই রামায়ণ প্রনয়ন করেন। এই তিন জন কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জন্য তাঁহা-

দিগকে প্রণাম করি। এ সময়ে যদি কেহ গদ্য বা পদ্য রচনা করিয়া আমাকে চমৎকৃত করিতে পারে তাহা হইলে আমি কর্ণাটরাজরাণী তাঁহার মস্তকে বামপদ স্থাপন করি অথবা তাঁহাদের বামপদ আমার মস্তকে ধারণ করি।

ন যাচে গজালিং ন বা বাজীরাজীং
ন বিত্তেষু চিত্তং কদাচিন্মমৈব।
ইয়ং সুস্তনী মস্তকন্যস্তহস্তা-
নবাঙ্গী কৃশাঙ্গী দৃশঙ্গী করোতু ॥

কালিদাস কর্ণাটরাজমহিষীর কবিতা শ্রবণ করিয়া উপরোক্ত কবিতাটী আবৃত্তি করিলেন। ইহার অর্থ এইরূপ আমি আপনার নিকট হস্তি, অশ্ব বা ধনের প্রার্থনা করি না। কেবল এই মাত্র প্রার্থনা যে আপনার ন্যায় মস্তকে হস্তনস্তা পীনোন্নস্তা পয়োধরা কৃশাঙ্গী একবার আমার উপর কটাক্ষপাত করুক।

যাবং ক্ষামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং বলিঃ
শক্তুপ্রস্থবিসর্জনাৎ স চ মুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্য দশতী সতী সুরপুরং কুন্তীসমারোহয়ৎ
হা সীতা পতিদেবতা গমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে বলিরাজা সমস্ত পৃথিবী দান করিয়া অবশেষে পাতালপুরে বাস করিলেন, কুন্তী যিনি বাল্যাবধি অসতী তিনি অবলিলাক্রমে স্বর্গে গমন করিলেন, ঋচক মুনি ছাতু দান করিয়া স্বর্গে গেলেন; কিন্তু পতিব্রতার আদর্শস্বরূপা সীতা তিনি পাতালে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মের গতিই সূক্ষ্ম।

অপ্সু প্লবন্তি পাষাণা মানুষা ঘ্নন্তি রাক্ষসান্।
কপয়ঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি কালস্য কুটিলা গতিঃ ॥

প্রস্তর ককল জলে ভাসিতেছে, মানুষে রাক্ষসদিগকে বধ করিতেছে এবং বানরগণ কর্ম্ম করিতেছে; ইহা কিছুই নয়, কালের কুটিলগতি মাত্র।

একভূরুভয়োরেকদলয়োরেককণ্ডায়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

এক ভূমিতে শালিধান এবং শ্যামাঘাস উৎপত্তি হয় এবং পরস্পর সমসাদৃশ্য কিন্তু ফলের দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়।

ন ভীমস্পৃশপাদেন একাদশচমূপতিম্।
পঞ্চালামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃতমানুষঃ॥

হে ভীম! একাদশ অক্ষৌহিণিপতি যে দুর্য্যোধন তাহার মস্তকে পাদস্পর্শ করিও না কারণ পাঁচজন মানুষকে কে প্রতিপালন করে সে সামান্য ব্যক্তি নহে।

মাতা নিন্দতি নাভিনিন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে।
অর্থ প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জনং কুরুসখে চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥

মাতা নিন্দা করেন, পিতা অভিনন্দন করেন না, সহোদর সম্ভাষণ করেন না, ভৃত্য কুপিত হন, পুত্র অনুগত হন না স্ত্রী আলিঙ্গন করেন না এবং পাছে অর্থ চাহে এই ভয়ে বন্ধুগণ আলাপ করে না অতএব হে সখে অর্থ উপার্জ্জন কর, অর্থের দ্বারা সকলে বশীভূত হইবে।

হীন সেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যং মহদাশ্রয়ঃ।
অজা সিংহ প্রসাদেন বনে চরতি নির্ভয়ম্॥

হীন জনের সেবা করা কর্ত্তব্য নহে, মহতের আশ্রয় লওয়া

উচিত। যেমন অজা সিংহের অনুগ্রহে বনে নির্ভয়ে চরিতে পায়।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতোবলম্।
পশ্য সিংহ মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥

যাহার বুদ্ধি তাহারি বল, নির্বুদ্ধির বল কোথায়? দেখ মদোন্মত্ত সিংহ শশককর্ত্তৃক নষ্ট হইল; অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভাবে শশক সিংহকে এক কূপ দেখাইল, সেই কূপে সিংহ আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্য সিংহ জ্ঞান করিয়া ক্রোধে তাহাতে পড়িয়া মরিয়া গেল।

স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন জহাতি কদাচন।
অঙ্গারং শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি॥

যাহার যে রূপ স্বভাব তাহা কদাপি অন্যথা হয় না, যেমন অঙ্গারকে শতবার দুগ্ধে ধৌত করিলেও তাহার মলিনত্ব দূর হয় না।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণং কিং করিষ্যতি॥

যাহার বুদ্ধি নাই তাহার শাস্ত্র অধ্যয়নে কি করে? এক অন্ধব্যক্তির দর্পণে কি কায।

সগুণো নির্গুণোবাপি সহায়ো বলবত্তরঃ।
তুষেণাপি পরিভ্রষ্টস্তণ্ডুলোনাঙ্কুরায়তে॥

সহায়ই বল; সগুণ হউক বা নির্গুণ হউক তুষ হীন চাউলে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না।

কর্ত্তব্যঃ সঞ্চয়োনিত্য কর্ত্তব্যো নাতি সঞ্চয়ঃ।
অতি সঞ্চয় দোষেণ ধনুষা জম্বুকো হতঃ॥

প্রত্যহ সঞ্চয় করিবেক, কিন্তু অতিশয় সঞ্চয় করিবেক না। অতিশয় সঞ্চয় দোষেতে ধনুদ্বারা শৃগাল হত হইল।

অশক্ত পুরুষঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতা ভক্তো বৃদ্ধবেশ্যা তপস্বিনী॥

চোর শক্তিহীন হইলে সাধু হয় ও স্ত্রী কুৎসিতা হইলে সুতরাং পতিব্রতা হয়। মনুষ্য রোগগ্রস্ত হইলে সহজেই দেবতাভক্ত হয়, আর বেশ্যা বৃদ্ধা হইলে তপস্বিনী হয়।

অহারি সীতা দশকন্ধরেণ,
বদ্ধঃ পয়োধীরঘুনন্দনেন।
কুতো ন পশ্যামি ইদং বিচিত্রং,
পরাপরাধেন পরাপমানম্॥

সীতাকে রাবণ হরণ করিল কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে বন্ধন করিলেন, অতএব এমন আশ্চর্য্য কোথাও দেখি নাই যে, পরের অপরাধে পরের অপমান হয়।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবনৈবচ॥

ব্যবসায়ে লক্ষ্মী বাস করেন, ব্যবসায়ে যাহা লভ্য হয়, কৃষি কর্ম্মে তাহার অর্দ্ধেক হয়। রাজসেবা বা চাকুরী করিলে কৃষি-লব্ধ ধনের অর্দ্ধেক লভ্য হয় আর ভিক্ষার কথাই নাই। কিছুই হয় না।

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যং পরোপকারঞ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে॥

সর্ব্ব শাস্ত্রের পুনঃপুনঃ আলোচনা করত সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, পরোপকারে মহা পুণ্য এবং পরপীড়ন মহাপাপ।

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্বত্রাভ্যাগতো গুরু॥

ব্রাহ্মণের অগ্নি গুরু, ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু, স্ত্রীলোকের স্বামী গুরু।

এক ব্যাধ একটী হরিণ শীকার করিয়া অন্য বনে এক বরাহ শীকার করিল; একটী সর্প ঐ ব্যাধকে দংশন করায় ব্যাধ এবং সর্প উভয়ে মৃত হইল, তদ্দৃষ্টে এক শৃগাল মনে মনে বিবেচনা করিল যে এ সকল আমার ভোজ্য—আমার সঞ্চিত থাকুক। এই বিবেচনায় মনে মনে কহিল যে,

মাসমেকং নরো জাতি দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকদিনং যাতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণম্॥

অর্থ—এই মনুষ্যে আমার একমাস আহার চলিবে, এবং মৃগ ও শূকরে দুই মাস যাইবে, আর এই সর্প এক দিনের খাদ্য হইবেক, অতএব অদ্য এই ধনুর ছিলা ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। ইহা বলিয়া ভক্ষণ করিবামাত্র ধনুর গুণ গালে লাগিয়া শৃগাল তৎক্ষণাৎ হত হইল।

নিঃস্বোহেকশতং সতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপশ্চক্রেশ্বরং সম্পদম্।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি ব্রহ্মাপদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিহরপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

নির্ধন ব্যক্তি একশত মুদ্রা বাঞ্ছা করেন এবং শতমুদ্রাসম্পন্ন ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা বাঞ্ছা করেন, সহস্রাধিপতি লক্ষেশ্বর হইতে বাঞ্ছা করেন এবং লক্ষপতি রাজা হইতে ইচ্ছা করেন, এবং ভূপাল নিষ্কর রাজ্য বাঞ্ছা করেন, চক্রেশ্বর ইন্দ্রত্ব ইচ্ছা করেন,

ইন্দ্র ব্রহ্মপদ বাঞ্ছা করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ কামনা করেন, বিষ্ণু শিবপদ অভিলাষ করেন, অতএব তৃষ্ণার সীমাকে কে প্রাপ্ত হইয়াছেন?

যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈমি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলাস্তপস্বী॥

যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম তাহা দূরে গেল; যাহা কখন মনে করি নাই তাহাই উপস্থিত হইল; কোথায় প্রাতঃকালে আমি রাজচক্রবর্ত্তী রাজা হইব—না—কোথায় জটাধারণে তপস্বীর ন্যায় বনে গমন করিতেছি।

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণী।
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ॥
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ম্।
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥

সূর্য্যকুলে যাঁহার জন্ম—অক্ষৌহিণী ভুজবলশালী পিতা দশরথ—সত্যপরায়ণা সীতাদেবী যাঁহার স্ত্রী—লক্ষ্মণ যাঁহার ভ্রাতা—যিনি পৃথিবীতে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ—সেই রামচন্দ্র বিধাতার বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন—তখন অন্য পরের কথা কি?

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে॥

রোহিতাদি মৎস্য অগাধ জলে চরে কিন্তু তাহাতে তাহাদের

কোন বিকার নাই আর পুঁটিমাছ গণ্ডূষমাত্র জলে ফড় ফড় করিয়া লাফাইতে থাকে।

একোহস্য দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্য দোষো গুণরাশিনাশী॥

যে কবি বলেন চন্দ্রের কলঙ্কের জন্য যে দোষ সে দোষই নহে; আমার বিবেচনায় তিনি কিছুই দেখেন নাই। এক দোষ থাকিলে সকল গুণকে নষ্ট করে; যেমন এক দরিদ্র দোষই গুণরাশির নাশ হয়।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

ধন, মন, জীবন, যৌবন সকলই চঞ্চল, কেবল কীর্ত্তিই স্থায়ী।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈবং বিচারেণ নাহারে ন চ মৈথুনে॥

আহার এবং মৈথুন ব্যতিরেকে বৃদ্ধের সকল কথাই গ্রাহ্য করা উচিত।

ক্বচিদ্রুষ্টঃ ক্বচিত্তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্কর॥

কখন রুষ্ট কখন তুষ্ট এরূপ লোকের অনুগ্রহ অতি ভয়ানক।

লঙ্কাদগ্ধা বধিতং তথৈব লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ।
যৎকৃতং রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি॥

রামের একজন দূত আসিয়া লঙ্কা দগ্ধ, মধুবন ভগ্ন, সাগর লঙ্ঘন করিল; না জানি রামচন্দ্র নিজে কি করিবেন?

বরং রামশরঃ সহ্যো ন চ বৈভীষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্ব্বাক্যং মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ॥

বরং রামের বাণ সহ্য করিতে পারা যায় কিন্তু বিভীষণের দুর্ব্বাক্য অসহ্য, জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য মেঘযুক্ত রৌদ্রবৎ।

ন কালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নং কুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

কাল পূর্ণ না হইলে শত শরে বিদ্ধ হইলেও তাহার মৃত্যু নাই আর কালপূর্ণ হইলে কুশাগ্র বিদ্ধেও মৃত্যু হয়।

সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥

সমুদ্র মন্থনে হরি লক্ষ্মীলাভ এবং মহাদেব বিষলাভ করিলেন। ভাগ্যই সর্ব্বত্র ফলবতী; বিদ্যা এবং পৌরুষ কোন কর্ম্মের নহে।

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য ভ্রাতা সহোদরাঃ।
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কাকস্য পরিবেদনা॥

মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী যাঁহাদিগকে আপনার বলিয়া জ্ঞান হয়, তাঁহারা কেহই আপনার নহে; কারণ শরীরের বা প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। তবে কাহার প্রতি কাহার বেদনা।

কিন্তু রোষ পরিত্যেন গুরুণা ভবিতা গুণঃ।
শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি॥

শত্রুর গুণ ব্যাখ্যা করিবে আর গুরুর দোষ দেখিলে তিনি

গুরু হইলেও তাঁহার দোষ বলিবে। ক্রোধী গুরুর নিকটে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
অপ্রিয়ঞ্চাহিতঞ্চৈব প্রিয়াদপি হিতং বদেৎ॥

সত্য কথা কহিও, প্রিয় কথা বলিও কিন্তু সত্য অপ্রিয় হইলে বলিও না, তবে প্রিয় ব্যক্তির হিতের জন্য সত্য অপ্রিয় হইলেও বলা যাইতে পারে।

অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বুরে।
দাম্পত্যোঃ কলহশ্চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

ছাগলের পরস্পর যুদ্ধে, ফলমূলাহারী ঋষিদিগের শ্রাদ্ধে, প্রাতঃকালে মেঘমণ্ডলীতে এবং স্ত্রী পুরুষের পরস্পর বিবাদেতে কেবল বহ্বারম্ভ হয় মাত্র, কিন্তু ক্রিয়া অল্পই হয়।

যবাভাবে তু গোধুমং মুদ্গাভাবেপি মাষকম্।
মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ ঘৃতাভাবেতু তৈলকম্॥

যবের অভাবেতে গম দিবে এবং মুগের অভাবে মাষকলাই দিবেক, তথা মধুর অভাবে গুড় দিবেক এবং ঘৃতের অভাবে তৈল দিবেক।

জিহ্বা টলতি নীরস্য পাদস্খলতি হস্তিনঃ।
ভীষ্মস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমম্॥

কদাচিৎ পণ্ডিতেরও জিহ্বা টলে ও হস্তিরও পা টলে, ভীষ্মেরও রণে ভঙ্গ হয় ও মুনিদিগেরও ভ্রম হয়।

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

সুখের পর দুঃখ হয় এবং দুঃখের পর সুখ হয়, যেহেতু সুখ ও দুঃখ সর্ব্বদা চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে।

শ্বকার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চলবাহ্নিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্যানবাকৃতম্॥

কল্য যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অদ্যই করিবে এবং অপরাহ্নে ক্রিয়মান কর্ম্ম পূর্ব্বাহ্নেই পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য। যেহেতু মৃত্যু ইহা প্রতীক্ষা করেন না যে, এ ব্যক্তির কর্ম্ম করিতে এখনও অপেক্ষা আছে কিনা।

সূচীমুখেন সকৃদেব কৃতব্রণস্তং
মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়া।
বাণৈঃ স্মরস্য শতশো বিনিকৃত্তমর্ম্মা
স্বপ্নেপি তাং কথমহং ন বিলোকয়ামি॥

মুক্তা, তুমি সূচমুখে একবার বিদ্ধ হইয়া প্রিয়ার স্তনোপরি সর্ব্বদা লুণ্ঠিত হইতেছ আর মদন বাণে শতবার আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়া স্বপ্নেও একবার তাহাকে দেখিতে পাইনা।

দুর্লভ জনানুরাগ লজ্জাগুর্ব্বিপরবশ আত্মা।
প্রিয়সখি বিষমং প্রেম মরণমশরণং ন পারক্যম্॥

প্রিয়সখি আমার এই বিষম প্রেম দুর্লভ জনের অনুরাগী। লজ্জা চিহ্নকারী; আত্মাপরবশ, এ অবস্থায় মরণই আমার শরণ।

রাজাপশ্যন্তি কর্ণাভ্যাং বিপ্রাপশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
পশুঃ পশ্যন্তি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি কর্ম্মকঃ॥

রাজা কর্ণে দেখেন অর্থাৎ সমগ্ররাজ্য কিছু তিনি দেখিয়া বেড়াইতে পারেননা তাহার মন্ত্রি এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ যাহা

জ্ঞাত করায় তাহাই শ্রবণে তিনি রাজ্যের অবস্থা অবলো
করেন পণ্ডিতগণ বুদ্ধিবলে সমস্ত অবলোকন করেন অর্থাৎ
মাত্র প্রভৃতির আকার বা গতি বিধি তাঁহারা দেখেন না,
বলে অবলোকন করেন। পশু গন্ধ দ্বারা অবলোকন করে অ
যেমন ব্যাঘ্র জীব দেখিতে না পাইলেও তাহার গন্ধে তাহ
আক্রমণ করে আর মূর্খে কার্য্য শেষ হইলে দেখিতে পায়।

বসন্তে ভ্রমণং পথ্যমথবা নিম্বভোজনম্।
অথবা যুবতী ভার্য্যা অথবা বহ্নি সেবনম্॥

বসন্ত কালে ভ্রমণ করাই পথ্য অথবা নিম্বভোজন বা যু
ভার্য্যা সহবাস একান্ত যদি এ সব না হয় তবে অগ্নিতে
প্রদান।

শ্রদ্ধধানঃ শুভাঃ বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরঃ ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

অতি হীন জাতি যদি সদ্বিদ্বান হয় তাহার নিকট
বান্ ব্যক্তি সদ্বিদ্যা গ্রহণ করিবেক এবং অন্ত্যজ ব্যক্তির
হইতে পরম ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেক আর স্ত্রীরত্ন নিন্দি
হইতে গ্রহণ করিবেক অর্থাৎ যদি সে স্ত্রী রূপে গুণে
হয়।

কুগ্রামবাসী কুজনস্য সেবা,
কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্য্যা।
মুর্খশ্চপুত্রো বিধবা চ কন্যা,
বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরম্॥

কুগ্রামে বাস ও কুজনের সেবা আর সদা ক্রোধযুক্ত

ইহার বিনাশ হইবেক না; যেহেতু বিষের বৃক্ষকে

করিয়া স্বয়ং ছেদন করা অযুক্ত।

অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ বলঞ্চ কুশলাভিষক্॥

পুরুষের বল অন্নমূলক এবং বলমূলকই জীবন হই
অতএব চিকিৎসক যত্নের দ্বারা বলকেই সম্যক্ র
করিবেক।

জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃ প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্॥

সত্তের সহ সহবাসে মনুষ্যের কিনা উন্নতি হয় বুদ্ধি
যায়, সত্য বাক্য নির্গত হয়, মানের বৃদ্ধি হয়, পাপমো
চিত্ত প্রসন্ন হয়, দিগ্দিগন্তরে কীর্ত্তি হয় অতএব সত্তের
বাসই কর্ত্তব্য।

রামাদপি চ মর্ত্তব্যং মর্ত্তব্যং রাবণাদপি।
উভাভ্যাং যদি মর্ত্তব্যং বরং রামান্ন রাবণাৎ॥

রামে মারিলেও মরিবে এদিকে রাবণেও মারি
মরিতেই হল তখন রামের হস্তে মরাই ভাল।

বরমসিধারা তরুতলে বাসো
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে মরণং
ন চ ধনগর্ব্বিত বান্ধব শরণম্॥

অসিধারা রূপ ব্রত বরং ভাল অথবা তরুতলে

করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ বা উপবাস অথবা নরকগামী হওয়া বরং ভাল তথাচ ধন গর্ব্বিত বন্ধু বান্ধবের শরণাগত হওয়া কিছু নয়।

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মানাম্।
মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্দুরাত্মনাম্॥

মহাত্মা ব্যক্তিদিগের মনে যাহা উদয় হয়, বাক্যেও তাহা প্রতিপালন এবং কর্ম্মেও তাহা সম্পাদন করেন। আর দুরাত্মাদিগের মনে একপ্রকার, বাক্যে আর একপ্রকার, এবং কর্ম্মেতে আর একপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

কুজাস্তকুজয়োর্ব্বারে যস্য জন্মদিনং ভবেৎ।
অনুক্ষযোগসংপ্রাপ্তৌ বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥

শনিবার কিম্বা মঙ্গলবারে যাহার জন্মতিথি হয় এবং অনক্ষত্র যোগ না থাকে, তবে তাহার পদে পদে বিঘ্ন হয়।

ভুক্ত্বা রাজবদাসীনো যাবন্ন বিকৃতিং গতঃ।
ততঃ শতপদং গত্বা বামপার্শ্বে তু সংবিশেৎ॥

ভোজনান্তর রাজার ন্যায় বসিবেক, যাবৎ পর্য্যন্ত ভুক্তান্নবিকার প্রাপ্ত না হয়, পশ্চাৎ এক শত পদ গমন করিয়া বাম পার্শ্বে উপবেশন করিবেক।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে কালস্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা॥

বাল্যকালে পিতা রক্ষা করেন এবং যৌবনকালে স্বামী ও বৃদ্ধকালে পুত্র, অতএব স্ত্রীলোকের কখনই স্বতন্ত্রতা নাই।

পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং জপতো নাস্তি পাতকম্।
সর্ব্বথা অস্তবিদ্যানাং বিদ্যানতিপ্রসীদতি॥

অধ্যয়ন করিলে মূর্খত্ব থাকে না এবং জপেতে পাতক দূর

হয়, অথচ যাহারা সর্ব্বদা বিদ্যাকে অভ্যাস করে তাহাদিগকে কি বিদ্যা অতিশয় প্রসন্না হন না, অর্থাৎ অবশ্যই হন।

আসনাৎ চালয়েৎ দৃষ্ট্বা পথি নারী বিবর্জ্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি অতিক্রোধো নিবার্য্যতে॥

আসন চালনা করতঃ তদুপরে উপবেশন করিবে; পথে স্ত্রীলোক সহিত গমন করিবে না; রাত্রি জাগরণে ভয় করিবে না আর অতিশয় রাগ হইলে তাহা নিবারণ করিবে।

শক্যেন বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষতেনৌ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদৌ দণ্ডেন গোগর্দ্দভো।
ব্যাধির্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈর্ম্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্ব্বিষং
সর্ব্বস্যৌষধমাস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥

অগ্নিকে জলের দ্বারা এবং বৃষ্টি রৌদ্রকে ছত্রের দ্বারা [illegible] নাগেন্দ্রকে শাণিত অঙ্কুশের দ্বারা নিবারণ করা সাধ্য [illegible] তথা দণ্ডাঘাতের দ্বারা গোগর্দ্দভকে এবং নানাবিধ ঔষধ সং[illegible] দ্বারা ব্যাধিকে এবং মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা বিষকে সমতা করা [illegible] এমতে সকলেরই শাস্ত্রবিহিত ঔষধ আছে কিন্তু মূর্খের [illegible] ঔষধ নাই।

সঙ্কায়ো রতিমন্দিরাবধি
পদন্যাসাবধি প্রেক্ষিতম্।
হাস্যকাধর পল্লবাবধি
সখীকর্ণাবধি ব্যাহৃতম্।
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি
মহামানোঽপি মনোবধি।

সর্ব্বং সাবধি কেবলং কুলভুবাং
প্রেমনস্তু নৈবাবধিঃ ॥

কুলকামিনিগণের সঞ্চার রতিমন্দির পর্য্যন্ত অর্থাৎ শয়ন গৃহ পর্য্যন্ত, দৃষ্টি চরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গমনকালে নিম্ন দৃষ্টি ব্যতিত অন্তদিকে দৃষ্টি করে না। কথা প্রিয়সখির কর্ণ পর্য্যন্ত গমন করে অর্থাৎ আর কেহ শুনিতে পায় না। মন. স্বামীর নিকট পর্য্যন্ত। মনে চুপ করিয়া থাকা পর্য্যন্ত। কুলকামিনীগণের সকল কর্ম্মের শেষ আছে; কেবল প্রেমের শেষ নাই।

ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহোমুপাগতোহস্মমলয়াৎ
তদেকাং ত্বদ্গেহ বিনয়াবতী নিষ্যামিরজনীম্।
সখীবেনোক্তৈকং নব কুসুমিতা চূ্যৎলতিকা
ধূনানামূর্দ্ধানং নহি নহি নহিত্যেব কুরুতে ॥

বসন্ত বায়ু নবকুসুমিত চূ্যত লতিকাকে (লতান আম্রবৃক্ষকে) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—অয়ি বিনয়াবতি! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত আমি বহুদূরস্থ মলয়পর্ব্বত হইতে আসিতেছি, অদ্য তোমার গৃহে রজনী অতিবাহিত করিব। আম্র লতিকা মলয়ানীলকে মস্তক সঞ্চালন দ্বারা বলিলেন না না না। কবির শেষ ছত্রে "নহি নহি নহি" তিনবার প্রয়োগ করার অর্থ—চূ্যতলতিকা নব কুসুমিতা এইজন্য বোধ হয় লতা বলিতেছেন যে, আজ নহে কাল নহে এবং পরশ্বও নহে।

নিঃশেষং চ্যুত চন্দনং স্তনতটং নির্ম্মিষ্টরাগোধরো
নেত্রে দূরমঞ্জনে পুলকিতাতন্বিতবেয়ং তনুম্।
মিথ্যাবাদিনী দূতি বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
বাপীং স্নাতুমিতোগতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্ ॥

কোন প্রসিত ভর্ত্তা বিরহ কাতরা হইয়া তাহার সাধকে প্রিয়জন সমীপে আনায়ন জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রিয়জন মদনাসক্ত হইয়া প্রণয়ণীকে উপেক্ষা করিয়া আপন সখিসহ মনোভিলাষ পূরণ করিলে সখি প্রত্যাবর্ত্তন কালে সরোবরে স্নান করিয়া আগমন করিল তদ্দৃষ্টে কামিনী বিদ্রূপ দিয়া কহিল একি সখি তোমার স্তনতটে যে চুয়া এবং চন্দন দ্বারা রঞ্জিত ছিল তাহা নিঃশেষিত অধর রাগ নির্ম্মিষ্ঠ নেত্রে যে অঞ্জন ছিল তাহা লুপ্ত আর তোমার তনুরুতি অঙ্গে পুলকি রে মিথ্যাবাদিনী দূতি বান্ধবজনের পীড়াগম জ্ঞাতসত্ত্বে তাহার অজ্ঞাতে তুই নিজ পাপবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মিথ্যা ভান দ্বারা স্নান করিয়া আসিলি তোকে আর কি বলিব তোর মূঢ় অধমের প্রবৃত্তিকে ধিক্।

প্রদোষে নিহতঃ পন্থাঃ পতিতাঃ নিহতঃ স্ত্রিয়ঃ।
অল্পবীজং হতং ক্ষেত্রং ভৃত্যদোষা দহতঃ প্রভুঃ॥

রজনীযোগে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হওয়াতে পথ নষ্ট হয়ে থাকে। স্ত্রীজাতি পাপে রত হইলেই তাহাকে নষ্ট বলা যায় যে ক্ষেত্র অল্প পরিমাণে শস্যোৎপত্তি হয়, সেই ক্ষেত্রও নষ্ট প্রায়, বুলিতে হইবে এরূপ ভৃত্যদোষেই প্রভু নষ্ট হইয়া থাকে।

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥

যাহার বুদ্ধি নাই শাস্ত্রে তাহার কি করিবে, কারণ অন্ধ ব্যক্তির দর্পণ দ্বারা কি উপকার হইয়া থাকে।

যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি ॥

যিনি হংসগণকে শুভ্রবর্ণ, শুককে হরিদ্বর্ণ এবং ময়ূরগণকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন তিনিই তোমার জীবিকা বিধান করুন।

গর্ভস্থিতস্য মে পূর্ব্বং বৃত্তিং কল্পিতবান্ পয়ঃ।
শেষবৃত্তিবিধানায় স কিং সুপ্তো মৃতোঽথবা ॥

আমি গর্ভস্থ থাকিতে যিনি আমার জন্য স্তন্যদুগ্ধের কল্পনা করিয়াছেন সেই বিধাতা, কি এখন আমার শেষবৃত্তি বিধানের নিমিত্ত নিদ্রিত না মৃত ?

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ॥

উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা মনে করেন ভাগ্যই শুভাশুভ ফল দাতা, তাঁহারা কাপুরুষ। অতএব অদৃষ্ট পরিহার করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে পুরুষত্ব দেখাইবে। যদি যত্ন করিলেও সিদ্ধকাম হইতে না পারা যায় তবে আর তাহাতে অপরাধ কি ?

উৎসাহসম্পন্নমদীর্ঘসূত্রং
ক্রিয়াবিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তং।

শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদঞ্চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি বিলাসহেতুঃ ॥

যে ব্যক্তি উৎসাহবান্, লঘুহস্ত, ক্রিয়াকলাপান্বিত ; যিনি ব্যসনাসক্ত নহেন ; এবং যিনি বীর কৃতজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বন্ধু ভাবাপন্ন ; লক্ষ্মী বিলাস বাসনায় তাঁহাকে স্বয়ংই আশ্রয় করেন।

ভিক্ষো মাংসনিষেবণং প্রকুরুষে কিন্তত্র মদ্যং বিনা
মদ্যঞ্চাপি তব প্রিয়ং প্রিয়মহো বারাঙ্গনাভিঃ সহ।
বেশ্যাপ্যর্থরুচিঃ কুতস্তব ধনং দ্যুতেন চৌর্য্যেণ বা
চৌর্য্যদ্যূত পরিগ্রহোঽস্তি ভবতো নষ্টস্য কান্যা গতিঃ ॥

একদা এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইলে, কালিদাস তাঁহাকে বিড়ম্বনা করিবার জন্য ছদ্মবেশে মাংস ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইলেন। দিগ্বিজয়ী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ কেহ এই শ্লোকের সম্বন্ধে এই কথাও বলেন যে একদা কোন রাক্ষস সমস্যা পূরণ করিবার জন্য শ্লোকের চতুর্থ পাদ রাজসভায় প্রদান করিয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে দিন কালি- দাস সভায় উপস্থিত না থাকায় অন্যান্য কবিগণ তাহা পূরণ করিতে পারিলেন না। রাক্ষস এক সপ্তাহ অবসর দিয়া প্রস্থান করিল। নির্দ্দিষ্ট দিবসে কালিদাস মাংস ভিক্ষুক বেশে রাক্ষস সমীপে উপস্থিত হইলে রাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল, ভিক্ষুক! তুমি কি মাংস ভোজন করিয়া থাক। ছদ্মবেশ

উত্তর করিলেন, মদ্য ব্যতীত কেবল মাংস ভোজনে তেমন সুখ হয় না। মদ্যও কি তোমার প্রিয়? প্রিয় তার আর কথা কি? কিন্তু বারবিলাসিনীগণের সহিত হইলেই বড় প্রীতিকর হয়। বেশ্যাতে অর্থপ্রিয়া কিরূপে তোমার অর্থ সংগ্রহ হয়? দ্যূতক্রীড়া অথবা চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা। দ্যূতক্রীড়া চৌর্য্যবৃত্তিও তোমার আছে? নষ্টের আর উপায় কি?

কান্তং বক্তি কপোতিকা কুলতয়া নাথান্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি।
ইত্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহত
স্তূর্ণং তৌতু যমালয়ং পরিগতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥

কোন কপোতিকা আসন্ন বিপৎপাত উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া আকুল বচনে তাহার কান্তকে কহিল হে নাথ! এক্ষণে আমাদের অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে ঐ দেখ ধনুর্দ্ধারী ব্যাধ শাণিত শর হস্তে আসিতেছে। এ দিকে বাজ পক্ষীও আমাদিগের বিনাশার্থ আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই সময়ে কোন কালসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হওয়াতে ব্যাধের হস্তস্খলিত হইয়া সেই সংহিত বাণ উৎক্ষিপ্ত হইয়া শ্যেমপক্ষীকেও বিনাশ করিল। এ দিকে সর্প দংশনে ব্যাধও পঞ্চত্ব পাইল। দৈবের কি বিচিত্র গতি।

ছেদ্যঃ চন্দনচূতচম্পকবনং রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকে চ বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গে তুরগে খরে চ সমতা কর্পূরকার্পাসয়ো
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণৈর্দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

যে দেশের বিজ্ঞেরা শাখোটককে রক্ষা করিয়া চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষ ছেদন করেন, হংস ময়ূর ও কোকিলকুলকে হিংসা করিয়া কাকসমূহে বিলক্ষণ আদর প্রদর্শন করেন, হস্তী অশ্ব এবং গর্দ্দভকে সমান বিবেচনা করেন এবং কর্পূর ও কার্পাসকে সমান গুণ বিশিষ্ট বলিয়া বিচার করেন, সে দেশকে নমস্কার করি।

নমন্তি ফলিনো বৃক্ষাঃ নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে ন চ নম্যতে॥

বৃক্ষ সমুদায় ফলশালী এবং পুরুষবর্গ গুণবান্ হইলে নম্র হয়, শুষ্ক কাষ্ঠ ও মূর্খলোক বরং ভাঙ্গিয়া যাইবে কদাচ নম্র হইবার নহে।

বাহ্যজ্ঞানবিহীনানাং মূঢ়ানাং মতিরীদৃশী।
শ্রেষ্ঠোঽহং সর্ব্বভূতানাং পণ্ডিতঃ পরমোমতঃ॥

বাহ্যজ্ঞান-শূন্য মূর্খলোকের এইরূপ বিশ্বাস যে, আমি সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ এবং পরম পণ্ডিত॥

কণ্টকাবরণং যাদৃক্ ফলিতস্য ফলাপ্তয়ে।
তাদৃগ্ দুর্জ্জনসঙ্গোঽপি সাধুসঙ্গস্য বাধতে॥

কণ্টকের আবরণ (বেড়া) যেমন ফলিত বৃক্ষের ফল প্রতিবন্ধক হয়, দুর্জ্জন সংসর্গও সেইরূপ সাধুসঙ্গের ব্যাঘাত জন্মায়।

জনয়ন্তি সুতান্ সর্পাঃ স্বাকৃতীন্ সকলানপি।
পিশুনস্যাকরে জন্ম সাধূনাং কুত্র সম্ভবঃ॥

সর্প যে সকল সন্তান উৎপাদন করে, তাহারা সর্পাকৃতিই হইয়া থাকে, অতএব খলের আকরে কিরূপে সাধুর জন্ম হইতে পারে ?

ভিনত্তি ভীমং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব।
করোতি বাসং গিরিগহ্বরেষু
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

সিংহ করিরাজের কঠোর কুম্ভ ভেদ করিতে সমর্থ, পবন অপেক্ষাও অত্যন্ত বেগ ধারণ করে, এবং অত্যুচ্চগিরিগহ্বরেও বাস করিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি সে পশু ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিষমাং হি দশাং প্রাপ্য দৈবং গর্হয়তে নরঃ।
আত্মনঃ কর্ম্মদোষঞ্চ নৈব জানাত্যপণ্ডিতঃ॥

মনুষ্য দুর্দ্দশাপন্ন হইলে অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়া থাকে। মূর্খলোক কদাচ স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মের দোষ দেখিতে পায় না।

নাকৃতিগুরুতা গুরুতা বিক্রমগুরুতা গরীয়সী পুংসাম্।
গিরিপরিমাণং করিণং কৃশকশরীরকেশরী হন্তি॥

শরীরের গুরুতার কিছুমাত্র গৌরব নাই বিক্রম গুরুতাতেই পুরুষের যথার্থ গৌরব প্রকাশিত হয়। পর্ব্বত-পরিমিত হস্তীকেও ক্ষীণতনু সিংহ বিনাশ করিয়া থাকে।

অহিতহিতবিচারৈঃ শূন্যবুদ্ধেন রন্তু
শ্রুতিবিষয়বিরামা প্রীতিঃ সর্ব্বজনস্য।

উদরম্ভরণ মাত্রং কেবলং নাস্তি কর্ম্ম
ইতি মনুজপশোর্ব্বা কোবিশেষঃ পশোশ্চ ॥

হিতাহিত-বিবেক-শূন্য নির্ব্বোধ লোক কেবল শ্রুতি-সুখ-
কর বিষয়েই সতত প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহাদের
উদর পোষণ ব্যতীত আর কোন কর্ম্মই জগতে নাই ঈদৃশ
মনুজপশু ও পশুতে কি বিশেষ আছে ?

ন নস্য গ্রহণেনাপি মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
এবং পরিচ্ছদেঽপূর্ব্বে সতি স্যাৎ যাচকো ন হি ॥

নস্য গ্রহণ করিলেই মূর্খ ব্যক্তি পণ্ডিত হয় এমন নয়
অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ধারণ করিলেই কি ভিক্ষার্থীকে যাচক বলা
যাইবে না ?

কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরঞ্চাপ্যসুন্দরম্।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেত্তৎ তস্য সুন্দরম্ ॥

স্বাভাবিক সুন্দর বা অসুন্দর কি আছে ? যে যাহাতে প্রীতি
বোধ করে সেইটীই তাহার পক্ষে সুন্দর হইয়া উঠে।

দধি মধুরং মধু মধুরং, মধুরো দ্রাক্ষাপি কিন্তু রুচিভেদাৎ।
তস্য তদেবহি মধুরং, যস্য মনো যত্র দৃঢ়লগ্নম্ ॥

দধি, মধু ও দ্রাক্ষা ইহারা সকলেই মধুর বটে। কিন্তু
রুচিভেদ ইহার একটী কারণ। অতএব যাহার মন যাহাতে
দৃঢ় লগ্ন হইয়াছে সেইটীই তাহার পক্ষে মধুর।

সাধুস্ত্রীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্।

অস্তোদ্দেকে কুটীলমনসো নির্গুণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাম্ ॥

সাধু স্ত্রীর স্বামিবিরহে, মানিগণের মানভঙ্গে, সাধুলোকের জনাপবাদে পণ্ডিতগণের অনাদরে, কুটিল লোকের অস্তোদ্দেকে নির্গুণ লোকের বিদেশে এবং সম্ভ্রান্ত জনের ভৃত্যাভাবেই মৃত্যু উপস্থিত হয়।

মিত্রং স্বচ্ছতয়া রিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং
কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতীং প্রেম্না সমৈর্বান্ধবান্।
অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্বুধং
বিদ্যাভিরসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্বশম্ ॥

সরলতা দ্বারা মিত্রকে, নীতি-শাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বারা শত্রুকে ধন দ্বারা লুব্ধ জনকে, কার্য্য দ্বারা প্রভুকে, আদর প্রদর্শন দ্বারা ব্রাহ্মণকে, প্রণয় দ্বারা যুবতীকে, সমতা দ্বারা বন্ধুগণকে, স্তুতিবাদ দ্বারা উদ্ধত জনকে, প্রণতি দ্বারা গুরুকে, মিষ্ট বাক্য দ্বারা মূর্খকে, বিদ্যা প্রদর্শন দ্বারা পণ্ডিতকে, রসিকতা দ্বারা রসিক লোককে এবং শীলতা দ্বারা সমুদায় লোককে বশীভূত করিবে।

ধূর্ত্তস্য বচনে কাস্থা কচিৎ সত্যং কচিন্মৃষা।
ক্বাচদ্রৌদ্রং কচিদ্বৃষ্টিঃ শ্রাবণস্য দিনং যথা ॥

শ্রাবণ মাসের দিনে যেমন কখন রৌদ্র কখন বৃষ্টি হয়, সেইরূপ ধূর্ত্তের বাক্যও কখন সত্য হয় কখন মিথ্যা হইয়া থাকে সুতরাং তাহাতে বিশ্বাস করা কিরূপে আস্থা হইতে পারে।

জানামি রে সর্প তব প্রতাপং
কণ্ঠস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ॥

একদা গরুড়, মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহার কণ্ঠস্থ সর্প সকল গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তদ্দর্শনে গরুড়ের উক্তি, রে সর্প! আমি তোমার প্রতাপ জানি। তুমি মহাদেবের কণ্ঠে থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছ। স্থানই প্রধান, বল প্রধান নহে। স্থানস্থিত হইলে কাপুরুষও সিংহ হইয়া উঠে।

মৃগনাভিদৃশী প্রীতির্ন তু গোপায়তে ক্বচিৎ।
আবৃতাপি পুনস্তস্য গন্ধং সর্ব্বত্র গচ্ছতি॥

প্রণয় মৃগনাভি সদৃশ, উহা কখন গোপনে থাকে না; সুতরাং উহাকে কোনরূপে আচ্ছাদিত করিলেও গন্ধের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

ধনং পর্ব্বতাভং বচশ্চিত্ররূপং
বপুঃ কর্ম্মদক্ষং কুশাগ্রৈকবুদ্ধিঃ।
ন দানং ন পাঠঃ ন ধর্ম্মো ন কীর্ত্তি
স্ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্॥

পর্ব্বত-পরিমিত ধন আছে কিন্তু দান নাই। বিচিত্র বাক্য বিন্যাস করিতে পটু কিন্তু শাস্ত্রাধ্যায়ন নাই। শরীর বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ কিন্তু ধর্ম্ম কার্য্যে নহে। কুশাগ্রীয় বুদ্ধি, তাহাতে কীর্ত্তিলালসা নাই। তবে ঐ সমুদায়ে ফল কি?

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমু সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥

দীপ নির্ব্বাণ হইলে তাহাতে তৈল দানে ফল কি? চোর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলে সাবধান হইয়া আর কি হইবে? যৌবনাবস্থা উত্তীর্ণ হইলেই বা বনিতাবিলাসে প্রয়োজন কি? জল বহির্গত হইলে আর সেতু বন্ধনে ফল কি?

বিদ্বানেব হি জানাতি, বিদ্যার্জ্জনপরিশ্রমম্।
নহি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্ ॥

বিদ্বান্ ব্যতীত বিদ্যোপার্জ্জনের পরিশ্রম আর কে জানিতে পারে? বন্ধ্যা স্ত্রী কি কখন অতি ভয়ঙ্কর প্রসববেদনা জানিতে পারে? কদাচ নহে।

ন যাতশ্চূর্ণত্বং কথমহহ পাথোধিমথনে
ন ভস্মীভূতোঽসি স্মরবিজয়িনো নেত্রশিখিনা।
শশাঙ্ক স্বর্ভানোরপি কবলনাজ্জীবসি যতো
দুরাত্মা দীর্ঘায়ুর্ভবতি যুগধর্ম্মস্য মহিমা ॥

হে শশাঙ্ক! তুমি সমুদ্র মন্থনকালে চূর্ণ হইলে না কেন? কন্দর্পবিজয়ী মহাদেবের নেত্রবহ্নি দ্বারাও তুমি ভস্মীভূত হইলে না। রাহুগ্রাসেও যখন তুমি জীবিত রহিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই জানিলাম দুরাত্মারাই দীর্ঘায়ু হয়, এটী কাল ধর্ম্মেরই মহিমা।

বাপীতলে হি রবিণাকুলিতং যদম্ভ
তৎ কেবলং শফরীকাকুলজীবনায়।

তৃষ্ণাতুরেণ করিণা পরিপীয়তে চেৎ
নৈবাস্য তৃপ্তির্বরস্য ভবেদ্বিনাশঃ ॥

বাপীতলে সূর্য্যকরাকুলিত যে জল থাকে, উহাতে কেবল শফরীকুলের জীবন রক্ষা হয়। কিন্তু হস্তী তৃষ্ণাতুর হইয়া যদি উহা পান করে তবে হস্তীর তৃপ্তি হয় না, বরং উহাদেরই নাশ হয়।

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদা ভয়ঞ্চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্ ।

রবি কবি ও সমরের সার কি? যথাক্রমে উত্তর। ভা—দীপ্তি, গী—গদ্যপদ্যময় বাক্য, ও রথী। কৃষিকার্য্যের ভয় কি ঈতি—অনাবৃষ্টি প্রভৃতি। ভৃঙ্গগণ কি ভোজন করে? রস। কোন্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই ভয়? আশ্রিত জনের। অভয় কাহার ভাগীরথীর তীরসমাশ্রিত লোকেরই অভয়।

কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং
কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ
সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে ॥

বরবর্ণিনী অবলাগণের কপালে কি দীপ্তি পায়? উত্তর। সিন্দূর বিন্দু. বসন্ত রাত্রিতে কোন স্ত্রী কাতরা হইয়া রোদন করে? বিধবা। মহাদেব চন্দ্রকে কোথায় ধারণ করেন ললাটে।

ধূলীধূসরিতঃ পলালশয়নাৎ শূলী কদন্নাশনাৎ
তৈলাভাববশাৎ সদা শিরসি মে কেশা জটাত্বং গতাঃ।
গোরেকঃ স চ নৈব লাঙ্গলবহঃ ভার্য্যাগৃহে চণ্ডিকা
যুষ্মন্তো যদি চার্দ্ধচন্দ্রগমং প্রাপ্তং পদং শাম্ভবম্ ॥

কোন ব্রাহ্মণ একজন ধনবানের নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিলে ধনী সন্নিহিত পরিচারককে আদেশ করিলেন, ইহাকে অর্দ্ধচন্দ্র (গলহস্ত) দিয়া বিদায় কর, এই কথা শুনিয়া কবি ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন। পলাল শয্যাবশতঃ আমার সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত। কদন্ন ভোজনে আমি শূলী। তৈলের অভাবে আমার কেশ সমুদায় জটারূপ ধারণ করিয়াছে। একটী গোরু আছে সেটীও শিববাহন বৃষভের ন্যায় কদাচ লাঙ্গল বহন করে না (কুড়ে), ভার্য্যা যিনি তিনিও চণ্ডী (কোপনস্বভাবা)। আপনি যে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানের আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা আমার প্রার্থনীয়ই হইয়াছে, কারণ তাহা হইলে আমার শৈব পদ প্রাপ্তির আর কিছুই অপেক্ষা থাকে না।

তুলসীদাসের দোহা।

অলী, পতঙ্গ, মৃগ, মীন, গজ্
ইয়াঁকো একহি আঁচ।
তুলসী উনিকা ক্যা গত,
যাকো পিছে পাঁচ॥

গন্ধলোভে ভ্রমর, রূপলোভে পতঙ্গ, শব্দলোভে মৃগ, খাদ্যলোভে মৎস্য, স্পর্শলোভে গজ বিনষ্ট হয়। তুলসীদাস তাহাদের কি হইবে? যাহাদের পাঁচ বিষয়েই লোভ আছে। মৃগ ধরিবার কালে হয় বংশী বাদন না হয়, স্ত্রী হরিণ দ্বারা শব্দ করিতে হয়, আর হস্তী যাহা দেখে তাহাতেই গাত্র ঘর্ষণ করে, যাহারা বন্য হস্তী শিকার তাহারা বনের বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শলাকা (পেরেক) পুতিয়া তাহাতে বিষ মাখাইয়া আইসে, হস্তী ঐ সকল বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করিলে, বৃক্ষস্থ পেরেক লাগিয়া হস্তীর গাত্র ছিন্ন হইয়া শরীর মধ্যে বিষ প্রবেশ করে, তাহাতেই হস্তীর মৃত্যু হয়। ভ্রমর কেতকীপুষ্পের গন্ধে মোহিত হইয়া তাহার মধুপান করিতে যায় ও অবশেষে পুষ্পরেণু চক্ষে লাগিয়া এবং কেতকীকণ্টকে পক্ষ ছিন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতীত হয়। পতঙ্গ দীপালোকে দগ্ধ হয়। মৎস্য চার খাইতে আসিয়া বোড়শি বিদ্ধ হয়।

হস্তী চলে বাজার মে,
কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুন্‌কো দুর্ভার নহি,
যঁও নিন্দে সংসার॥

যখন হস্তী বাজার দিয়া চলিয়া যায়, তখন হাজার হাজার কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু হস্তী কুকুরের ডাকে ভ্রূক্ষেপ করে না; সেইরূপ সাধুগণ সংসারের লোক নিন্দায় ভীত হয় না। সংসারে এরূপ অনেক লোক আছে যাঁহারা না বুঝিয়া সৎকর্ম্ম-কারী সাধুর সৎকর্ম্মে অনেক বিঘ্ন ঘটায় এবং নিন্দাবাদ করে, কিন্ত যিনি প্রকৃত সাধু এবং প্রকৃত সৎকর্ম্ম করিতেছেন, তিনি সে সকল কথা কুকুরের ঘেউ ঘেউ মনে করিয়া তাহাতে কর্ণ-পাত করেন না।

পণ্ডিত আউর মশাল্‌চী,
ইন্‌কি গৎ কহা না যায়।
পরকে দীয়া দেখায়কে,
আপ্‌ অঁধার মে যায়॥

পণ্ডিত আর আলোকধারী ব্যক্তি উভয়ই পরকে আলোক দেখাইয়া আপনি অন্ধকারে গমন করে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আলোক লইয়া অগ্রে গমন করে সে নিজে পথ দেখিতে পায় না, সেইরূপ পণ্ডিতগণ পরকে হিতোপদেশ দেন সত্য কিন্তু আপনিও কখন কখন ভ্রমে পতীত হন।

চম্পকুকি তিন গুণ,
রূপ, রং, আউর বাস।
পরন্তু এক দোষ,
ভ্রমর না যাওয়ে পাশ॥

চাঁপা ফুলের গুণ তিনটী, যথা—রূপ, অর্থাৎ গঠন, রং অর্থাৎ বর্ণ এবং বাস অর্থাৎ গন্ধ কিন্তু এক দোষ ভ্রমর চাঁপা ফুলের নিকটে যায় না। তাহার কারণ উক্ত পুষ্পের মধু তিক্ত আস্বাদবিশিষ্ট, সেই জন্য ভ্রমর যায় না। কেহ কেহ কহেন চাঁপা ফুলের মধু নাই কিন্তু ইহা অতি অসার কথা; যাহার গন্ধ আছে তাহারই মধু আছে। এখানে মধু শব্দে মিষ্ট মধু নহে অর্থাৎ স্থায়ী তৈল।

যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহি,
যাঁহা রাম তাঁহা নহি কাম।
দোনো এক্ নেহি মিলে,
রবি রজনী এক্ ঠাম॥

যেখানে কাম অর্থাৎ ভোগবিলাস ইত্যাদি মানবীয় মানসী কামনা, সেখানে "রাম" অর্থাৎ ভগবান্ নাই। আর যেখানে "রাম" ভগবান্ সেখানে "কাম" ভোগ-বিলাসাদি নাই। যেমন রবি রজনী অর্থাৎ দিবারাত্রি এই উভয় বস্তুর একত্র সমাবেশ হয় না। এখানে কবির মনের ভাব নিষ্কাম না হইলে ভগবানের আরাধনা হয় না।

তুলসী তপ জপ পূজিয়ে,
সব গোড়িয়াকি খেল ।
যব প্রিয়াসে সরবস্ হোয়ি,
তো রাখ পেটারি মেল ॥

তুলসীদাস জপ, তপ, পূজা এ সকল যাহা করিতেছ তৎসমুদায় পুতুল ক্রীড়া। পিতৃগৃহে বালিকারা খেলাঘর করিয়া বৌ, বেটা, ঝি প্রভৃতি খেলার সংসার পাতিয়া ক্রীড়া করে পরে পতিগৃহে যাইয়া যখন প্রকৃত সংসার প্রাপ্ত হয় তখন সেই বালিকা-কালের খেলাঘরটী তুলিয়া রাখে। মানব যখন তোমার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবে অর্থাৎ, বিষ্ঠা, চন্দন, লোষ্ট্র, কাঞ্চন ইত্যাদি অভেদ জ্ঞান হইবে, তখন আর তোমাকে জপ, তপ, পূজা ইত্যাদি কিছুই করিতে হইবে না, এ সমস্ত বালিকার পুতুল ক্রীড়ার ন্যায় বোধ হইবে।

তুলসী যব জগমে আয়ো,
জগো হাসে তোম্ রোয় ।
এয়্সে কর্ণি কর্ চলো কি,
তোম্ হসো জগো রোয় ॥

তুলসীদাস যখন তুমি জগতে আসিলে, জগজ্জন তোমায় দেখিয়া হাসিল, তুমি তখন রোদন করিয়াছিলে, কিন্তু তুলসী এরূপ কর্ম্ম করিয়া চলো যাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক কাঁদে আর তুমি হাসো। সন্তান ভূমীষ্ঠ হইলে আত্মীয় স্বজন সকলে আহ্লাদে হাসে, কিন্তু সন্তান ভূমীষ্ঠ হইয়াই রোদন করে;

তাই বলি মানব, সংসারে এরূপ কীর্ত্তি রাখিয়া যাও, তাহাতে তোমার জন্য জগতের সকলে কাঁদে আর তুমি হাসো।

সব্‌কি ঘট্‌মে হরি হেঁ,
পছানৃতো নেহি কোই।
নাভিকে সুগন্ধ, মৃগ নহি জানত,
ঢুঁড়ত ব্যাকুল হোই।

সকলেরি অন্তরে পরমাত্মা রূপে হরি বিরাজমান, কিন্তু ভ্রমবশতঃ কেহই চিনিতে পারে না। যেমন মৃগ নিজ নাভি স্থলে সুগন্ধী মৃগনাভী আছে না জানিয়া সেই গন্ধে আপনি বিভোর হয় এবং কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে তাহারই অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়; সেইরূপ লোকে অজ্ঞানতাবশতঃ আপন অন্তরস্থ পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নানা পথে ধাবিত হয়।

দুঃখ্‌ পাওয়ে তো হরি ভজে,
সুখে না ভজে কোই।
সুখমে যো হরি ভজে,
দুখ্‌ কাঁহাসে হোই॥

মানব বিপদে পড়িলে হরিকে শরণ করে সত্য; সুখের সময় ভুলিয়া যায় ইহাও চির-প্রচলিত; কিন্তু যে ব্যক্তি সুখের সময় হরি ভজে তার দুঃখ হয় না।

সুখমে বাজ পড়ু,
দুঃখকে বলিহারি যাই।
এই সে দুঃখ আওয়ে যো,
ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম গোঁয়াই॥

সুখের মাথায় বাজ পড়ুক আর দুঃখ তোকে বলিহারি যাই, কেন না তুই (দুঃখ) থাকিলে সর্ব্বদা হরিকে শরণ হইবে। এখানে সুখ অর্থে পার্থীব সুখ।

হরিকে হরিজন্ বহুৎ হেঁয়,
হরিজন্‌কো হরি এক্।
শশীকে কুমদন্ বহুৎ হেঁয়,
কুমদন্‌কো শশী এক্॥

ভগবানের ভক্ত অনেক কিন্তু ভক্তের ভগবান এক যেমন চন্দ্রের অনেক কুমুদিনী কিন্তু কুমুদিনীর চন্দ্র এক।

বোল্‌কে মোল্ নহি,
যো কহেনে জানে বোল।
হৃদয় তরাজু তৌলকে,
তবহুঁ বোলকে খোল॥

যে কথা কহিতে জানে তাহার কথার মূল্য নাই। মনের ওজন বুঝিয়া তবে কথা কহা উচিত।

যো যাকো শরণ লিয়ে,
সো রাখে তাকো লাজ।
উলট জলে মছলি চলে,
বহি যায় গজরাজ॥

কায়মনচিত্তে যে যাহার শরণাগত হয় সে নিশ্চয়ই তাহার লজ্জা নিবারণ করে। দেখ! হীনবল মৎস্য স্রোতের বিপরীত দিকে সন্তরণ করে, তাহাতে তাহার কোন কষ্ট হয় না আর হস্তী এমন বলবান জীব হইয়াও স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়।

এক রাহমে নিকলতেহেঁ,
মুৎ অউর পুৎ।
রাম ভজেতো পুতহি,
নহিতো মুৎকা মুৎ।

এক পথ দিয়া পুত্র এবং মূত্র (প্রস্রাব) উভয়ই বহির্গত হয়, তবে যে পুত্র রাম ভজে অর্থ্যাৎ হরিপরায়ন হয় সেই প্রকৃত পুত্র নচেৎ মুতের মত।

বেহা বেহা সবকই কহে,
মেরা মনমে এই ভায়ে।
চর্ খাটোলি ধো ধো লগড়া,
জেহেল্ পর্ লেযাওয়ে॥

সকলেই বলে বিবাহ বিবাহ কিন্তু আমার মনে এই হয় চতুর্দ্দোলে চড়াইয়া নাগরা বাজাইয়া জেলে লইয়া যায়।

মালা জপে শালা,
কর জপে ভাই।
যো মন মন্ জপে,
ওস্‌কো বলিহারি যাই॥

মালাজপা ছদ্মবেশীরা শালা আর কর জপে ভাই কিন্তু যিনি মনে মনে জপ করেন তাঁহাকে বলিহারি যাই।

গোউয়া দোকে কুত্তা পালে,
ওগ্‌কি বাছুরা ভুকা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে,
বাপ না পাওয়ে রুখা॥
ঘরকা বহুড়ী পিরীতি না পাওয়ে,
চিৎচোরায়ে দাসা।
ধন্য কলিযুগ হেরি তামাসা,
দুখ্‌ লাগে আওর হাঁসি॥

গাভীর দুগ্ধ কুকুরকে পান করাইয়া গোবৎসকে উপবাসী রাখা, পিতাকে উপবাসী রাখিয়া শালাকে উত্তম দ্রব্য খাওয়ান, নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার সঙ্গে প্রেম করা—কলিযুগ তোমার এ সকল তামাসা দেখিয়া মনে দুঃখও হয় হাসিও পায়।

তুলসী তাহাঁ না যাইয়ে,
যাহা নহি বরণ বিবেক।
রাং রুপা রুয়া ভুয়া,
শ্বেৎ অশ্বেৎ সব্‌ এক॥

যেখানে সাদা কালো, রাং রুপা, নিরেট ফাঁপা, ভাল মন্দ সকলেরই এক দর; তুলসীদাস সেখানে কদাচ যাইও না।

যো পর বিত্ত হরে সদা,
সো বহু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা,
সো বহু তীর্থ গয়া ন গয়া॥

যো পর আশ করে সদা,
সো বহু দিন্ জিয়া ন জিয়া।
যো মুহমে পর চুক্‌লি ওগারত,
সো মুহমে হরিনাম লিয়া ন লিয়া॥

যে পরাস্বহারী তাহার দান অদান উভয়ই সমান। যে লম্পট তাহার তীর্থ দর্শন অদর্শন উভয়ই সমান। যে পর-প্রত্যাশাপন্ন তাহার মৃত জীবিত উভয়ই সমান। যে ক্রমাগত পর-নিন্দা করে তাহার হরিনাম করাও বা না করাও তা।

তুলসী ইয়ে আয়কে জগ্,
কোন ভয়ো সোম রৎ।
এক কাঞ্চন ও কুচ কো,
কিন্ না পসারা হাত॥

জগৎবাসী এমন কোন লোককে সামর্থবান্ দেখিতে পাওয়া যায় না যাঁহার অর্থ এবং স্ত্রীলোকের স্তনের প্রতি প্রলোভন নাই।

মোটে বস্ত্র হোটে গৃহ,
পঞ্চ ধেনু হরদোয়।
বাকো হয় সো বি সুখী,
গৃহী যদি দুহিতা নহি হোয়॥

মোটা ভাত খায়, মোটা কাপড় পরে, অপরিসর গৃহ মধ্যে পাঁচটী গাভী সহিত বাস করে এমন গৃহস্থও সুখী যদি তাহার কন্যা না থাকে।

সাচ্চা কহে তো মারে লাট্টা,
ঝুটা জগৎ ভুলায়।
গোরস ফিরে গলি গলি,
সুরা বৈঠলা বিকায়॥
চোরকে ছোড়ে, সাধকো বাঁধে,
পথিককে লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা,
দুখ্ লাগে আওর হাঁসি॥

কলি যুগে সত্য কথায় প্রহার সহ্য করিতে হয় আর মিথ্যায় জগৎকে ভুলাইয়াছে; তাহার প্রমাণ দুগ্ধ এমন উপাদেয় সামগ্রী তাহা বিক্রয় জন্য দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে আর মদ্য এক স্থানে বসিয়া বিক্রয় হয়। এখানে চোরকে ছাড়িয়া সাধুর বন্ধন, পথিকের গলায় ফাঁসী দেওয়া হইতেছে। তাই বলি হে কলি যুগ তোমার কার্য্য দেখিয়া হাঁসি পায় দুঃখও হয়।

আও নহি আদর নহি, নহি নয়নকা লেশ্।
কবীরা কভু ন করো, তাকে সীমা পরবেশ্॥

যেখানে আদর অভ্যর্থনা নাই বা নয়ন ভঙ্গী দ্বারা সঙ্কেত নাই সেখানে কদাচ যাইবে না।

তুলসী উহাঁ যাইয়ে,
যাহাঁ আদর্ না করে কোই।
মান্ ঘাটে মন্ মরে,
রামকো স্মরণ হোই॥

তুলসীদাস ! যেখানে তোমার কেহ আদর না করে। অনাদরে মানের লাঘব এবং মনের মৃত্যুর জন্ম সেখানে . অবশ্য তোমার একবার রামকে মনে পড়িবে।

রাগী বাগী পাখী,
নারী আউর্ নাব্।
এ পাঁচকো গুরুহেয়নৈ,
উপজে অঙ্গ স্বভাব ॥

গাহকের লয়, কবির কবিত্ব, ধাতু পরীক্ষকের পরীক্ষাশক্তি, নাবিকের নৌবিদ্যা এবং তার্কিকের তর্কশক্তি এই পাঁচ প্রকার বিদ্যার গুরু নাই। যাঁহার এ বিদ্যা হয়, তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে।

তুলসী ইয়ে সংসার মে,
পাঁচো রতন হের্ সার্।
সাধু সঙ্গ হরি কথা,
দয়া, দীন, উপকার ॥

তুলসীদাস সংসারে পাঁচ প্রকার অমূল্য রত্ন আছে। যথা- সাধু সঙ্গ, ভগবানের নাম, দয়া, দীনতা, আর পরোপকার।

দয়া ধরম্‌কি মুল হেঁয়,
নরক্ মূল অভিমান্।
তুলসী মং ছোড়িয়ে দয়া,
যাও কণ্ঠাগত জান ॥

দয়া সকল ধর্ম্মের মূল আর অভিমানই নরক। তুলসীদাস! তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তোমার দয়া বৃত্তিকে ত্যাগ করিও না।

রাজা করে রাজ্য বশ,
যোদ্ধা করে রণ জই।
আপ্‌না মনকো বশ্ করে যো,
সবকো সেরা ওই॥

যিনি রাজ্য বশ করিতে পারেন তিনিই রাজা পদবাচ্য; যিনি রণ জয় করিতে পারেন তিনি বীরপুরুষ। কিন্তু যিনি আপনার মনকে জয় করিতে পারেন তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ।

বুন্দ আঘাত সহে গিরি জ্যায় সি।
খলকে বচন্ সন্ত সহে ত্যায় সি॥

পর্ব্বত যেরূপ বেগবতী নদীর তরঙ্গাঘাত অনায়াসে সহ্য করে, সাধুপুরুষেরাও সেইরূপ খলের বিষতুল্য বচন অনায়াসে সহ্য করেন।

উদর ভরণ্‌কে কারণে,
প্রাণী ন করতহি লাজ্।
নাচে বাচে রণ্ ভিরৈঁ,
বাচে ন কাজ্ অকাজ্॥

মানব উদরের জন্ম সকল কর্ম্মই করিতে প্রস্তুত হয়। কেহ নৃত্য, কেহ নৌকা লইয়া বাচ, কেহ রণ ভীত হইয়া রণে যাই- তেছে। উদরের জন্ম লোকে সকল কর্ম্মই করিতে পারে।

যো প্রাণী পরবশ হোয়,
সো দুখ সহত অপার।
যূথ পতি গজ হোই সহে,
বন্ধন অঙ্কুশ মার্॥

পরাধীনের ন্যায় দুঃখী আর জগতে নাই। এমন-হস্তী মানব অপেক্ষা বলবান হইয়াও তাহার অঙ্কুশ আঘাত সহ্য করে।

চন্দ্র ছপে না তারক্ উজোর,
সূরজ্ ছাপে না বাদর ছাই।
রণ পাড়ে কাহা রাজপুত্ ছপে,
দানী ছপে কাহা মাগন যাই॥
নারীকে চঞ্চল নয়ন ছপে না,
নীচ ছপেনা বড় পদ্ পাই।
সিদ্ধুকো ভিতর্ পাপ ছপে না,
দাস্ ছপেকা হরিগুণ নাই॥

তারকা সমুজ্জ্বল হইলে, চন্দ্রের বর্ষা হইলে, সূর্য্যকিরণ [illegible] প্রভ হয় না। রণস্থলে রাজপুত বীরের বীরত্ব এবং [illegible] নিকট দাতা অপ্রকাশিত থাকে না। অবগুণ্ঠন মধ্যে না[illegible] সচঞ্চল নয়ন আর সভা দেহে ভদ্র অভদ্র ইহাও কাহার [illegible] দিত থাকে না। সমুদ্রে পতিত মলা এবং ভগবদ্ভ[illegible] চিহ্ন পরিত্যাগ করিলেও তাহার গুণগুলি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বিপদ্ বরাবর সুখ নাহি,
যো থোড়া দিন হোয়।

লোক্ বন্ধু মৈত্রতা,
জানৃ পড়ে সব্ কোয়্ ॥

ক্ষণস্থায়ী বিপদের অপেক্ষা আর সুখ নাই ; কারণ আত্মীয়, বন্ধু ও মৈত্রতা জানিবার এই একমাত্র সুযোগ।

প্রীৎ ন টুটে অনৃ মিলে,
উত্তম্ মনৃনি লাগ্।
সত্তযুগ, পাণিমে রহে,
মিটে না চকৃমকৃকে আগ্ ॥

সুজনের সহিত একবার প্রণয় হইলে সে প্রণয়ে কদাচ বিচ্ছেদ হয় না ; যেমন চকৃমকি পাথর শতযুগ পর্য্যন্ত জলে থাকিলেও তাহার অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না।

যো যাকো পেয়ার্ লগে,
সো তাকো করত বাখান।
জগরসে বিষকো বিষমখি,
মানত অমৃত সমান ॥

যে যাহাকে ভাল বাসে অধম হইলেও তাহার গুণ-কীর্ত্তনে কখনই ক্ষান্ত থাকে না। যেমন বিষমক্ষিকা বিষকে অমৃত বোধ করে।

জল বিচ্ কুমুদ বসে,
চন্দা বসে আকাশ্।
যো জনৃ যাকে হৃদ্ বসে,
সো জন তকো পাশ্ ॥

যে যাহাকে ভাল বাসে সে বহুদূরে থাকিলেও তাহারা

সর্ব্বদা পরস্পরের অতি নিকট; যেমন জলে কুমুদিনী আর আকাশে চন্দ্র কিন্তু পরস্পরের এক হৃদয়।

কঁহো কহো বিধিকি গতি,
ভুলে পড়ে প্রবীন্।
মুরখকে সম্পতি দেখি,
পণ্ডিত সম্পতি হীন॥

প্রবীন লোকেরাও বিধাতার কার্য্যকলাপ ভাবিয়া ভ্রমে পতীত হন, তিনি নিতান্ত মূর্থকে ধন দিয়া পণ্ডিতকে দরিদ্র করিয়াছেন।

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
তও কোয়্‌লাকি ময়লা ছুটে,
যও আগ্‌ করে প্রবেশ॥

যেমন অঙ্গারের ভিতর অগ্নি প্রবেশ করিলে তাহার মলিনত্ব দূরীভূত হয়; সেইরূপ উপযুক্ত গুরুর সদুপদেশ দ্বারাও কার্য্যা কার্য্যেরও প্রভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে।

দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী
পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব্ বাউরা হোকে,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষ॥

কামিনীগণে দিবসে মোহিনীরূপে ও রাত্রে বাঘিনীর ন্যায় পলে পলে শরিরে রক্ত শোশন করিতেছে আর দুনিয়ার সমস্ত লোক উন্মাদ হইয়া ঘরে ঘরে সেই বাঘিনী পুষিয়া রাখিয়াছে।

বহুৎ ভালানা বোল্‌না চল্‌না,
বহুৎ ভালানা চুপ্‌।
বহুৎ ভালানা বর্ষা বাদর্‌,
বহুৎ ভালানা ধুপ॥

অধিক বাক্যব্যয় করা, অধিক পথচলা, বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকা, অধিক বর্ষা, এবং অত্যন্ত রৌদ্র ভাল নহে। ইহার ভাবার্থ অতিরিক্ত কোন বিষয়ই ভাল নয়।

ভাট্‌কো ভালা বোল্‌না চল্‌না,
বহুড়িকো ভালা চুপ্‌।
ভেককো ভালা বর্ষা বাদর,
আজকো ভালা ধুপ॥

ঘটকদিগের অনেক পথচলা এবং বহুভাষী হওয়া আবশ্যক। কুলবধুর চুপ করিয়া থাকাই ভাল। ভেকের নিকটে বর্ষা এবং ছাগলের নিকট রৌদ্র অতি সুখকর॥

নারী স্বভাব সত্য করি কহহিঁ,
অবগুণ আট সদাউ রহই।
সাহস অনীত চপলতা মায়া ভয়,
অবিবেক অশোচ অদয়া॥

দুর্ব্বলা, নীতিহীনা, চঞ্চলা, মায়াবিনী, ভয়বিহ্বলা, অবিবেকা। অশুচি, নিঠুরা।

কাল করে সো আজ্‌ কর,
আজ্‌ করে সো অব্‌।
পলমেং পরলে হোয়গো,
বহুরি করেগো কব্‌॥

আগামী কল্য যে কার্য্য করিবে মনে করিয়াছ তাহা অদ্যই কার্য্যে পরিনত কর। যাহা অদ্য সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছ তাহা এখনই সমাধা কর। কারণ সংসারে পলকে প্রলয় হইতে পারে।

কলিকা ব্রাহ্মণ মসখরা,
তাহিন দিজে দান
কটংস সহিত নরকে চলা,
সাথ লিয়ে জিজমান

কলির ব্রাহ্মণকে যে দান করে সে ঐ ব্রাহ্মণের সহিত নরকে যায়।

সাঁচে সাপ ন লাগই,
সাংচে কাল ন খাই।
সাংচে কো সাংচা মিলে,
সাংচে মাংহি সমাই॥

সত্য কোন কালে ধংস হয় না, সত্যে সাপ লাগেনা, সত্য দ্বারা সত্যকে পাওয়া যায়।

দুঃখ সুখ এক সমান হৈ,
হরয় শোক নহি ব্যাপ।
পরউপকার নিহকামতা,
উপজে হোইন তাপ॥

সংসারে যত প্রকার ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে পরোপকার সকলের শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতে কখন অনুতাপ উপস্থিত হয় না। সুখ এবং দুঃখ একই পদার্থ। শোক সর্ব্বদা পরিব্যাপ্ত থাকে।

বিন মাঙ্গে যশ হোত হয়,
দুঃখ জগত নরমাহি।
তথা হোত হয় সুখ নরনকো,
আপ দৈববল তাহি॥

যেরূপ দিনরাত্রি প্রকৃতিগত; কাহাকেও আহ্বান করিতে হয় না, আপনা হইতেই আইসে; সেইরূপ সুখ দুঃখ ও কাহাকেও আহ্বান করিতে হয় না আপনা আপনি আইসে।

যাকো মান গুমান হয়
মানীমানে সোই।
মানহীনজন মানকো
কা জানে প্রভু কোই॥

শিবধৃত মস্তক চন্দ্রমা
গ্রাসে রাহু অজ্ঞান।
নীচনীচতা গহত হয়
লঘু গুরুতা নহিভান॥

মানী ব্যক্তিই মানির মান জানে; যাহার মান নাই সে কিরূপে মানির মান জানিবে। প্রমান—স্বয়ং মহাদেব যে চন্দ্রকে আপনার ললাটে ধারণ করিয়াছেন; নীচরাহু তাহাকে গ্রাস করিতে যায়।

যাহাঁ সুমতি তহাঁ জানিয়ে
সম্পত্তি আপুলি আই।
যাহাঁ কুমতি তহাঁ জানিয়ে
বিপতি হোত সদাই॥

শোচনীয় সো সর্ব্বদা
মুখর মান প্রিয় হোই॥

ব্রহ্মণের অপমানকারী, জ্ঞানাভিলাসী, দুর্জ্জ শূদ্র সমাজে নিন্দনীয়।

সহজ সরল সাধুকের বচন,
কুমতি কুটিল করি জান।
চলে জোঁক জিমি বক্রগতি,
যদ্যপি সলিল সমান॥

সাধু লোকের সরল বাক্য ও কুজনে কুবাক্য মনে করে; যেমন জল সমান হইলেও জোঁক বক্রগতিতে গমণ করে।

রিপু তেজস্বী অকেল অপি,
লঘু করি গনিয়ে ন তাহু।
অজহু দেত দুঃখ রবি শশিহিঁ
শির অব শোষিত রাহু॥

আপনাকে ক্ষমতাবান জানিয়া শত্রুকে অবহেলা করিও না; রাহু চন্দ্র সূর্য্যকে কারিয় আজিও দুঃখ দেয়।

সবৈ সহায়ক সবলকে
কোহিন নিবল সহায়।
পবন জগায়ত আগকোং
দীপহিং দেত বুছায়॥

বায়ু প্রবল অগ্নিকে সাহায্য করিয়া প্রজ্জ্বলিত করে আবার [illegible]কে নিভাইয়া দেয়, বলবানের সাহায্য অনেকেই কিন্তু দুর্ব্বলের কেহ নাই।